চারুমুখচিত্তহরা

নাটকীয় ব্যক্তিগণের নাম ও উপাধি।

বীরকিশোর ... কর্ণাট দেশের রাজা।

সম্মোহন ... ... উক্ত রাজবংশীয়।

মহীশূর ... ... ভোজবংশের প্রধান } পরস্পর প্রতিকূল

অংশুমান্ ... ... সিন্ধুবংশের প্রধান } পরস্পর প্রতিকূল

অনুপম ... ... উক্ত রাজবংশীয়, ও চারুমুখের মিত্র।

অনুকূল ... ... অংশুমানের অন্তরঙ্গ।

চারুমুখ ... ... ভোজতনয়।

কার্ত্তিকেশরি ... ... চারুমুখের মিত্র ও ভোজবংশজ।

তপোধন ... ... ব্রহ্মচারী।

বিরজন ... ... তস্য শিষ্য।

অজিতব্যাধি ... ... বৈদ্য।

সেতু ... ... সম্মোহনের পালক ভৃত্য।

সেতা ও নেতা ... ... সিন্ধুপ্রধানের কিঙ্কর দ্বয়।

প্রিয়ম্বদ ... ... চারুমুখের ভৃত্য।

অমলা ... ... সিন্ধুমহিষী।

বিধুমালা ... ... ভোজমহিষী।

চিত্তহরা ... ... অনূঢ়া সিন্ধুসুতা।

চন্দ্রমালা ... ... চিত্তহরার সহচরী।

মুক্তি ... ... চিত্তহরার চেড়ি।

এতদ্ভিন্ন নর্ত্তক, নর্ত্তকী, অস্ত্রধারী, দণ্ডনায়ক, নিশাপতি, প্রহরীগণ ও নগরস্থ লোক প্রভৃতি।

রঙ্গভূমী কর্ণাট নগর ও কন্দা কন্দ, ত্রিবঙ্কুর দেশে।

চারুমুখচিত্তহরা

প্রথম অঙ্ক

[সূত্রধারের প্রবেশ।]

সূত্রধার : আহা! আজি সভার কি চমৎকার শোভা হয়েছে! নগরস্থ সমস্ত লোকেরা নানাভরণে ভূষিত হইয়া সভারোহণ করাতে সভার শোভা মনোলোভা হয়েছে। আর আলোক দেখিয়া আমার চিত্তের পুলক হইতেছে; যেন তিমিরাবৃত সর্ব্বরীকে বিদায় দিয়া অকালে দিবাকে আহ্বান করিয়াছে। এমন্‌টি আর দেখি নাই। এই সময় প্রিয়সী নর্ত্তকীকে ডাকিয়া দেখাই. (নেপথ্যাভিমুখীন্ হইয়া) প্রিয়ে! সত্বরে আসিয়া দেখ,

[নর্ত্তকীর প্রবেশ।]

সভার কেমন শোভা হয়েছে! তথাচ এই মহানগরীয় সম্ভ্রান্ত দুই বংশের কেহই আগমন করেন নাই। ঐ দুই সম্ভ্রান্ত কুল যে কত কালের, তাহা কেহই কহিতে পারেন না।

নর্ত্তকী। কিন্তু তাদের পরস্পর শত্রুতাও যে কত দিনের, তাই বা কে জানে ? বোধ হয় যে, তাদের কখনই মিল হবে না। কিন্তু দেখ, তারা বড় লোক, তাদের ভাল মন্দ কথায় আমাদের আবশ্যক কি ? আমরা যেমন তেমনই থাকি।

সূত্রধার। তা তো বটে ; কিন্তু প্রিয়ে! দেখ, তুমি এক দিন আমাকে গোপনে বলেছিলে যে, উভয় কুলে মিল হইবার একটা ঘটনা হয়েছে। কিন্তু তুমি রটনার ভয়ে তখন সেই কথাটি প্রকাশ করিলে না। প্রিয়ে! সে কথাটি কি ?

নর্ত্তকী। তা আমি তোমাকে বল্‌বো না। তোমার পেটে কথা থাকে না। আমি যে মেয়ে-মানুষ, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ হয়েও একটী কথা পেটে রাখ্‌তে পার না।

সূত্রধার। প্রিয়ে! তুমি এইবারখানি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে রাখ্‌বো। আমার দিব্বি, যদি না বল। দেখ, আমি তোমা বই আর কারু নই।

নর্ত্তকী। তোমার সঙ্গে যখন যার ভাব হয়, তাকেই তো ঐ কথা বল যে, প্রিয়ে! আমি নিতান্ত তোমারি। তোমার বই আর কারু নই। কিন্তু তুমি যে কার, তা তোমার বিধাতাই জানেন।

সূত্রধার। প্রিয়ে! আমি যে তোমাকে ভালবাসি, তা কে না জানে ? পাড়া সুদ্ধ সকলকে জিজ্ঞেস্ কর। তবে বটে যে, দশ খানা সোণা দানা দিতে পারি নাই। তা সকলে পারে না। এ বলিই কি ভালবাসা টা গেল ?

নর্ত্তকী। পোড়া কপাল! কখনো আহ্লাদ করে একখানা রাংতা

দিয়েছ ? কখনো একটা তবল্লকী দিয়ে জিজ্ঞেস্ করেছ ? গহনা দেওয়া ওদিকে যাকু । বল্‌তে লজ্জা কল্লে না ? সে কথায় আর কায নাই। উপস্থিত বিষয় আমি তোমাকে সাবধানে বল্‌চি, প্রকাশ করো না।

সূত্রধার। হঁ। তা কি করি। (নিঃশব্দে) এক বার বল্লে তো হয়।

নর্ত্তকী। দেখ, চিত্তহরা যেমন রূপসী কন্যা, তাহা জগতে অবিদিত নাই। আমার বোধ হয় যে, বসন্তকালে ইন্দ্রের পারিজাত বনের সমস্ত ফুল একেবারে ফুটিলেও বাগানের তেমন শোভা হয় না, যেমন চিত্তহরা বেশ ভূষা করিয়া অট্টালিকায় উঠিলে নগরের শোভা হয়। আর সহচরী চন্দ্রমালাকে সঙ্গে করিয়া সেই কিরণমালা অংশুমান্‌বালা নিশাকালে কুসুমকাননে ভ্রমণ করতঃ জ্যোৎস্নার জ্যোতিকে মলীন করিয়াছে। কিন্তু দেখ, চির দিন সেই চিত্তহরা একান্তচিত্তে চারুমুখের চিন্তা করিতেছে, মনোমোহনে কখন তাহার মন হয় নাই। সহচরী চন্দ্রমালা ইহা সমস্তই জানে এবং আমিও এক দিন সেই চারুমুখচিত্তহরাকে এক বার চকিতের ন্যায় চক্ষে দেখিয়া চরিতার্থ হইয়াছি।

সূত্রধার। কহ, প্রিয়ে! সেই দুই জনার কোথায় মিলন হইয়াছিল এবং তুমি কিমতে দেখিলে ? এ বড় সরস কথা, আমার মনে লাগিয়াছে।

নর্ত্তকী। আমি এক দিন রাত্রে নৃত্য গীত শুনিতে সংগোপনে সিন্ধুভবনে গিয়াছিলাম, লোকের সমাগমের কথা কি বল্‌বো! বিশেষে সুকেশা ও সুবেশা নারিগণের সেই

সমাজ দেখিয়া, নারিরাও মোহিত হয়। এমন সময় সহচরী চন্দ্রমালা চিত্তহরাকে সঙ্কেত করিল যে, হে সিন্ধুস্থতে! বিচ্ছিন্নমেঘমালার অন্তরে শশধরের রশ্মি হের; ইহা কহিয়া সেই ছদ্মবেশী চারুমুখকে লক্ষ্য করিল। তাহাতে অতিশয় সুবেশিতা চিত্তহরা চপলার ন্যায় তথায় আসিয়া সহচরীর হাত ধরিয়া কহিল. চন্দ্রমালে! কহ, কি দেখিলে? এমৎকালে চারুমুখকে হঠাৎ চক্ষে দেখিয়া লজ্জায় নীলবসনের অঞ্চলে বিধু মুখ ঢাকিয়া হাস্যমুখে কহিল, সখি! তুমি সত্য কহিয়াছ, কিন্তু আমি বড় লজ্জা পেয়েছি; এ তোমার অনুচিত কায। তাহাতে চন্দ্রমালা হাসিতে হাসিতে চিত্তহরার হাত ধরিয়া সেই স্বর্ণময়ীকে ব্যবধান করিল ও তাহা দেখিয়া সেই চমৎকৃত চারুমুখ কহিল, দেখ সেই লাবণ্যবতী নীলনয়নের হিল্লোলে আমার মন হরণ করিল। তাহাতে সখিসহিত চিত্তহরা মৃদু হাসিয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণেকে আড়াল হইল ও তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষণ পরেই চারুমুখ চঞ্চলচিত্তে প্রস্থান করিল এবং আমিও চলিয়া আসিলাম।

সূত্রধার। প্রিয়ে! বড় সরস কথা। যদি এরূপে তাদের মিলন হয়, তবে লোকে বড় সানন্দ হইবে। তবে, প্রেয়সি! এখন দুই একটা গান করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকের মনোরঞ্জন কর।

নর্ত্তকী। দেখ, নাথ! আমি দিন দিন গলিতযৌবনা হইতেছি, আমার নৃত্য গীতে এখন বোধ হয় লোকের বড় আমোদ জন্মিবে না। বল, হয় না হয়?

সূত্রধার। কি! তুমি গলিতযৌবনা? তবু এখনও যা আছে,

অন্যের পর্ব্বত। কথায় বলে মরা হাতী লাক টাকা ভাঙ্গা অট্টালিকার চিত্রকায দেখ্‌তেও লোক দাঁড়ায়।

নর্ত্তকী। (হাস্যপূর্ব্বক) যদি তোমার নিতান্তই ইচ্ছে হয়ে থাকে তবে আমি যেমন পারি তেমনি গান করি।

গান।

রাগিণী বাগেশ্বরী—তাল আড়া।

তুমি যে কর চাতুরি, আমি তা জানি সকল।
মুখেতে অমৃত বর্ষ, অন্তরে গরল॥
মুখে বল ভালবাস, মরিলেও নাহি জিজ্ঞাস;
ছেড়েছি সে সব আশ, পীরিতেরি যেই ফল॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

আর কি দিয়ে বল সখি! আমি তুষিব তাহারে
ধন মন দিয়ে শেষে, যৌবন দিলেম যাহারে॥
পর জনে প্রিয় জানি, প্রয়োজন তাহে মানি;
তবু না পারিলাম আমি, তারি মন বুঝিবারে॥

[নর্ত্তক, নর্ত্তকীর রঙ্গভূমী হইতে প্রস্থান

চারুমুখচিত্তহরা

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—নগরীয় রাজপথ।

[সেতা ও নেতার প্রবেশ।]

সতা। দেখ্, নেতা! আমি যেখানে যাই কলঙ্ক নিয়ে আসিনে, এই আমার প্রিতিজ্ঞে।

নতা! না না, তা হলে তো আমরা কলঙ্কী হবো।

সতা। আমি আছি তো বেশ আছি, কিন্তু যদি ঝগড়া পেলেম, তো ঝড়ের আগে দৌড়ই।

তা। আমারো তাই তাই।

তা। আজ ভোজবাড়ির এক বেটা নক্কার আমাকে বড় রাগিয়েছে। পুরুষ হউক, কি মেয়ে হউক, আজ ওদের যাকে পাবো দেখবো।

তা। কি রে! দাঁড়িয়ে দেখ্‌বি না কি? তাতেই তো বলি, যে তোর সাহস নাই। দুর্ব্বলেরাই দেয়াল ধরে সরে।

া। আহা! বেশ বল্‌চিস্। তাই তো বটে: এই জন্যেই তো মেয়েদের অবলা বলে, কেননা তারা দেয়ালের মধ্যেই থাকে। তবে, আজ ওদের পুরুষগুণোকে দেয়াল ছাড়া করে, মেয়েগুণোকে দেয়ালের ভিতর সাঁধ কর্ব্বো।

নেতা। বড়য় বড়য় বিরোধ হলেই, তাদের লোকে লোকে ঝগড়া হয়। মোদেরও তাই ভাই।

সেতা। তা তো আছেই রে; সে, এ কি কথা! কিন্তু ভাই নেতা! আমি যে কেমন দুরন্ত লোক, তা আজ দেখাব; আজ ওদের পুরুষগুণোকে মেরে, শেষে মেয়েগুণোর প্রতি নিঠুর হবো, তার পর তাদের মাথা কাটবো।

নেতা। কি বল্লি, মেয়েগুণোর মাথা কাটবি?

সেতা। হাঁ, যত কুমারিগুণোর মাথা কাটবো কি অক্ষত দণি বিক্ষত কর্ব্বো, এই বল্লেম! তোর যে ভাবে ইচ্ছে, সেই ভাবে নে।

নেতা। যাদের যেমন লাগবে, তারা সেই ভাবেই নেবে।

সেতা। যতক্ষণ আমার শক্তি থাকবে, ততক্ষণ ছাড়বো না! তারা আজ আমাকে বেশ জানতে পারবে। আমার যে মোটা-সোটা শরীরটি, তা তো সকলেই জানে।

নেতা। তুই যে নিরক্তে মাচ নোস্ সেই ভের; যদি তা হতিস্ তবে ভেদালে বেলে। আর ভাই সেতা! তোর হেতের খুলে রাখ, ঐ দেখ্ ভোজবাড়ির দুই জনা লোক এসে পড়্লো!

সেতা। মোর হেতের খোলাই আছে। তুই গিয়ে ঝগড়া কর, আমি তোর পেছনে আছি।

নেতা। কি! পিট্টান দিবি না কি?

সেতা। না রে তা নয়, পেছন্ থেকে তোকে সাহস দেবো। কিন্তু ওরা আগে আরম্ভ করে তো ভাল, তা হলেই আমরা একটু ছুতো পাই। আমি ব্যঙ্গ করি, তাতেই তারা চটুক।

[প্রিয়ম্বদ ও কতিপয় অস্ত্রধারির প্রবেশ।

প্রিয়। তোমরা আমাদের পানে চেয়ে মুখ ভেংচাও কেন? এ কি?

সেতা। তা কেন, আমরা আপনা-আপনি মুখ ভেংচাই। তোদের তা কি?

নেতা। তবে কি ঝাগড়া করবে না কি?

প্রিয়। তা কেন কর্‌বো? আমরা তেমন নই।

সেতা। করবে, কর; আমরাও প্রস্তুত আছি। আমরাও বড় ঘরের লোক।

প্রিয়। কি! আমাদের মতন? ইস্‌!

নেতা। ভাল; তা দেখা যাবে।

সেতা। বলুনা কেন, যে বড় নয় কেন? এই দেখ্‌, আমাদের প্রভুর এক জন অন্তরঙ্গ এসে পড়লো।

নেতা। বড় নয় কেন? বড় তো বটেই।

প্রিয়। তোরা মিছে জাঁক করিস্‌নে; ছোট লোক।

সেতা। কি! এত বড় কথা; নেতা! বেটাদের লঙ্গে দে।

[কিঙ্করে কিঙ্করে সংগ্রাম হয়।

[কীর্ত্তিকেশরি ও অনুকূলের প্রবেশ।]

কীর্ত্তি। এ সব কি রে? ছাড়্‌ বেটারা ছাড়্‌।

[নিরস্ত হয়েন।

অনু। হাঁ রে, সেতা! তোরা এ অসৎ বেটাদের সঙ্গে কেন, বল তো? দেখ, কীর্ত্তিকেশরি! যদি তুমি আপনার ভাল চাও, তবে আস্তে আস্তে ঘরে যাও: নচেৎ তোমার দিন ঘুনিয়েছে, এই বল্লেম!

কীর্ত্তি। আমার দ্বন্দ্ব করবার মানস নয়, তবু যে এমন কথা কয়,

আমি তার মাথা লই। অনুকূল! এত বেড়ো না বল্‌চি।

অনু। যে কাপুরুষ, সেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হতে বলে। তীক্ষ্ণ অসি খোলা, তবু থাম্‌বো! তোমাকে ধিক্, তোমার ভোজ-বংশকেও ধিক্।

কীর্ত্তি। কি! তোর এত বড় যোগ্যতা?

[উভয়ে যুদ্ধ করেন এবং দুই দলে ঝাপাঝাপি ও রক্তপাত।

[কতিপয় অস্ত্রধারিসহ ভোজপ্রধান ও সিন্ধুপ্রধানের প্রবেশ।]

(মার মার শব্দ।)

সিন্ধু। (সক্রোধে) কিসের গোল রে? আমার খাঁড়া দে। শীগ্‌গির খাঁড়াখানা দে বেটারা। দেখ, মহীশূর! যদি তুমি আপনার ভাল চাও, তবে আমার এই তীক্ষ্ণ অসিকে নমস্কার করে, ঘরে যাও; নচেৎ নিশ্চয় যমালয়ে যাবে।

ভোজ। দূর নরাধম সৈন্ধব! আমি কি তোর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বো মনে করিস্? আমি চল্লেম।

[রাজা বীরকিশোর ও দণ্ডনায়ক প্রভৃতির প্রবেশ।]

রাজা। এই প্রজাগণ কি বিদ্রোহী! এরা কখনই আমাকে কুশলে বাস করিতে দিবেক না। ইহারা সগ্রামস্থ স্বজাতি ধ্বংশ করিয়া, কেবল নিষ্কলঙ্কিনী অসিকে শোণিতাক্তা করিতেছে। ইহারা মনুষ্য কি পশু, তাহা বুঝা যায় না;

বরং যে রাগান্ধ পশু তাহাই বিবেচনা হয়। কেননা, তাহারা নররক্তপাত করিয়াই আপনাদের কোপানল নির্ব্বাণ করিতেছে। যাহা হউক, সিন্ধু ও ভোজপ্রধান! তোমরা সম্প্রতি আমার যে আদেশ হইতেছে, তাহাতে মনোযোগ কর। তোমরা এইক্ষণেই নিরস্ত্র হইয়া সেই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ভূতলে ত্যাগ কর। তোমরা সামান্য কথায় কথায় আপনাআপনি কলহ করিয়া, সম্প্রতি বার-ম্বার নগরীয় রাজপথে বিগ্রহ উপস্থিত করিয়া, নির্ব্বি-রোধী প্রজাগণের কষ্টদাতা হইয়া, নগরের অনিষ্টার্থী হইয়াছ। যদি পুনর্ব্বার এইরূপ কর, তবে সেই অকু-শল করণজন্য তোমাদের নিশ্চয় প্রাণদণ্ড করা যাইবেক। অতএব উভয়প্রধান ব্যতীত সম্প্রতি আর আর সকলে এই দণ্ডে প্রস্থান কর, নচেৎ মশানে প্রেরণ করা যাই-বেক। দণ্ডনায়ক! সিন্ধুপ্রধানকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল। ভোজপ্রধান অপরাহ্নে সাধারণ বিচারস্থলে উপ স্থিত হউক, এই আমার আজ্ঞা। তদনন্তর উক্ত উভয় প্রধানের প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পশ্চাৎ তথায় প্রকাশ করিব।

দণ্ড। যে আজ্ঞা মহারাজ, যেমন অভিপ্রায়।

[রাজা, দণ্ডনায়ক, সিন্ধুপ্রধান ও নগরস্থ লোকের প্রস্থান]

ভোজ। ভাল, কীর্ত্তিকেশরি! আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করি, এই পুরাতন দ্বন্দ্বের কথা আবার এখন কিরূপে উঠলো? তুমি এর কি জান, তা বল।

কীর্ত্তি। আমি এসে দেখ্‌লেম যে, উভয় বাটীর কিঙ্করেরা পর-স্পর সমরে প্রবৃত্ত; তার পর আমি মধ্যবর্ত্তী হইয়া,

তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিলাম। এমন সময় সেই দ্বন্দ্বপ্রিয় দুরন্ত অনুকূল আসিয়া আমাকে অস্ত্র দেখাইয়া, অনেক আস্ফালন করিয়া স্বীয় মুক্তে অসি আকাশমণ্ডলে ঘুরাইতে লাগিল। পরে দুই দল ক্রমে ক্রমে প্রবল হইবায় হানাহানি আরম্ভ হইল, এমন সময়ে রাজা স্বয়ং আসিয়া সংহার নিবারণ করতঃ, রাজবলে দুই দলকে বিচ্ছেদ করিলেন।

ভোজ। যাহা হউক, রাজা অতিশয় রোষযুক্ত হইয়াছেন, আমাকে যেতে হবে; এ এক দায় উপস্থিত।

[চেড়িগণ সহিত ভোজমহিষীর প্রবেশ।]

কহ, মহিষি! এখানে কেন? এ ঘোর বিরোধের স্থল, তাতে চারি দিগে শত্রুদল প্রবল। তুমি স্ত্রীলোক, ঘরে যাও; রৌদ্রের উত্তাপে তোমার মুখখানি শুষ্ক হইয়াছে।

মহিষী। না, আমি অন্তঃপুরে ছিলাম। দাসিরা কহিল, ঠাকুরাণ্ গো আমাদের দুই দলে বড় হানাহানি হইতেছে, কিন্তু তোমার চারুমুখ তথায় নাই। এই কথা শুনে আমার মুখ শুখিয়ে গেলো ও ভয়ে বুক দুড় দুড় কর্ত্তে লাগলো। কীর্ত্তি! তুমি কুশল কহ, আমার চারুমুখ কোথায়? সে যে বিরোধের সময়ে এখানে ছিল না-এতেই আমার রক্ষে। সে বড় দুরন্ত ছেলে।

কীর্ত্তি। না, তা ছিল না; কিন্তু এখন কোথা, তা বল্‌তে পারি না। আজি অতি প্রত্যূষে আমি বায়ুসেবন করিতে বাহিরে গিয়ে দেখি যে, তোমার চারুমুখ সিন্ধুভবনের পাশে চিত্তহরার কুঞ্জবনে ভ্রমণ করিতেছে; অন্তর

হইতে আমাকে দেখিয়া অন্তরে কি ভাবিয়া গহন বনে প্রবেশ করিল। আমি ভাবিলাম যে, নির্জ্জনে তার কোন প্রয়োজন থাকিবেক, সেজন্যে আমি তার নিকটে আর গেলেম না, এবং সেও আমাকে দেখে অদৃশ্য হলো।

তোজ। মহিষি! আমিও কত দিন অতি প্রত্যুষে চারুমুখকে এইরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, সর্ব্বদাই তার অশ্রুপূর্ণ নয়ন ও কখন কখন চক্ষের জলে ভাসিয়া, পতিত নয়ন বারিতে প্রাতের শিশিরের পুষ্টি বৃদ্ধি করিয়াছে এবং ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিবায় সেই বাষ্পে যেন মেঘমালার সৃজন হইয়াছে। এ কি, তা বলা যায় না। তার পর, কিঞ্চিৎ ক্ষণ এইরূপ থেকে যখন দেখে যে, পূর্ব্বদিগে প্রভাতের আভায় নিশির অসিতবর্ণ চন্দ্রাতপ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া দিনমণির উদয় হইল, তখন বিমর্ষযুক্ত সংগোপনে স্বগৃহে প্রবেশিয়া দ্বারবদ্ধ করিয়া, দিবাকরের কিরণের অবরোধ করতঃ কৃত্রিম যামিনী সৃজিয়া, অতি বিরলে দিন যাপন করে। তাহার এইরূপ ভাব আমি একটা অলক্ষণ বিবেচনা করি। তবে যদি সুসময়ে কেহ তাহাকে সুবুদ্ধি দিয়া ইহা হইতে বিরত করিতে পারে, তবেই ভাল দেখি: নচেৎ কপালে কি আছে, তা বলা যায় না।

কীর্ত্তি। আপনি এর কিছু বুঝেছেন?

তোজ। না; আমি ভেবে ভেবে এর কিছুই ভাব পাই নে। বরং স্বতঃ পরতঃ বোঝ্‌বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই টের পাওয়া যায় নাই। চারুমুখ আপনার বুদ্ধিদাতা আপনিই, কেউ তার মনের কথা জানতে পারে না। যাহা

হউক, আমার বোধ হয় যে, বালকটী বুঝি নষ্ট হলো। যেমন কুটিল-কীটভুক্ত কুসুমকলি বিকসিত হইবার আগে সুবাস ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে না করিতে বিনষ্ট হয়, সেই মত বুঝি চারুমুখও প্রফুল্ল হইবার আগে ছুরিত হইবে। তার এই বিষাদ কিসে জন্মিল, আমার জানতে বাসনা হয়, যে অগৌণে তার ঔষধ করিতে পারি।

কীর্ত্তি। এই দেখুন, চারুমুখ আস্‌ছে ; যেন অতি বিমর্ষের ন্যায়। আপনারা এই বেলা অন্তর হউন। তার মনোদুঃখ কি, তা আমি জানচি। কিন্তু সে যে বল্‌বে এমন পাত্রটি নয়।

ভোজ। আমার বোধ হয়, তুমিই তার মনের কথা জান্‌তে পারবে। আমরা চল্লেম।—মহিষি! তবে এখন এসো, আমরা যাই।

[ভোজপ্রধান ও মহিষির প্রস্থান।

কীর্ত্তি। কও, ভাই চারুমুখ! কোথা থেকে এলে ?

[চারুমুখের প্রবেশ।]

চারু। কর্ম্মসূত্রে যেখানে টেনে ছিল। এখনও কি প্রাতঃকাল না কি ? বেলা কত হয়েছে ?

কীর্ত্তি। প্রায় এক প্রহর।

চারু। এখনও এক প্রহর ? এ কি ! দুঃখের দিনের বেলা বুঝি বাড়্‌তেই থাকে ? তাই ত দেখ্‌চি।

কীর্ত্তি। কোন্ দুঃখে তোমার বেলা বাড়্‌লো ?

চারু। ভাই! মনেতে সুখটি থাক্‌লে, আমোদ প্রমোদে যেমন বড় বেলাও খাটো বোধ হয়। সেই সুখে বঞ্চিৎ হওয়াতেই আমার এমন্‌টা বোধ হচ্চে।

কীর্ত্তি। তবে বুঝি কারো প্রেমে পড়েছ ?

চারু। যাকে ভালবাসি, তার ভালবাসা বুঝিনে।

কীর্ত্তি। ভাই! পীরিতি, শুন্‌তে সরল; কিন্তু অন্তরে গরল জান্‌বে।

চারু। দেখ, নয়নবিহীন প্রেম হীন দৃষ্টি হইয়াও, আপনার পথ দেখিয়া আপনার কার্য্য সাধন করে। কি আশ্চর্য্য! এখানে রক্তপাৎ কিসের দেখি? বল্‌তে হবে না, আমি সকলি জেনেছি। আমার এক দিগে প্রণয়, আর দিগে প্রলয়। শত্রুকুলে মিত্র, বহ্নিতে শীতল, গরলে অমৃত ও হরিষে বিষাদ; এ বড় প্রমাদের কথা। কিন্তু বোধ হয়, তুমি শুনে হাস্‌বে।

কীর্ত্তি। না ভাই, তোমার কথা শুনে আমার বরং দুঃখুই হলো।

চারু। তোমার দুঃখু কিসে হলো?

কীর্ত্তি। তোমার প্রিয়সীর নির্দয়তা জন্যে, তোমার অন্তরের ক্লেশের কথা শুনেই আমার খেদ জন্মিল।

চারু। প্রেমের তো পদ্ধতিই এই: তাতে আবার তুমি খেদ করে কেন আমার দেহ ছেদ কর। প্রেমাসক্তের অন্তর হইতে যে দীর্ঘ শ্বাস বহে, সেই ধূমকেই প্রেম বলিলে হয়। তাহা পরিচ্ছন্ন হইলেই তাহাদের নয়নে প্রেমানল দীপ্তমান্ দেখ; আর সেই ধূম নিষ্পীড়িত হইলে নয়নে বারি সৃজন করিয়া, অশ্রুরূপে সাগরের পুষ্টিবৃদ্ধি করে। ইহার দ্বিতীয়ার্থ এই যে, প্রেম ক্ষিপ্ততাবিশেষ, অথচ বিবেচনাবিশিষ্ট। কটুতায় বুঝি কালকুটের সমান হইবে, অথচ মিষ্টতায় প্রাণ রক্ষা করে। যাহা হউক, তবে আমি চল্লেম।

কীর্ত্তি। না, একটু থাক, একত্রে যাব। ভাই চারুমুখ! আমাকে ফেলে যাওয়া ভাল হয় না, বুঝে দেখ।

চারু। আমি নিজেই আত্মহারা হয়েছি ; বুঝি আমাতে আমি নই ; চারুমুখ এখানে, কি, তার মন সেখানে ; তা কে জানে।

কীর্ত্তি। তুমি কোন্ কামিনীর কটাক্ষশরে বিদ্ধ হইয়াছ ? তাহা আমাকে বল। বরং যদি অনায়াসে না পার, তবে খেদপূর্ব্বক কহ।

চারু। কি খেদ করবো ? "দহিলে,—দহিলে—" এই বল্‌বো না কি ?

কীর্ত্তি। না, তা কেন ; বিলাপ না কোরে বল ; বরং তা বল্‌তে যদি কিছু মনোদুঃখ হয়, হউক।

চারু। তবে সার কথা বলি শুন ; কোন তরুণ তরুণীই আমার মনোগতা ; সে পরমরূপসী অনূঢ়া। দেখ, সেই লাবণ্যবতী, যাহার শ্রীঅঙ্গের কিরণ মরীচীমালিকে অপ্রতীভ করিয়া যুবরাজগণের আকিঞ্চন বৃদ্ধি করিয়াছে এবং যাহাকে আমি হৃৎ-প্রতিমা করিয়াছি, সেই প্রেমদা ক্ষণপ্রভার ন্যায় আমাকে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়া নিজ নীলনয়নের কটাক্ষস্বরূপ সম্মোহনের প্রত্যক্ষ শরে আমাকে বিন্ধিয়া জর জর করিয়াছে।

পদ।

কাঞ্চন জিনিয়া কান্তি, কিরণের মালা
বুদ্ধিমতি সতীরূপা, সেই নববালা ॥
অতনুর পুষ্পধনু, গণনা না করে।
পবিত্রমতিতে মাত্র, স্মরশরে তরে ॥
মুনিমনোলোভা, বক্ষে মণি অগণন।
ফনিমণি নাহি গণি, ধনেশের ধন ॥

নয়নে হেরিল যেই, রতনকিরণী
চক্ষের পতন, তবু নহে বিস্মরণ ॥
কেমনে ভুলিব, সেই কমনীয়া নারী।
শয়নে স্বপনে, আমি চিন্তা করি তারি ॥

কীর্ত্তি। উপায়ে না হয় সিদ্ধ, নাহিক এমন।
যতন করহ, যদি না হয় পতন ॥

[প্রস্থান।

চারুমুখচিত্তহরা।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—নগরীয় রাজপথ।

[সিন্ধুপ্রধান ও সম্মোহনের প্রবেশ।]

সম্মো। ——হাঁ! তখন যে কথা নিবেদন কর্‌ছিলেম; সে দিনের গোলযোগের ব্যাপার, বিচারে কিরূপ সমাধা হইল?

সিন্ধু। সে বিষয় এই হলো, যে, আমাদের উভয় প্রধানকেই এই অঙ্গীকারে স্বাক্ষর কর্‌তে হলো, যদি আমরা পুনর্ব্বার এইরূপে শান্তিভঙ্গ করি, তবে শাস্তির যোগ্য হইব। কি করা যায়; ফলতঃ, এক্ষণে আমাদের প্রাচীনা বয়সে এমনটা করা, সেও ভাল দেখায় না। যা হবার তা হয়ে গেছে।

সম্মো। আপনারা যেমন প্রধান লোক, রাজাও তদনুরূপ সম্মান রক্ষা করেছেন, নচেৎ অন্য অন্য হইলে কঠিন দণ্ড হওনের আটক ছিল না; কিন্তু আপনাদের এমত বহিরঙ্গতা যে এ কাল পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে, এও একটা বড় আক্ষেপের বিষয় এবং শ্রুতকটু।

সিন্ধু। তার সন্দেহ কি।

সম্মো। (সলজ্জরূপে) আর একটা নিবেদন এই যে, আমার প্রস্তাবিত বিবাহের বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা স্থির হলো?

সিন্ধু। তা তো আমি পূর্ব্বেই তোমাকে একবার বলেছি, আমার কন্যাটী অদ্যাপি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা নহে; সংসার-

নিতান্ত অপরিচিতা। আর দুই বসন্তঋতু পরিভ্রমণ করিলে শুভবিবাহের কথা স্থির করা যাইবে।

সম্মো। কিন্তু, তা হতেও অল্পবয়স্কা দুহিতারা ঈশ্বরেচ্ছায় মাতা হয়েছেন।

সিন্ধু। তা হতে পারে; কিন্তু বিধাতাও এমত দুহিতাগণকে প্রায় ত্বরায় বিমাতা করেন। অল্প বয়সে দেহের ক্ষয় প্রায় দীর্ঘজীবির লক্ষণ নহে। ভগবান্ আমাদিগকে যে কয়েকটী সন্তান সন্ততি দিয়াছিলেন, তারা সকলেই কালের গ্রাসগ্রস্ত হয়েছে। শেষ কেবল এই অনন্যা কন্যাটী মহীতলে মা বলিতে আছে। তার নাম চিত্ত-হরা, সে আমাদের চিত্তের পুত্তলি বলিলেও হয়। আর বিধি যেমন নির্জ্জনে বসে তূলি দিয়া তাহাকে নির্ম্মাণ করেছেন, তেমনি আমাদেরও ইচ্ছা যে, তারি মত পাত্র দেখিয়া তাহাকে দান করা যায়। তুমি সর্ব্ব প্রকারেই চিত্তহরার বরযোগ্য বট; কিন্তু তনয়ার তোমাতে মন আছে কি না, তাহা জানা যায় নাই। যদি তোমাতে তাহার মন হইয়া থাকে, তবে আমারও সম্মতি আছে

পদ।

কন্যার হইলে মন, মোর মন বটে।
এমতে জানিবে পুত্র, পরিণয় ঘটে॥
যামিনী-যাপন আজি, উৎসব বিস্তর।
নিজ নিকেতনে, আমন্ত্রিত বহুতর॥
তব আগমনে, আরো আনন্দ অপার।
আত্মীয় অমাত্য, অন্তরঙ্গ অনিবার॥
নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ, কমনীয় স্বরে।
করিবে অপূর্ব্ব গাণ, যাহে মন হরে॥

কামিনীকলাপকুল, কমনীয় বেশে।
মনোলোভা শোভা যাহে, সভার বিশেষে॥
নবোঢ়া অনূঢ়া ঊঢ়া, আসিবে প্রচুর।
কমল-কোরক চক্ষু, চাচর চিকুর॥
অঙ্গে আভরণ জ্বলে, তড়িতের মালা।
জড়িত মুকুতাবলি, যত কুলবালা॥
কন্যা চিত্তহরা তাহে, সবার প্রধানা।
মণিময় বেণী যার, শীঘ্র যায় জানা॥
তারাগণ মধ্যে, যথা শশিপৌর্ণমাসী।
কিরণে করেছে নাশ, তিমিরের রাশি॥

[অনেক ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। নিমন্ত্রণ-পত্র দিবার আজ্ঞে হয়েছিল, সেই জন্যে এলেম।

সিন্ধু। এই লও। (লিপি অর্পণ করেন) আর মুখেও বল্‌বে যে, সকলে কৃপা করে আজ রাত্রে আমার বাটীতে এসে গীত বাদ্য শ্রবণ ও ভোজন করেন।

[সিন্ধুভূপাল ও মনোমোহনের প্রস্থান।

ভৃত্য। (লিপি পাঠ করিতে উদ্যম করে) চিঠিতে যে কি লিখেছে মাথামুণ্ডু, তা কিছুই পড়া যায় না। ভাল বিপত্তি! কথায় তো বল্লে ঠিকানা করে নিস্। আমি কোথা কার ঠিকানা কর্ব্বো? আর দেখ্‌ছি যে এ কুঁচো নৈবিদ্দি, এর ভিতর তেত্রিশ কোটি সব আছেন। একবার ভাল করে পড়িই না কেন, (পুনর্দৃষ্টি করিয়া) প্রথমে লিখেছে মু-মু-মু-, তার পর রিল্লি; অর্থাৎ কি না সিক্‌চিল্লি। ও বাবা,—একি! সিক্‌চিল্লিকে নিমন্ত্রণ

কেন ? না, তা হবে না ; দূর হোক্, কোন্ বেটা সিক্‌চিল্লি এসে যুট্‌বে, আমি গালি খেয়ে মর্‌বো। কাকুই দিয়ে পড়াই ;

[চারুমুখ ও কীর্ত্তিকেশরির প্রবেশ।]

মশাই গো ! আপনারা এই চিঠি খানা পড়ে দেবেন ?

চারু। নিয়ে আয়। কোথাকার পত্র ?

ভৃত্য। আগে পড়ুন, তার পর বল্‌বো।

চারু। এতে কেবল কতকগুলিন্ নাম লেখা আছে ; আর তো কিছুই নাই ; অর্থাৎ বিচিত্রানন্দ বাহুবল, তস্য পত্নী ও পরিবার ; বিক্রম বিশারদ ও তস্য দুহিতা ; জগন্নাথ শঙ্করাচার্য্য, তস্য দুহিতা ও দৌহিত্রিগণ ; রামকৃষ্ণ বিশারদ ও তস্য পরিজন ; রামানুজ বিপ্রপ্রিয়, তস্য পত্নী ও ভগ্নিগণ ; দাক্ষায়নী, দময়ন্তী, মহিষী, কৃষ্ণকিশোরী, বিদ্যাধরী, স্বর্ণরেখা ; চিত্ররথ শাস্ত্রী ও তস্য যুগল বনিতা অমলা ও কমলা ; ইত্যাদি অনেক। এদের কোথা কিসের নিমন্ত্রণ শুনি ?

ভৃত্য। সিকুভবনে।

চারু। সেখানে আজ রেতে কি ?

ভৃত্য। বড় নাচ গান হবে এবং ভোজনেরও আয়োজন আছে। যদি আপনারা ভোজবাটীর কেউ না হন, তবে আপনারাও যেতে পারেন। বলা রইলো।

[ভৃত্যের প্রস্থান

চারু। এই এক বেশ সুযোগ বটে।

কীর্ত্তি। তবে চল ; আমরা ছদ্মবেশে গিয়া দেখি, কেমন সমারোহ হয়। তুমি পূর্ব্বে এক দিন আমাকে বলেছিলে যে,

তুমি স্বর্ণরেখাকে দেখিয়াছ, তাহার মত লাবণ্যবতী নারি বুঝি এই কর্ণাট নগরে দুর্ল্লভ; কিন্তু যদি চক্ষের সার্থক করিতে বাসনা থাকে, তবে এক বার সিন্ধুভবনে গিয়া দেখ যে, রূপসী কাহাকে বলে। বুঝি এমন রূপ আর চর্ম্মচক্ষে কেহ দেখে নাই ও তাহা চরাচরেরও অগোচর হইবে।

চারু। এর বিচিত্র কি আছে। কেননা শুনা গিয়াছে যে, সিন্ধু-সুতারা রূপে গুণে অনুপমা, তথাচ বুঝি আমার লক্ষিতা সব নারির ন্যায় সুরূপা ও সম্মোহিনী নারি আর মহী-মণ্ডলে নাই। বোধ হয় যে, বিধি তাহাকে নির্জ্জনে বসিয়া গড়িয়া, আপনার আশ্চর্য্য নির্ম্মাণশক্তি দর্শাইয়া-ছেন। (নিঃশব্দে) যা দেখেছি, তা আমার অন্তরে জাগছে।—আহা !!!

কীর্ত্তি। যদি অন্য সুরূপা রমণীর সঙ্গে একাসনে মিল করিয়া দেখিতে, তা হলে বোধ হয় তাহার এত ব্যাখ্যা করিতে না। নিজ চক্ষে মাত্র তাহাকে দেখিয়া, তাহারি সহিত তাহারি উপমা দিয়া, তাহাকে অনুপমা সম্মোহিনী নারি জ্ঞান করিয়াছ। চল, অদ্যকার ভোজে গিয়া আমি যে লাবণ্যবতী কন্যাকে দেখাইব, তাহাকে নিরপেক্ষ চক্ষে তোমার বর্ণিতা বালার সঙ্গে তুলনা করিলেই দেখিবে যে, যাহাকে এখন পরম রূপসী বলিয়া কহিতেছ, সে সুরূপার মধ্যে গণ্যাই নহে।

চারু।　　এমন না হবে বুঝি, চল হেরি গিয়া।
　　তাহারি লাবণ্যে মাত্র, হর্ষ মোর হিয়া॥

[প্রস্থান।

চারুমুখচিত্তহরা।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—সিন্ধুভবন।

[সিন্ধুমহিষী ও মুক্তি দাসির প্রবেশ।]

মহিষী। হাঁলো মুক্তি! মেয়ে কোথা? তাকে ডেকে দে।

মুক্তি। মা ঠাকুরাণ্! কোন্ যুগ থেকে আমি তাকে ডাকাডাকি কর্‌চি, না এলে কি কর্ব্বো। ওগো চিত্তহরা!—কোথা গো মেয়ে?—ওগো সোণামণি!—হা কপাল! মেয়ে কোথা গেল? চিত্তহারে!—ভাল মেয়ে রে!

[চিত্তহরা ও চন্দ্রমালার প্রবেশ।]

চিত্ত। হাঁলো মুক্তি! আমাকে কে ডাক্‌ছে?

মুক্তি। তোমার মা ডাক্‌ছেন, আর কে? কোথা ছিলে? ডেকে ডেকে আমার গলা গেল যে।

চিত্ত। মা! কেন ডাক্‌চো গা?

মহিষী। শোন বলি; একটা কথা আছে, তারি জন্যে ডাক্‌চি। মুক্তি! তুই একটু আড়ালে যা, আমরা বিরলে একটা পরামর্শ কর্‌বো। না না, তুই থাক্, যে কথা হয় তুই শোন্। তুই তো দেখ্‌ছিস্ মুক্তি, যে, মেয়ে আমার সোমত্ত হোয়ে উঠ্‌লো।

মুক্তি। হাঁ, তা তো দেখ্‌চিই গো। আমি এর বয়সের দণ্ড পল ধরে বলে দিতে পারি, আমার সব মুখের উপর।

মহিষী। আমার মনে হয়, এখনও চোদ্দ বছরে পড়েনি। কেমন, নয়?

মুক্তি। আমার চোদ্দটী দাঁত ফেলে দেবো, এ যদি চোদ্দ বছরে পড়ে থাকে। তবু আমার চারটী বই দাঁত নাই; এখন বয়স হয়েছে। আচ্ছা, বল দেখি; দীপান্বিতা হতে আর ক দিন বাকী আছে?

মহিষী। কেন? তার তো দুই সপ্তাহ, আর কটা ভাঙ্গা দিন আছে।

মুক্তি। সমান হোক্, কি ভাঙ্গা হোক্, বছরের মধ্যে যে দিনে দীপান্বিতা হয়, সে রেতে পড়বেই পড়বে। তবে সেই দীপান্বিতার রেতে তোমার মেয়ে চোদ্দয় পড়বে। শশি আর চিত্তহরা, দুইই এক বয়সী ছিল; তার মধ্যে শশি আমার গত হয়েছে। আহা! ঈশ্বর তার পরকালে ভাল কর্‌বেন। তেমন ভাল ছেলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে বাঁচ্‌বে কেন!—হাঁ, যে কথা বল্‌ছিলেম; সেই দীপান্বিতার রেতে চিত্তহরা চোদ্দ বছরে প্রবর্ত্ত হবে, এ আমার বেশ মনে হচ্চে। আর যে বছর বড় ভূমীকম্প হয়েছিল, সে আজ এগার বছর হলো; সেই সময় ইহাকে মাই ছাড়ান গেল। বছরের সব থেকে সেই দিনটী আমার আরো বেশ মনে পড়বে; কেননা, সেই দিনে আমার স্তনমূলে সোমরাজ বেটে দিয়ে, রোদে বসে ছিলেম। আপনারা স্ত্রী পুরুষে তখন মহীশূর দেশে ছিলেন। আমার স্মরণটা ভাল, এ জন্যেই সব কথা মনে হচ্চে।—হাঁ! তার পর যে কথা বল্‌ছিলেম; স্তনমূলে সোম-

রাজ বেটে দিয়ে বসেছিলেম, এমন সময় মেয়ে এসে সেই তিক্তরস টেনে মুকে খামা শিকট্ বিকট্ করে, অম্‌নি ছেড়ে দিয়েছে। তখন তার একটু আগেই কে যেন বল্লে, "ছাড়িয়ে নে" আমি যেন বল্লেম, "আবিশ্যক নাই" তখনি মেয়ে মাই ছাড়লে। সে দিন থেকে আজ এই এগার বছর হলো। তখন এ, বেশ ডাঁড়াতে পার্‌তো, বরং আস্তে আস্তে ছুটেও যেতে পার্‌তো; কিন্তু তার এক দিন আগেই মুখ-থুবড়ে পড়ে কপাল খান ফুলিয়ে ছিল। তখন আমাদের তিনি যেন হাত ধরে তুলে হাস্‌তে হাস্‌তে এই কথাটী বল্লেন, —আমার বেশ মনে হচ্চে। আহা! সে লোকটী বড় রসিক ছিলেন, এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় স্বর্গে গেছেন। তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে যেন বল্লেন, "চিতু! এখন তুমি উপুড় হয়ে পড়চো, এর পর সেয়ানা হলে চিৎ হয়ে পড়বে; কেমন, বটে কি না?" তখন মেয়ে কাঁদ্দে কাঁদ্দে বল্‌চে "হাঁ, তা পড়বো।" তখনকার সেই পরিহাসের কথাটা, এখন সত্তি সত্তি কেমন হয়, তা-বেনে দেখা যাক্। যদি আমি আরো এক যুগ বেঁচে থাকি, তবু সে কথাটী ভুল্‌বো না; অর্থাৎ "কেমন চিতু! চিৎ হয়ে পড়বে কি না বল তো?" মেয়ে অম্‌নি কান্না থেমে বল্‌চে "হাঁ, পড়বো"।

মহিষী। মুক্তি! তুই চুপ্ কর্, আর বকিস্‌নে।

মুক্তি। তা যেন চুপ্ কল্লেম; কিন্তু সেই কথাটিতেই আমার বড় হাসি পাচ্চে। এ দিকে কাঁদ্‌চে, আবার সেই সময় মুখেও বল্‌চে "হাঁ পড়বো" অথচ আছাড় খেয়ে কপাল খানাও ফুলেচে এবং শক্ত বাজাতে কাঁদ্‌চেও বটে। আমাদের তিনি জিজ্ঞেস্ কল্লেন, "কেমন চিতু! এখন

উপুড় হয়ে পড়্চো, এর পর সেয়ানা হলে চিৎ হয়ে পড়্বে ; বটে কি না ?” মেয়ে অমনি কান্না থেমেই বল্চে, “হাঁ, পড়্বো ।”

চিত্ত। (সস্মিতা) মুক্তি ! বলি, তুই এখন থাম্ তো। মুখে আগুন, নির্লজ্জ মাগী !

চন্দ্র। বুড়ো হয়ে বুঝি তোর বাওয়াত্তুরে হয়েছে ?

মুক্তি। হাঁ, তা থামলেম্। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ! তোর ভাল হোক্। তোর মতন এমন ছেলেকে বুঝি এই কর্ণাট্ নগরে আর কাকেও মানুষ করি নাই ; এখন যদি তোর বিয়েটা দেখে মর্তে পারি, তবেই আমার সব সাথক্ হয়।

মহিষী। ওলো ! সেই বিয়ের কথা কবার জন্যেই তো আমার এখানে আসা। তবে বল দেখি চিত্তহরে ! তোমার বিয়ে কর্তে মন হয়েছে কি না ?

চিত্ত। মা ! আমি স্বপ্নেও তো এ কথা জানিনে।

মুক্তি। আ মরি ! স্বপ্নেও জানেন না। যদি আমি তোকে লালন পালন না কর্তেম, তবু যা হোক্ ; কিন্তু যখন তোকে আমিই মানুষ করেছি, তখন আমিই বেশ বল্তে পারি যে, তোর স্তনের উপক্রম হতেই, তোর জ্ঞান হয়েছে ।

মহিষী। তনয়ে ! বিবেচনা কর, এই কর্ণাট নগরে তোমার বয়স্থা বালিকারা—যারা তোমার সঙ্গে খেলা-ধুলো করেছে, তারা এখন স্বামির ঘর কর্চে ও শত্রুমুখে ছাই দিয়ে তাদের এখন কোলে পিঠে হয়েছে। আর তোমার বয়সে আমিই যে তোমাকে প্রসব করেছি। কথা এই যে, কুমার সম্মোহনের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে। বল কি, তা বল ? কেমন ! মনে ধরে ?

সুক্তি। আহা, কি চমৎকার রূপ মা! দেখ্‌লে চোকের পাপ পলায়। এমন্‌টী না কি আর খুঁজে মেলে! যেন মোমের পুলতুটী।

মহিষী। বুঝি বসন্তকালেও এমন একটী সুশ্রী ফুল কর্ণাট নগরের কুসুমবনে পাওয়া যায় না।

সুক্তি। তা তো বটেই। আহা, কেবল যেন ফুলটী! ছেলে তো নয় যেন কোকনদ!

চন্দ্র। ঘর বর, দুই তো ভাল; তবে এখন ভবিতব্য।

মহিষী। কহ, চিত্তহরে! তোমার মত কি? কুমার সম্মোহনকে তোমার মনে ধরে কি না? আজ রাত্রে আমাদের বাটীতে নৃত্য, গীত ও ভোজনের আমোদ প্রমোদ আছে; সম্মোহন এলে তুমি ভাল করে দেখো। তনয়ে! যদি তাহার সুচারু বদন ভালমতে একবার নিরীক্ষণ কর, তবেই বেশ্‌ দেখিবে যে, বিধি যেন লাবণ্যের তুলি দিয়া তাহার মুখ খানি আঁকিয়া, তাহা আনন্দ-সলিলে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহার সুরচিত সিতাঙ্গের প্রত্যঙ্গের কিরূপ মিলন ও পরস্পর একবাক্যরূপে কেমন শোভা দিতেছে, তাহাও সকলি বুঝিতে পারিবে। আর যদি কদাচিৎ তাহার বরাননের চারুপটে কোন কিছু অন্তঃপটে থাকে, তবে তাহা সেই সুকুমারের চারুচক্ষে সুপ্রকাশিত দেখিবে। তনয়ে! অদ্যাপি প্রেমপাশে অনাবদ্ধ সেই অমূল্য প্রেমময় পুঁথি স্বীয় আরো শোভা বৃদ্ধি হেতু, কেবল আবরণ মাত্রের অপেক্ষা করিতেছে। সুতে! বুঝিয়া দেখ, অতিশয় স্বচ্ছ সাগরনীরের অন্তরে মীনেরা বসতি করে, অথচ তাহাদিগকে কেহ দেখে না। তেমনি বাহিরের শুভ্রকান্তিতে যে জন অন্তর ঢাকিয়াছে,

তাহারি রূপ ধন্য। দেখ, খঞ্জনের চক্ষে সেই প্রেম নিলয় চিত্রপট, সেই যশ লাভ করিয়াছে। কেননা, তাহার অন্তরস্থ সুধাময় কাব্য, স্বীয় সুবর্ণ ভাঁজে আবৃত রাখিয়াছে; এ বড় আশ্চর্য্য! অতএব, সুতে! তুমি তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া, সেইরূপে তাহার যথাসর্ব্বস্বের অংশ গ্রহণ কর; তাহাতে তোমারো কিছু মাত্র হ্রাস হইবে না।

পদ্য।

জিনিয়া রতির পতি, মোহন মূরতি।
অতনুর তনু হেরি, বিস্ময়া সে সতী॥
আনন্দ-সলিলে ভাসে, বদন-কমল।
তাহে চারু চক্ষু, যেন খঞ্জন যুগল॥
অমৃত আধার, মুখে ক্ষরে বাক্য-সুধা।
কর্ণ পথে পান কর, দূর হবে ক্ষুধা॥
যদি মনে ধরে তারে, তোমারি হইবে।
তব অপরূপ রূপ, বিফল নহিবে॥

মুক্তি। কিছুমাত্র হ্রাস হবে না কি? বরং আরো বৃদ্ধি হবে। কেননা, লোকে বলে যে, পুরুষের পরশে নারিরা বাড়িয়া থাকে। সে কথা তো মিছে নয়। মা-ঠাকুরাণ্! বিয়ে হলে, এত দিনে তোমার মেয়ে ফুঁপিয়ে উঠ্‌তো।

মহিষী। তনয়ে! তোমার যা মনের কথা, তা বল; এখানে উপ্‌রি কেউ নাই।

চিত্ত। মা! আমি তাকে একবার ভাল করে চক্ষে দেখে, পরে বল্‌বো। (নিঃশব্দে)—

পদ্য।

আঁখির নিমেষে মাত্র, হেরিব আঁখিতে।

সেও মাত্র, জননীর বচন রাখিতে॥
প্রিয়জন বিনা কেন, কটাক্ষ করিব।
স্বনয়নে হেরি তারে, যাহারে বরিব॥

[কশ্চিৎ পরিচারকের প্রবেশ।]

পরি। ঠাকুরাণ্! ভোজনের আয়োজন হয়েচে, আপনি চলুন। নিমন্ত্রিতেরা সকলে এসেছেন। আর চিত্তহরাকেও ডাক্‌চেন। ওদিগে সকলি প্রস্তুত। মুক্তিকেও পাক্‌-শালে ডাকাডাকি কচ্চে। আমি আগে চল্লেম, আপনারা শীগ্‌ঘির আসুন।

মহিষী। তুই আগে যা, আমরা যাচ্চি। চিত্তহরে! তুমি আপন বেশ ভূষা করে চন্দ্রমালাকে সঙ্গে নিয়ে, শীগ্‌ঘির এসো। শুনেছি না কি সম্মোহনও এসেছে।

মুক্তি। আজি বুঝি সুপ্রভাত রজনী, হইল।
বিধির ইচ্ছায়, বর আসিয়া মিলিল॥

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

চারুমুখচিত্তহরা।

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—নগরীয় রাজপথ।

[চারুমুখ, কীর্ত্তিকেশরী, অনুপম ও ছদ্মবেশী ভৃত্যগণের প্রবেশ।]

কীর্ত্তি। ভাই চারুমুখ! আজি বড় বেশ ভূষা করেছ।

চারু। ভাল, আমাদের এই উপলক্ষে আসা, এই কথা বলা কি না? না কি কোন শিষ্টাচারিতা না করে এমনি থাকা সেই ভাল?

কীর্ত্তি। ভাই! সে শিষ্টাচারিতার সময় বয়ে গেছে, এখন লোহিতবর্ণ বসনে রতিপতির বরানন ঢাকিয়া এবং সন্ধান হেতু বিচিত্র কুসুম-শরাসন তাহার হাতে দেওয়া, কেবল কামিনিকুলের আতঙ্ক বৃদ্ধি করা মাত্র। তা আমরা কর্ব্বো না। তারা আমাদের যেরূপে দেখে দেখুক, কিন্তু আমরা তাদের পদে পদে লক্ষ্য কর্‌রো, তার পর প্রস্থান।

চারু। আমাকে একটা আলো দাও, আমি চল্লেম। এত ধীর হলে আমার কর্ম্ম চল্‌বে না; বিশেষে আমার ভার আছে, লঘু আলো অনাসে বহিব।

অনু। না ভাই চারুমুখ! আজি তোমার বড় সুচারু বেশ্ হয়েছে। এই বেশে নারিসমাজে নৃত্য করিলে বড়

শোভা হবে, আর কেউ চিন্‌বেও না। আজি তোমাকে নাচাবো।

চারু। না অনুপম! তা নয়; বরং তোমারি লঘু পা, এবং এ কর্ম্মের বেশ যোগ্য। আমি সীসে-ভারি ও পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ি।

অনু। তা কেন? তুমি প্রেমাসক্ত, ও সম্মোহনের পাখাযুক্ত পঞ্চ বাণ লইয়া ঊর্দ্ধে উঠ।

চারু। ভাই! সেই বাণে আমি নিজে এম্‌নি জর জর হয়েছি যে, সেই লঘু পাখায় ভর করিয়া উঠিতে আর আমার শক্তি নাই; কেননা, সেই পুষ্প-ধনু তাহার তীক্ষ্ণ বাণে বার-ম্বার বিন্ধিয়া আমাকে শর-শয্যাশায়ী করিয়াছে।

অনু। তবে তোমারি ভরে পীরিতি ভারগ্রস্থ, তাই বল। সে স্বভা-বতঃ কোমল; স্থতরাং ভার বহিতে ক্লেশ জ্ঞান করিবেক।

চারু। কি বল্‌চো! পীরিতি কোমল? তা কখনই নয়। বরং আমি বলি যে, এমন কঠিন, এমন নিষ্ঠুর ও এমন উগ্র আর নাই এবং অহরহ কেবল যেন কণ্টকের ন্যায় বিধিয়া থাকে।

অনু। যদি পীরিতি এত কঠিন, তবে তুমিও কেন তৎ প্রতি কঠিন না হও? ও কঠোরে কেন না তাহাকে জয় কর? যে যেমন, তাহার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার। যখন তো-মাকে বিন্ধিতে আইসে, তখন তুমিও তাহাকে ধৈর্য্য-বাণে বিন্ধিয়া তার বাণ বিফল কর। ভাই! তবে এখন আমি ছদ্মবেশ করি,—

(বেশ পরিবর্ত্তন করেন।)

দেখ, এখন কেমন দেখাচ্চে! কুরূপ বটে, কি না? অপূর্ব্ব দর্শনাভিলাষী চক্ষের এ বাসনা কেন?

চারু। এসো এসো ; আমাকে একটা আলো দেও, আর বিলম্ব করা নয়।

অনু। আলো তো জ্বল্‌চেই। বুঝি আমরা দিনমানকে আরো দীপ্যমান্ করিতেছি।

চারু। কেমন করে ?

অনু। আমার এ কথা বলার অভিপ্রায় এই যে, যেমন দিনমানে দীপ নিরর্থক হয়, তেমনি আলো জ্বালিয়া অনন্তর হওয়া কেবল তাহা অপচয় করা মাত্র। একথায় অনেক জ্ঞান আছে ; বুঝে দেখ।

চারু। এই যাত্রোৎসবে আমাদের যাওয়াতে কোন দুরাশয় নাই, কিন্তু যাওয়াটাই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

অনু। যুক্তিসিদ্ধ নয় কেন ?

চারু। আমি দুস্বপ্ন দেখেছি।

অনু। আমিও তো দেখেছি।

চারু। তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ ?

অনু। আমি এই দেখেছি যে, যাহারা স্বপ্ন দেখে, তাহারাই ভ্রমে পতিত হয়।

চারু। আমি দেখেছি যে, শয্যার উপর শয়নে থাকিয়া যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা বাস্তবিক বটে।

অনু। তবে অপ্সরীপ্রধানা নিদ্রাবস্থায় তোমাতে আবির্ভাব হয়ে থাক্‌বে, আর তুমি যেন আর আর অপ্সরীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, স্বর্গের সুখভোগ করিতেছ।

চারু। ভাই অনুপম ! তুমি কেবল অলীক কথারই ব্যাখ্যা করিতেছ, অতএব ক্ষান্ত হও।

অনু। এ যথার্থ বলেছ : কেননা, আমি কেবল স্বপ্নের কথা ব্যাখ্যা করিতেছি। আর স্বপ্নও অলীক বটে : কেননা,

মনের চিন্তা হইতেই তাহার জন্ম হয় এবং বায়ু যেমন অসার বস্তু, এও সেইরূপ বটে। আর সেই অস্থিরচিত্ত সমীরণ যেমন কখন কখন উত্তর হিমকটির হিমাঙ্গের স্পর্শনলাভ হেতু তথায় বাস করিয়া অকৃতার্থ হইয়া সক্রোধে শেষ শিশিরবর্ষিণী দাক্ষিণ্যার উপাসক হয়, চিন্তারও চঞ্চলা গতি সেই রূপ। অতএব স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাস কি।

কীর্ত্তি। পাছে সেই বায়ুতে লইয়া আমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ করে, এই ভয়। ভোজনের ব্যাপার সমাধা হলো, বোধ হয় আস্‌তে বিলম্ব হবে।

চারু। আমার বোধ হয় বড় শীগ্‌গির শেষ হবে. তারি অনেক লক্ষণ দেখা যাচ্চে। বুঝি গ্রহদেবতারা আজিকার রাত্রির যাত্রোৎসবকে উপলক্ষ করিয়া এই অবধি তাহাদের অশুভদৃষ্টি দ্বারা অরিষ্টফলদায়ক হইয়া কোন না কোন রূপে আমার অকালমৃত্যুর সংঘটনা করতঃ এই ছার জীবনের অবসান করিবেন; কিন্তু ভরসা আছে যে. ভগবান্, যিনি আমার দেহরূপা তরি ভব-সাগরে বাহিতেছেন, তিনিই তন্নৌকার পালি ধরিয়া নির্ব্বিঘ্নে তীরে উত্তীর্ণ করিবেন। আর সংসারের যাবদ্বস্তু. সকলি ভয়-কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত; তাহার সংশয় করিলে কোন কর্ম্ম হয় না। দেখ, অগাধ বারি সঞ্চার করিয়া, সাগরে ডুব দিয়া রত্ন তুলিতে হয় ও সাক্ষাৎ কালস্বরূপ কালসর্পের মাথা হইতে মাণিক পাওয়া যায়।— তবে চল কালবিলম্ব করা নয়।

কীর্ত্তি। আমরা প্রস্তুত আছি।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

ষষ্ঠম অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—সিংহভবন।

[গায়ক ও গায়িকাগণ এবং কতিপয় ভৃত্যের প্রবেশ।]

১ ভৃত্য। আরে, পরশা! কোথা রে? এ সকল নাড় দাড়। সভা সাজা। দেখ্‌ছিস্ কি?

২ ভৃত্য। তাই হচ্ছে হচ্ছে; এক জনের হাতে সব থাকাই দোষের কথা। তার হাত আড়াড় না থাক্‌লেই একেবারে সব স্থির।

১ ভৃত্য। মামা রামাদের ডাক্, এ সকল নেড়ে ফেল্‌ক। লোক জন এসে পড়্‌লো।

২ ভৃত্য। তুই ওখানে যা, এ দিকের আমি করি। সেখানে তোকে ডাকাডাকি কচ্চে।

৩ ভৃত্য। আমাদের ও হয়েছে, এসো ভাই! তবে এখন আমাদের ভৃত্যের দল পেছনে যাই।

[অন্তঃপটে অন্তর্দ্ধান।

[সিন্ধুপ্রধান, আহুতগণ, অন্তঃপুরস্থ কুলনায়িকা এবং ছদ্মবেশী চারুমুখ ও কীর্ত্তিকেশরি প্রভৃতির প্রবেশ।]

সিন্ধু। এসো, এসো, ভাই সব! সভায় বসো। নর্ত্তকীরা নৃত্য

গীত আরম্ভ করুক; আজি দেখা যাবে কে কেমন পা ফেলে। ভাই সকল! বসো; তোমাদের বয়সে আমরা অনেক আমোদ প্রমোদ করেছি। ওহে গায়কগণ! তোমাদের যন্ত্র তন্ত্র ভাল করে বেঁধে নেও। নর্ত্তকীদের স্থান দাও। বেশ্ বেশ! ভাল পা ফেল্‌চে। এই তো বটে! সাবাস্, সাবাস্!

(যন্ত্রবাদ্য ও নৃত্য গীত আরম্ভ।)

আরে বেটারা! আরো আলো জ্বেলে দে। দেখ্‌চিস্ কি? আজ বেশ্ আমোদ হবে। ভাই সৈন্ধব! বসে পড়, বসে পড়; না হয় চল, আমরা এক ধারে বসি। আমাদের আমোদ প্রমোদের দিন বয়ে গেছে। বল দেখি, সে কত দিন হলো? সেই যে, আমরা আপনারা একবার বড় জাঁক জমকে গান বাজনা করেছিলেম!

সৈন্ধব। সে প্রায় ত্রিশ বছর হলো।

সিন্ধু। না, এত দিন হবে না। সে তো লালিত্যের বিয়ের সময় আর কি; বড় জোর পঁচিশ বছর হবে।

সৈন্ধব। এর বেশী হবে। কেননা, তার ছেলেরি তো পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে।

সিন্ধু। যা হোক্, ভাই সকল! আচ্ছা আচ্ছা দেখে বাহার গাও। আজ বড় জমক।

গায়কগণ। আপনার যেমন অভিরুচি;

গান।

রাগিণী বাহার-বসন্ত—তাল যৎ।

আইল বসন্তঋতু, ফুটিল মালতী ফুল।
পরিমললোভে, যত ধাইল অলির কুল॥

চিরবিরহিণী যারা, ফুলবাণে সারা তারা;
তাহে পিক প্রাণমারা, মলয়া তো প্রতিকূল॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

তুমি ভালবাস না বাস। (মরি প্রাণ আমার)
যত দিন জীবন, না ছাড়িব তব পাশ॥
নবীন নীরদ তরে, পিপাসে চাতকী মরে;
যার লাগি প্রাণ ধরে, সে কেন করে নিরাশ।
যদ্যপিও প্রাণ যায়, অন্য বারি নাহি চায়;
সদাই জলদে ধ্যায়, একান্ত তাহারি আশ॥

নিম্ন। বেশ্ বেশ্! আচ্ছা গেয়েছো! (সভ্যদিগের প্রতি) আপনারা উঠবেন না, যৎকিঞ্চিৎ খাওয়া দাওয়ার আয়োজন আছে।

চারু। উঃ, কি লোকের সমাগম হয়েছে! আর সভার কি শোভাই দেখ্ছি! রমণীগণের অভিলষিত নানাভরণে ভূষিতা হইয়া সারি সারি নারিগণ সভায় বসিয়াছে। দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন তারাগণ ভূতলে উদয় হয়েছে। কি সুকেশা, সুবেশা! আর, কি সুনয়না ও সুবদনা! এর মধ্যে আবার একটী যে অপরূপ রূপসী দেখ্ছি, সেই যেন প্রধানা। আহা! তাহারি অনুপম রূপ-লাবণ্যে দীপমালার দীপ্তিকে অপ্রতীত করিয়া উজ্জ্বল, কেমনে জ্বলিতে হয়, তাহারি পাঠ দিতেছে। ভাবে বুঝি, অনূঢ়া হইবে। পৃষ্ঠের বেণীটী যেন কাল ফণিটী; তায় আবার মণিটী জ্বল্ছে।—কি রূপের ছটা! আজি-

কার অন্ধকার নিশিতে যেন পূর্ণশশির উদয় হইয়াছে। ফলতঃ, এই অনুপমা-মোহিনীরূপা সিন্ধুসুতা, মর্ত্ত্য-লোকের অতি অমূল্যরত্ন ; ও ধারণ করা অনুচিত। অতিশয় সুরূপা সহরিগণও এই কল্যাণীর সমাসঙ্গে মলীন-ত্বকে পাইয়াছে। কি চমৎকার ! নৃত্য গীত সারা হইলে আমি এর তদন্ত জান্‌বো। আমার মনে হয় যেন সিন্ধু প্রধানের কুসুমবনে সহচরী সহ এই লাবণ্যবতীকে নিরীক্ষণ করিয়াছি। এমন অপরূপ রূপসী নারি বুঝি আর কখন দেখি নাই। আর ভুক্তিমাত্রে এরূপ প্রেমাসক্ত, তাও আর কখন হই নাই। সত্য মিথ্যা আমার আঁখিই প্রমাণ করিবেক।

অনু। (নিঃশব্দে) একে যেন চেনো চেনো কর্‌ছি ; বোধ হয় অহঙ্কারী ভোজতনয় হইবেক। কি সাহস ! এমন প্রবল শত্রুগৃহে একাকী এসেছে ! (সক্রোধে) আরে ছোড়া ! আমার অসি খান্ নিয়ে আয়, ওকে পরিষ্কার করি ; যা হবার তা হবে।

সিন্ধু। হাঁ রে অনুকূল ! এত তর্জ্জন গর্জ্জন কিসের জন্যে শুনি ?

অনু। দেখুন্, অহঙ্কারী চারুমুখ আমাদের বাড়ীতে এসেছে ! এ কেবল মুক্ত আমাদের ক্রিয়া নষ্ট ও অসম্ভ্রম করার মানসে। ওদের সঙ্গে আমাদের মুখ দেখাদেখি নাই, তবে আমাদের বাড়ীতে কেন ? আপনি বিরক্ত হবেন না, আমি ওকে মার্‌চি।

সিন্ধু। সে কি ! যদিও চারুমুখ অরিনন্দন বটে ; কিন্তু যখন আমাদের বাড়ীতে এসেছে, তখন তার মানহানি করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বরং যদি এরূপ গোল-যোগে সভাভঙ্গ হয়, তবে আমরা ভদ্রসমাজে বড় লজ্জা

পাইব। এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে? চারুমুখ আমার শত্রুসুত হইলেও সে এই কর্ণাট নগরের চক্ষুবিশেষ। আমি রাজাযুদ্ধ পেলেও নিজ বাটীতে ঐ নানা গুণযুক্ত লক্ষ্মীমন্ত বালকের গায়ে হাত তুলিতে দিব না। আমি আজি তার শত্রু নই। এসেছে, এসেছে: এক দিকে আছে, থাকুক। তোমার এত তথ্য লবার আবশ্যক কি?

অনু। কিন্তু এ বড় লজ্জাস্কর যে, শত্রুসুত এখানে এসে সহমানে চলে যাবে! তবে কখনই আমি ওকে এখানে থাকতে দিব না।

সিন্ধু। আমি দিব। তুমি কে? তুমি কি কর্ত্তা হয়ে বসেছ? আমি কেউ নই? তবে কি আজকের দিনে একটা গোলযোগ উপস্থিত করে, হাস্যাস্পদ হব? তুমি না দেখতে পার, আড়ালে যাও।

অনু। সেই ভাল। (নিঃশব্দে) ক্রোধের সময় ধৈর্য্যের অবলম্বন, আমার সাধ্য নহে। আর সেই জন্যেই রাগেতে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপচে। আমি প্রস্থান করি: কিন্তু এরূপ প্রকারে চারুমুখের সভাতে আসা, সম্প্রতি সুখদ বোধ হইলেও তদ্দ্বারা ভাবী অকুশলের বীজ সঞ্চার হইল, এই নিশ্চয় বিবেচনা হয়। যাহা হউক, আমি চল্লেম।

[সহাস্যং গমন।

চারু। ভাবে বুঝি, এরা আমারি কোন কথা বল্লে। যদি চিনে থাকে, তবে বড়ই প্রমাদ হলো। অনুকূল বড় উগ্র, যা হবার তা হবে; সম্প্রতি আমি এই দাসীকে জিজ্ঞাসা করি, এ মেয়েটী কে। আহা, কি রূপ! যেন স্থির সৌদামিনী। (দাসীর প্রতি) হাঁ গো! তুমি বল্‌তে পার, ঐ যে, মণিময় বেণীযুক্ত পরম রূপসী কন্যাটী কার?

মুক্তি। ওটি সিন্ধুবালা গো, অংশুমানের কন্যা ; ওরি বিয়ের কথা হচ্চে। কন্যাটীর নাম চিত্তহরা ; না জানি কার কপালে নাচ্চে। যে ঐ স্ত্রীরত্ন পাবে, তারি ধনেশের ধন ; এই বলি শুন।

চিত্ত। (বিরলে) মুক্তি ! তোকে একটা কাণে কাণে কথা বল্‌বো, এ দিকে আয়। উটি কে ? তোকে চুপি চুপি কি বল্লে ?

মুক্তি। তোমারি কথা : জিজ্ঞেস্ কল্লে যে, ও চন্দ্রমুখী কন্যাটী কার। আমিও সব ভেঙে বল্লেম। আহা ! এত লোক এসেছে, কিন্তু অমন সুপুরুষ একটীও দেখিনে। যেন অশ্বিনাকুমারটী ! কিবা চক্ষু, কিবা মুখ ! দেখ্‌লে চোকের পাপ পলায়।

চিত্ত। (নিঃশব্দে) আহা ! যা বল্‌ছে তা সত্যি বটে : পুরুষটী তো নয়, যেন পরশ মণিটী ! হেদে চন্দ্রমালে ! চেয়ে দেখ্ !

চন্দ্র। একেই তো তোমার কুসুমবনে দেখেচো ; ঠাউরে দেখ, হয় না হয়।

চিত্ত। বটে ; আকার প্রকারে বুঝা যাচ্চে যে, বড় বংশে জন্ম। যদি বিধাতা পতি দেন, তবে যেন এম্‌নি প[illegible]য় ! সভা ভাঙ্‌লে মুক্তিকে [illegible]য়ে জান্‌বো যে, এ কে ? [illegible]হা, কি চারুবদন !

চারু। (চিত্তহরাকে উদ্দেশ করিয়া) যদি আমি আপন অপবি[illegible] করে সেই ইন্দুমুখির পুণ্যক্ষেত্র স্পর্শ করিয়া থাকি, তবে তাহার মুখপদ্মে মুখ মিশাইয়া আমার সলজ্জ ওষ্ঠযুগল বাস্তীরা, তাহা হইতে নিঃসৃত অমৃত গ্রহণরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই অঘের মোচন করিতে প্রস্তুত আছে।

চিত্ত। হে তীর্থযাত্রি! তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে তুমি আপনার ক্ষীণপুণ্য ব্যাখ্যা করিয়া আত্মপক্ষে অন্যায় করিতেছ। পুণ্যাত্মা ও সিদ্ধবিদ্যারা প্রথম মিলনকালে কেবল হাত ধরিয়াই অভ্যুত্থান। করিয়া থাকেন, মুখের ঘ্রাণ লওয়া তাঁহাদের প্রথাসিদ্ধ নহে।

চারু। উভয়েরই তো অধর ওষ্ঠ আছে?

চিত্ত। হাঁ, তা আছে বটে; কিন্তু সিদ্ধলোকেরা প্রায় আরাধনার জন্যেই অধরোষ্ঠ রাখিয়াছেন।

চারু। হে সিদ্ধবিদ্যে! যদি হস্তের কার্য্য আরো, কোমলভাবে অধরের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাতেই বা ব্যতিক্রম কি আছে? আমার ওষ্ঠদ্বয় তোমার শ্রীমন্দিরে সেই আরাধনা করিতেছে; অতএব হে সুলোচনে! তোমার নিতান্ত নৈষ্ঠিক এই উপাসকের প্রতি বরদাত্রী হও, নচেৎ সাধকের ভক্তি বিচলা হওনের আটক নাই।

চিত্ত। আরাধনা হেতুই কেবল সিদ্ধবিদ্যারা বরদান করেন; কিন্তু তদ্দ্বারা বিচলিত হন না।

চারু। তবে আমিও যদবধি আপন আরাধনা সফলা না করি, তদবধি, হে প্রতিমে! তুমিও অধিষ্ঠান কর। আমি "ইহ তিষ্ঠ" ধ্যানে তোমার বন্দনা করিতেছি যে, তোমার বদনকমলের সুঘ্রাণ লইয়া, আপন অঘের বিমোচন করি।

তবে তো তোমার কৃত দুরিত আমারি অধরে থাকিবে?

চারু। যদি এমনি হয়, তবে তুমিও মুখে মুখ মিশাইয়া আমার পাপ আমাকেই প্রত্যর্পণ করিবে। তা হলে যেখানকার পাপ সেইখানেই যাবে।

চিত্ত। তোমার এ বিষম সমস্যা। (উভয়ের হাস্য)

চারু। হে তন্বি! তোমার পঙ্কজমুখে, খঞ্জন নেত্র দেখিয়া আমার মহতী আশার উদ্রেক হইয়াছে। বল দেখি, ইহাতে আমার কি লাভ হইবে?

পদ্য।

তব মুখাম্বুজে, নেত্র খঞ্জন যুগল।
ভাগ্যগুণে দেখি দেখি, কিবা হয় ফল॥
রাজ্য পদ সম্পদ, না গণি তার কাছে।
যুগল খঞ্জন, পদ্মে যেই দেখিয়াছে॥

চিত্ত। নিবিড় নীরদে, যদি নাহি ঢাকে রবি।
কমল প্রফুল্ল হবে, হেরি তার ছবি॥
তাহে যদি কেহ দেখে, যুগল খঞ্জন।
যৌব-রাজ্যে সেই রাজা, হৃদি সিংহাসন॥
কিন্তু দরিদ্রের মন, স্বপ্নে দেখে নিধি।
দিবা নিশি ভাবে বসি, যদি দেয় বিধি॥

চারু। চকোরের চিন্ত সদা, চাঁদের লাগিয়া।
ক্ষুধা হেতু সুধালোভে, গগনেতে গিয়া॥
শীতল চন্দ্রমা চেয়ে চারি দিগে ফিরে।
চকোর বঞ্চিত নহে, যদি মেঘে ঘিরে॥
তব মুখাম্বুজে তন্বি, ক্ষরে বাক্যসুধা।
কর্ণপথে পান করি, দূর হবে ক্ষুধা॥
অপার সমুদ্র তায়, শত্রু পায় পায়।
সত্য করি কহ ধনি, কি আছে উপায়॥
চিরবৈরি নীরদে, নাহিক মোর ভয়।
পাছে মোর পূর্ণচাঁদ, রাহুগ্রস্ত হয়॥

চন্দ্র। এই যে, প্রেম করেছে। এতে আমি বেশ বুঝ্ছি যে, এ

আমাদের শত্রুকুলের কেউ হবে। কিন্তু কথার ভাবে বোধ হয় যে, কাব্য-রস বেশ জানে।

পদ।

চিত্র। অপায়ে উপায় আছে, শুন সহচরি ;
দুস্তর সাগর মাঝে, তরিবারে তরি ॥
সৈংহিকের শঙ্কা নাই, সত্য করি কহ।
জলদের আড়ে মাত্র, ক্ষণিক বিরহ ॥

চারু। (অন্তর হয়েন) আভাসে বুঝলেম যে, কার্য্যসিদ্ধি হলো ; এই বেলা প্রস্থান করি।

কীর্ত্তি। চল ভাই, আর বিলম্ব করা নয় ; বুঝি তোমার কায গোচালো।

চন্দ্র। মুক্তি! তুই এই বেলা গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করে আয় ; বুঝি চল্লো!

মুক্তি। আমি চল্লেম, এখনি জেনে আস্‌চি। (অন্তর হয়েন)

চন্দ্র। আমরা যা অনুমান করেছি, তাই বটে ; তোমার কুসুমবনে একেই দেখা গেছে। ঐ মুক্তিও আসচে, এখনি জানা যাবে। হাঁ লো মুক্তি! কি জান্‌লি, বল্ দেখি ?

মুক্তি। তোমার শত্রুকুলের সুত, ভোজতনয় ; নাম চারুমুখ। আহা! যেমন রূপ, তেমনি গুণ! বিধাতা কি সকল ভাল গুলিকেই একত্র করেচেন ? যার কথা বলচো সেই বটে।

চিত্র। শত্রু হলে কি হয় ? যাকে মনে লাগে, সেই মিত্র। আপনার জনও পর হয়, পরও আপনার হতে পারে। আমি যখনি একে কুসুমবনে দেখেচি, তখনি মনে মনে

বরণ করেছি ; এ না হয় তো আমাকে সতী বলিস্ নে। এতে আমার কপালে যা থাক্।

পদ্য।

পাইয়া মনের মত, বরিয়াছি মনে।
যদি মরি, তবু না বরিব অন্য জনে ॥
দীনতা দেখিয়া বিধি, দিন দেন যবে।
সে আমার আমি তার, অন্যথা না হবে ॥

চন্দ্র। শত্রুকুলে মিত্র ও গরলে অমৃত : এর চেয়ে আর সুখ কি !!

চিত্ত। সহচরি ! আমি বিষের মধ্যে অমৃত পেলেম। যে জন পর, সেই আপন হলো।

চন্দ্র। তবে তারো কপাল ভাল। কেনন, সেও এই বিষম সাগর মন্থন করে, সুধা ও সিন্ধুসুতা দুইই পেলে !

মুক্তি। ওগো মেয়ে চিত্তহরে ! তোমাকে মা ঠাকুরাণ্ ডাক্‌চেন, শীগ্গির চলো।

চিত্ত। দেখ্‌চি সভাও তো ভাঙ্‌লো বলে। মুক্তি ! তুই একটু দাঁড়া, আমি এই শেষ গানটা শুনে যাই।

মুক্তি। নেও, তোমার বেনে আর হয় না ; চল।

(সভাবাদ্যোদ্যম ও গান।)

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

যতনেরি যত ভাব, তারে দিয়ে বিসর্জ্জন।
যে মরে যাহার লাগি, তারে করি অকিঞ্চন ॥
নবীন প্রেমের তরে, চারুবরে চিত্তহরে,
তার কে খণ্ডন করে, বিধাতারি যে লিখন ॥

[সভাভঙ্গ ও সর্বেষাং প্রস্থানং।

চারুমুখচিত্তহরা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—সিন্ধুপ্রধানের পুষ্পোদ্যান।

[চারুমুখের প্রবেশ।]

চারু। (স্বগতঃ) একে বসন্তকাল, তায় কুসুমকাননে প্রস্ফুটিত নানা জাতি ফুলের সুঘ্রাণে কি আমোদ করেছে! আহা! আমার মন্‌টি যেন এখানে পড়েই রয়েছে। এ জন্যেই এখান থেকে এক পা সরতে আমার মন সয়ে না।

[প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেন।]

[কীর্ত্তিকেশরি ও অনুপমের প্রবেশ।]

কীর্ত্তি। (অন্তর হইতে উচ্চৈঃস্বরে) হাঁ! হাঁ! ভাই চারুমুখ! কি কর? কি কর? ফের, ফের!

অনু। সে বেশ চতুর লোক হে; সংগোপনে শয্যাগত হতে চলো।

কীর্ত্তি। না, সে এই দিগে দৌড়ে গিয়ে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কুসুমবনে প্রবেশ করেছে। তুমি ডাক দেখি।

কেবল ডাকার কর্ম্ম নয়, বরং ঝাড়াতে হবে। (সরহস্যে) ভাই চারুমুখ! চারুমুখ! বায়ুভরে একবার খানি এসে, একটা কথা কও; তা হলেই আমাদের অনেক। না হয় তো একবার খানি বল "দহিলে—! দহিলে—!" কৈ? কোন উত্তর পাওয়া গেল না! সে বানর গত হয়ে, ভূত হয়েছে; না হলে উত্তর দিত। আমি ভাই তাকে ঝাড়াই:—"রে চারুমুখ! তোরে সেই স্বর্ণরেখার দোহাই, তার শুভ্র চারু চরণ ও ঝুরু ঝুরু কম্পমান্ গুরু উরু এবং নিতম্বাদির দোহাই। শীঘ্রির এসে নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশ হও।"

কীর্ত্তি। যদি সে এসব কথা শুনে, তা হলে বড় রাগ কর্‌বে।

অনু। না, এতে সে রাগ কর্‌তে পারে না। তবে যদি তার প্রেমদার প্রতি আর একটা বিষয় প্রয়োগ করি যে, যায় তার অন্তরে আঘাৎ লাগে; তবেই চারু রাগ্‌তে পারে।

কীর্ত্তি। আর কায নাই, চল আমরা যাই; সে চারুমুখ এক্ষণে নিবিড় পুষ্পলতিকার অন্তরালে আপন অঙ্গ ঢাকিয়া, সেই কৃষ্ণা কামিনী যামিনীর মিলন হেতু অপেক্ষা করিতেছে। শুনা আছে যে, কামদেব দৃষ্টিহীন; সুতরাং আপনারি মত দেখে রাত্রিকেই ভালবাসে।

অনু। যদি কামদেব অন্ধ, তবে তার সন্ধান অব্যর্থ কেমনে হইল? যাহা হউক, বোধ হয় চারুমুখ বৃক্ষমূলে বসিয়া সেই প্রেমদারূপ সুমধুর ফলের প্রতীক্ষা করিতেছে; যাহাকে মক মারিরা রসিকতা পূর্ব্বক রসাল ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করে। ভবে ভাই চারুমুখ! আমরা এখন চল্লেম আমরা কিছু এমন নিদ্রাতুর নই যে, এই ভূ-শয্যায় শয়ন করিব। তবে, কীর্ত্তি! চল আমরা যাই।

কীর্ত্তি। তবে চল ; যার দেখা দেবার মন না থাকে, তাকে খুঁজে লেও পাওয়া যায় না। আর যে জন জাগিয়া ঘুমায়, তাকে কে চেয়াতে পারে ? ভাই চারুমুখ! তবে এখন আমরা চল্লেম, তুমি সুখে থাক।

[হাস্যপূর্ব্বক উভয়ের প্রস্থান।

চারুমুখচিত্তহরা

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—সিন্ধুধামের পুষ্পোদ্যান।

[চারুমুখের প্রবেশ।]

চারু। (স্বগতঃ) যে জন নিজে আঘাত না পাইয়াছে, সে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া পরকে বিদ্রূপ করে। আহা! পুষ্পোদ্যানের কি চমৎকার শোভাই দেখ্‌চি, যেন ইন্দ্রের পারিজাত বন! দেখ্‌লে জ্ঞান হয় যে, বুঝি বসন্ত বারো মাসিই এই খানে বাস করেন।

[চিত্তহরার গবাক্ষদ্বারে উদয়।

(সবিস্ময়ে) আহা! পুর্ব্বদিগে কিসের আলো দেখ্‌লেম! এ কি? চন্দ্রোদয়! কি, চন্দ্রমুখী চিত্তহরার উদয় হইল? বুঝি তারি শীতলকিরণে আমার অঙ্গ শীতল করিল! এই হতে পারে; কিন্তু সেই কল্যাণীর নিষ্কলঙ্ক বিধুমুখে শশাঙ্কের অঙ্ক নাই, ইহাতে বোধ হয় যে, এ শশির উদয় নহে; বরং সেই লাবণ্যবতী নিষ্কলঙ্কপূর্ণেন্দুবদনা চিত্তহরার পুর্ব্বদিগে উদয় হইল। কি চারুচক্ষের জ্যোতি! যেন শুকতারা জ্বল্‌চে। আর দিনমণি যেমন দীপের দীপ্তিকে হরণ করিয়া থাকেন, সেই মত সেই বরাননির গণ্ডদেশের আভাতে তারাগণকে অপ্রতীভ করিয়াছে।

চারুমুখচিত্তহরা।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি—ব্রহ্মচারির মঠ।

। পুষ্পসাজি হস্তে করিয়া তপোধনের প্রবেশ।।

তপো। (স্বগতঃ) বুঝি রজনী প্রভাতা হইল। কেননা, নিশির অনিত্যবর্ণ চন্দ্রাতপ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব্বদিগে অরুণোদয়ের আভা প্রায় দীপ্যমান হইতেছে। দিনমান হইতে না হইতে ও দূর্ব্বাদলে পতিত নিশির শিশির শুখাইবার আগেই গিয়া নানামত পুষ্প চয়ন করিব এবং কন্দক কণ্টক কটু কষায় গুল্ম লতা তাহাও গিয়া তুলিব। মাতা বসুমতির উদরে এই সমস্তের জন্ম হইয়াছে ও কাল ক্রমে সকলি সেই মাতৃদেহে লীন হইবে। অর্থাৎ যিনি এই সমস্তকে প্রসব করিয়াছেন, তাঁহারি দেহে তাঁহাতেই নিমিলন হইবে। আমরা নানামতে বসুমতীর স্তন্যপান করিয়া পুষ্ট হইতেছি। যথা অনেকানেক পদার্থের অন্তরে প্রতিপোষক সামগ্রী পাওয়া যায়। স্বাদু, সকলেরি বিভিন্ন। লতা, গুল্ম, পাষাণাদি করিয়া যাবদীয় বস্তুর মধ্যেও যে যে সামগ্রী পাওয়া যায় তাহাও তেজ-

স্কর। আর যাহাতে গুণ মাত্রই নাই, এবম্প্রকার বস্তু বিশ্বসংসারে বিরল। এবঞ্চ এমন সৎ পদার্থও নাই যে, যাহা ব্যবহারবিগুণে বিকারকে পাইয়া অনিষ্ট না করে। নির্ণয়জ্ঞান অভাবে গুণও দোষ হয় এবং কার্য্যগুণে দুষ্কৃতিও পবিত্রতাকে পাইতেছে। যথা, নব প্রস্ফুটিত এই কুসুমের কোমল ত্বকে বিষের নিবাস হয় ও শিরোভাগে মহৌষধি আছে। ঘ্রাণরূপে তদঙ্গ গ্রহণ করিলে মন পুলকিত হয়; কিন্তু তস্য ত্বক্‌ ভক্ষণে পঞ্চত্ব সাধন করে। যেমন মনুষ্য, তেমনি উদ্ভিজ্জরূপী যাবদ্বস্তু দোষ-গুণাত্মক। যে আধারে বিষাংশ অধিক, অর্থাৎ যাবদীয় দোষপ্রধান বস্তু, তাহাই অচিরে কালের গ্রাসগ্রস্ত হয়।

[চারুমুখের প্রবেশ।]

চারু। ব্রহ্মচারিঠাকুর! প্রণাম।

তপো। "সর্ব্বাণি মঙ্গলানি ভবন্তু" কে হে বাপু! এত প্রত্যূষে কে ডাকে? বোধ হয় কোন বিকলচিত্ত হইবে; তাবৎ রাত্রি শয্যাকণ্টকী প্রায় কাতর হইয়া, প্রভাতেই শয্যাত্যাগ করিয়াছে। দুর্ভাবনা, প্রাচীনেরদের চক্ষের উপর জাগরূক থাকেন; কিন্তু সেই দুর্ভাবনা যে দেহে নিবাস করেন, সে দেহে আর নিদ্রা বাস করেন না। আর যে সমস্ত যুবজনেরা কামিনীর কটাক্ষরূপ কঠিন শরে জর্জ্জরিত না হইয়াছেন, তাঁহারাই সুখে নিদ্রা যান; এই প্রকারের এ কোন অসুখী লোক হইবে: নচেৎ এত প্রত্যূষে কার নিদ্রা ভঙ্গ হইল? বোধ হয়, চারুকুমার হলেও হতে পারে। তারি রাত্রিকালে শয্যাগত

কেবল এর গুটিকতক কথা মাত্র কাণে শুনেছি, তবু বলতে পারি যে, এ কে।

চন্দ্র। বল দেখি, কেমন ঠাউরেছ?

চিত্ত। ভোজতনয় চারুমুখ বট কি না?

চারু। হে সুন্দরি! যদি এতে তোমার মনোরঞ্জন না হয়, তবে আমি এ দুয়ের কিছুই নই।

চিত্ত। তবে এখানে কেন? আর এলেই বা কেমন করে? দেখ, আমার পুষ্পোদ্যানের প্রাচীর অতি উচ্চ, একেই বা কেমন করে লঙ্ঘন কল্লে? বিশেষে তুমি শত্রুসুত; সে পক্ষে এস্থান তোমার যমালয় বিশেষ। কেননা, যদি এখন আমার আত্মপক্ষের কেউ দেখে, তবে এখনি তোমার জীবনের অনিষ্ট কর্ব্বে।

চারু। হে সুধাংশুবদনে! এখানে আমার প্রিয়জন আছে, সেই প্রয়োজনে আসা। আর প্রেমপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধক কি আছে যে, তোমার পাষাণময় প্রাচীরে আমাকে অবরোধ করিবেক? প্রণয়, প্রাচীরের বাহিরে কখনই আটক থাকে না। আর প্রেমপথে যাহারা সাহস বাঁধিয়াছে, প্রেমও তাহাদের অনুকম্পা করিয়া অনুকূল হন। অতএব তোমার অমাত্যেরা আমার কি অকুশল করিতে পারে?

চিত্ত। যদি তারা তোমাকে এখানে দেখে, তবে এখনি বিনাশ কর্ব্বে। এই অকুশল।

চারু। হে কুরঙ্গনেত্রে! তোমার যুগল ভ্রূ-ধনুতে যুক্ত কটাক্ষ-বাণ দেখিয়া আমার যত ভয় হইতেছে, তোমার অন্তরঙ্গদিগের তীক্ষ্ণ অসিতেও আমার তত শঙ্কা হয় না। হে তম্বি! যদি তোমার সুনয়নে আমার প্রতি একবার শুভ-

স্তুতি কর, তবে তাই আমার অঙ্গের অক্ষয়-কবচ হইবে। তার পর তারা যত শত্রুতা করুক না কেন, তাতে আমার কিছুই ক্ষতি হবে না।

চিত্ত। না, আমার নিজের এমন ইচ্ছে নয় যে, কেউ তোমাকে এখানে দেখে; বরং রাজ্য ধন পেলেও আমি এমন মনে করি নে।

চারু। তবে ভাল। তার পর শত্রুগণের পৈশুন্য হইতে যামিনী আমাকে আচ্ছাদন করিয়াছেন, তবে আর ভয় কিসের? যদি তুমি মাত্র প্রসন্না হও, তবে শত্রুরা দেখে, দেখুক। আর যদি তুমিই অপ্রসন্না হও, তবে আমার বেঁচে থাকা অপেক্ষা তাদের হাতেই মরা ভাল। কেননা, সে বাঁচার আর ফল কি?

চিত্ত। তুমি এখানে কেমন করে পথ চিনে এলে?

চারু। ফুল ধনু ও মলয়া মরুৎ আমাকে পথ দেখাইল।

চিত্ত। (হাস্যপূর্ব্বক) না, সেখোগুলি ভাল বটে!

চারু। আগে ফুলধনু আমাকে সন্ধান করিতে কহিল, তার পর সেই সম্মোহনের পরিচারক মলয়ানিল আসিয়া তোমার পুষ্পাবনের পথ দেখাইল। হে সুন্দরি! আমি প্রবীণ কর্ণধার নহি ও ভগ্ন তরি মাত্র ভরসা; তথাপিও এরূপ বাণিজ্যব্যাপার হেতু অগাধ সাগর পার হইতে স্বীকার করিয়াছি।

চিত্ত। দেখ, আমি অনূঢ়া ও স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা; এতে যদি নিশি না হইত, তা হলে বোধ হয় এরূপ স্পষ্ট হয়ে কথা-বার্ত্তা কইতে আমি লজ্জায় মরে যেতেম; এখন যে সব কথা বল্লেম, বোধ হয় তা না হলে তার কিছুই বল্‌তে পার্‌তেম না। বরং, যা বল্‌বার তা সহচরীকে

দিয়ে কিম্বা আড়াল থেকে নিজে প্রথামতেই বল্‌তেম। কিন্তু যখন হঠাৎ একেবারে এরূপ দেখা-সাক্ষেৎ হলো, তখন আর তেমন টা করা এখন কোন মতেই ভাল দেখায় না। অতএব এবিষয়ের যে সব প্রথা আছে, তা আমি পরিত্যাগ কল্লেম। তবে এখন এই কথাটী আমার জিজ্ঞেস্‌ করা যে, আমার প্রতি যথার্থই তোমার মন হয়েছে কি না? আমি বেশ্‌ বুঝ্‌চি, তুমি এখনি বল্‌বে, "সে কি! এমন মন তো আর কারু প্রতি কারু নাই।" বরং তার জন্যে দিব্বিও কর্ব্বে। কিন্তু সে দিব্বি কোন কর্ম্মের নয়; কেমনা, পুরুষ মানুষের দিব্বি ভাঙ্‌তেও বিস্তর ক্ষণ নয়। প্রেম-পাশে বদ্ধ হইয়া পুরুষেরা যে স্বকৃতি ভঙ্গ করেন, তাহা শুনিয়ে কাম রিপু পরিহাস করেন। সে যা হোক, যদি নিতান্তই আমাকে মনে ধরে থাকে, তবে তা সত্যি করে বল। আর যদি এমনটা মনে ভেবে থাক যে, একে বড় শীগ্‌গির বশ করেছি, তবে আমি একেবারে মন ফিরাবো ও জগৎ সংসার এক দিক হলেও, আমি কারু নই। হে সুচারু ভোজনন্দন! আমি অবলা ও স্বভাবতঃ সরলা বলিয়া আহ্লাদ আমোদ ভালবাসি; কিন্তু এতে তুমি এমনটা জ্ঞান না কর যে, এ নারি ব্যাপিকা। বরং অনেকানেক নারিরা চিত্তে কপটতা রাখিয়া মুখে যেমন সুধা বর্ষণ করে, তেমন আমার নয়। বরং যদি বিধির মনে থাকে, তবে আমার ঐকান্তিক পতিভক্তি পরে জান্‌বে। আর যদিও কিছু দিন দেখে শুনে তোমার সঙ্গে প্রণয় করা আমার মনোগত ছিল বটে; কিন্তু তুমি গোপনভাবে এসে একেবারে আমার মনের কথাগুলি সব শুনাতে

আর তার পর একেবারে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়াতে, বিলম্বে পরিচিত হওনের ব্যাঘাৎ হলো। যা হোক, দৈবযোগে নিশিরগতিকে যে প্রণয়ের হঠাৎ সংঘটনা হলো তাহা এ কুলবালার চপলস্বভাব হেতু হলো, এমনটা বিবেচনা না কর। অতএব অবলার দোষ পরিহার করিও।

চারু। হে বিধুবদনে! ঐ দীপ্যমান শশি, যাহার জ্যোৎস্নাতে চরাচর আলোকময় হইয়াছে, তাহাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া এই স্বকৃতি করিতেছি যে,————।

চিত্ত। না না, দিব্বি করো না। আর চন্দ্রের দিব্বিই বা কেন? সে নিজেই স্থির নয়। মাসের মধ্যে নানারূপ হ্রাস বৃদ্ধি।

চন্দ্র। তবে তোমার ভালবাসাও বুঝি তেমনি হবে। প্রতিপদে একটু, পূর্ণিমায় পূরো, অমাবস্যার দিন কিছুই নয়; সব দিক্ অন্ধকার।

চিত্ত। সহচরি! বেশ বলেচো। (উভয়ের হাস্য)

চারু। তবে কার দিব্বি কর্ব্বো বল?

চিত্ত। কারু দিব্বি করো না। যদি কর্‌বে, তবে আপনার দিব্বি কর। কেননা তুমিই আমার পরমারাধ্য ও শ্রদ্ধার আশ্রম।

চারু। তবে হে প্রিয়সি! তোমারি অঙ্গস্পর্শ করিয়া আমি কহিতেছি যে,———

চিত্ত। আবার দিব্বি কেন কর? কথা এই যে, আমি তোমাকে পেয়ে পরম পুলকিত হয়েছি; কিন্তু আজ রেতে সকল কথা সুস্থির করা আমার মন নয়। বিশেষে সময়টাও ভাল নয়। আর এত আগুন-ঝাঁপা হওয়াই উচিত নয়। দেখ, তড়িৎ যেমন পলকে দীপ্তমান্ হইয়া আঁখির নিমিষে লয় হয়, সকল কর্ম্মে অতিশয় ত্রস্ত হওয়া তেমনি

ক্ষণিক জ্ঞান করিবে। তবে এখন আমি আসি। যা বিধির মনে থাকে, তবে আমাদের আশারূপা কুসুম কলিকা কাল পাইয়া মলয়া অনিলের ঘ্রাণে পরিণত হইয়া আমাদের পুনর্ম্মিলনকালে প্রফুল্ল হইবে। আমি এখন চল্লেম, তুমি তবে আজকের মতন———। আর কি বল্‌বো?

চারু। যাবো বটে; কিন্তু আমার মনে হর্ষ হলো না।

চিত্ত। রাতারাতি আবার কি হর্ষ হবে?

চারু। তুমি তো আমার মতন সত্যি কল্লে না।

চিত্ত। তা তো আমি আগেই করেছি। না হলে কেমন কোরে বল্লেম আমি তোমারি? যদি মনঃপূত না হয়ে থাকে তবে বরং আবার করি।

চারু। তবে আবার কেন? কি সেই সব ফিরে লবার জন্যে না কি?

চিত্ত। না, তার জন্যে নয়; যা দিয়েছি, তা আর কেমন কোরে ফিরে লব? বরং আরো যা দেবার তাই দিবার জন্যে বল্‌চি। হে চারুবদন! যেমন সাগরের বারি অপ্রমেয়, তেমনি তৎপ্রতি এ নারির প্রেমও অসীম। কেননা তোমাকে যত ভালবাসিব, ততই আমার প্রণয় রূপ সলিল বৃদ্ধি হইবে। (ভিতরপ্রকোষ্ঠ হইতে চেড়ির সম্বোধন—একবার এদিকে এসো গো!) যাচ্চি রে, দাঁড়া। (চারুমুখের প্রতি) তবে আমি একবার শুনে আসি; মুক্তি কেন ডাকচে। আর অধিক কি বল্‌বো, সত্যিটে পালন কোরো। একটু দাঁড়াও আমি শুনে আসি।

(প্রস্থান।

চারু। (স্বগতঃ) কি শুভক্ষণেই আজ পা বাড়িয়েছিলেম! কিন্তু

নিশিয় এসব সুখের কথা স্বপ্নবৎ না হয়। ফলতঃ, একেবারে এত সুখ সত্যি হবে, কখনই এমন বোধ হয় না। কেবল যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি, এই বিবেচনা হয়।

[চিত্তহরার পুনঃ প্রবেশ।]

চিত্ত। আর দুই তিনটী মনের কথা আছে, তা বল্লেই আজকের মতন হয়। যদি আমার প্রতি তোমার নিতান্তই মন হয়ে থাকে ও ত্বরায় বিবাহ করা তাৎপর্য্য হয়, তবে কোন্ দিনে ও কোন্ স্থানে সংগোপনে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইবেক তাহা স্থির করিয়া আমার প্রেরিত লোকমুখে কালি প্রাতে বার্ত্তা পাঠাইবে। তার পর আমি একবারে তোমার চরণে শরণ লইয়া পতিব্রতা সতীধর্ম্মে যাবজ্জীবন ইহলোকে তোমার অনুগামিনী হইব। (অন্তঃপ্রকোষ্ঠ হইতে চেড়ি—আর একবার শুনে যাও গো!) যাচ্চি রে, একটু থাক্। (চারুমুখের প্রতি) আমি শুনে আসি, তুমি ক্ষণেককাল থাক। ফিরে এসে, কাল্‌কের লোক পাঠাবার কথা-বার্ত্তা স্থির কর্ব্বো।

চারু। তবে এসো, আমি আছি।

চিত্ত। আমার সহস্র সহস্র মিনতি, একটু দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

(স্বগতঃ)—

যথায় প্রেমদা, তথা প্রণয়ের গতি।
পাঠাগার ত্যাগে, যথা শিশু হৃষ্টমতি॥
প্রেমদা-বিচ্ছেদকালে, প্রেমের বিষাদ।
পাঠশালা যেতে, যথা শিশুর প্রমাদ॥

[উপরপ্রকোষ্ঠে চিত্তহরার পুনঃ প্রকাশ।]

চিত্ত। (স্বগতাঃ) আহা, চারুমুখ! সুধাময় চারুমুখ! বসন্ত-কোকিলের ন্যায় তোমার সুস্বরে আমি একেবারে মোহিত হয়ে পুনর্ব্বার এলেম। আমি কুলবালা ও যদি অন্তঃপুরের কারাবন্ধী না হোতেম, তবে ব্যক্ত হইয়া মুক্ত-কণ্ঠে সেই চারুমুখের নাম ধরে মনের সাধে ডাকতেম, যে, তা শুনে গিরিগুহা ভেদ হইয়া আরো উচ্চৈঃস্বরে আমার চারুমুখ নামের পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি হইত।

চারু। (সবিস্ময়ে) আহা! পুনঃ পুনঃ কে আমার নাম করিতেছে? বুঝি সেই চাঁদমুখী চারুনেত্রা হইবে। আ মরি! কি সুমধুর বাণি! রাত্রিকালে যেন বেণু কি বীণার ধ্বনির ন্যায় আমার কর্ণে লাগিতেছে। আহা!!

চিত্ত। (প্রকাশ্যরূপে) এই যে এখনও আছ দেখ্‌চি! (হাস্য)

চারু। সুধামুখি! আর কি বল, তাই সুধাবার জন্যে আছি।

চিত্ত। বলি, কাল কতক্ষণের সময় লোক পাঠাইব?

চারু। প্রাতঃকালে।

চিত্ত। সেই ভাল। যে কথাটির জন্যে তোমাকে ডাকলেম, তা মনে পড়চে না। কি মন্দ! (চিন্তা করেন) না মনে হলো না। (হাস্য)

চারু। আমি আছি, তুমি মনে কর।

চিত্ত। তবু ভাল; আর যদি মনে না পড়ে তো আরো ভাল, তা হলে আরো মনের সাধে দেখে নি। আহা! তোমাকে দেখ্‌তে যে কত ভালবাসি, তা এতেই বুঝ্‌বে।

চারু। কথাটী মনে না পড়ে তো আরো ভাল যে, আমার

আরো খানিকক্ষণ থাকা হয় এবং আমিও আর সব ভুলে গিয়ে, কেবল তোমাকেই মনে করি।

চিত্ত। (ত্রস্তা) চেয়ে দেখ, বুঝি প্রভাত হলো! তবে এখন এসো। (হাস্যবদনে) তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার মন সরে না। মনে হয় যেন পিঞ্জরে পক্ষির ন্যায় বদ্ধ করে রাখি যে উড়তে না পারে ও যখনি ইচ্ছা হয় তখনি হাতে করে নি।

চারু। আহা! যদি তোমার এমন পোষা শুক হতেম, তবে না জানি কতই সুখ হতো!

চিত্ত। আহা! তা হলে আমারো কি না হতো! সর্ব্বদাই চক্ষের উপর রাখতেম। আর এমন পুষতেম যে, অতিশয় যত্নে যেন যাতনা বোধ করতো। তবে এখন আসি: কাল যেন আবার দেখা হয়। আমি আশাপথ চেয়ে রইলেম। প্রণয়ের ক্ষণিক বিচ্ছেদে যে কিঞ্চিৎ খেদ জন্মে, মিলনের আশা হেতু সেও মিষ্ট বোধ হয়। তবে আসি।

[চিত্তহরার প্রস্থান।

চারু। (স্বগতঃ) সম্প্রতি প্রেয়সী গৃহে স্বচ্ছন্দে ও সুখে নিদ্রা যাইবে। আহা! যদি আমি নিদ্রারূপী হইতাম, তবে তাহার দেহে আবির্ভাব করিয়া কি পর্য্যন্ত সুখী না হইতাম! যাহা হউক, নিশি বুঝি অবসন্না হইল। এখন ব্রহ্মচারির মঠে গিয়া তাঁহাকে আত্মনিবেদন করি: এবং এ বিষয়ে তিনি যে পরামর্শ দেন, তাহাও শুনি।

[চারুমুখের প্রস্থান।

আর সেই নববালা, বালাদিত্যের ন্যায় লোহিতবর্ণ বসন পরিধান করিয়া, আপন বিদ্যুদ্বরণ ঢাকিবায় দুই বরণে যেন অভরণের শোভা হয়েছে। আহা! তাঁর শ্রীঅঙ্গের বসন হওয়াও সামান্য সুখ নহে; যেহেতু, সেই কল্যাণীর হেমাঙ্গ স্পর্শ করিয়াও কৃতার্থ হওয়া যায়।

চন্দ্র। (চিন্তিতা) উঃ! আমার এ কি হলো?

চারু। (স্বগতঃ) বুঝি বা সে কল্যাণী কথা কহিল: আহা! এমন কি অদৃষ্ট হবে যে, তার শুভদৃষ্টি পড়বে? হে তন্বি! তোমার সুধাময় স্বরে দুই একটা কথা কহিয়া আমার কর্ণপথ শীতল কর। দেখ, তুমি সুরনায়িকার ন্যায় অন্তরীক্ষে উদয় হইয়া, দিদৃক্ষু মানবজাতিকে চমৎকৃত করিয়াছ।

চন্দ্র। (স্বগতাঃ) মুক্তি কহিল যে, তার নাম চারুমুখ; আহা মরি! চারুমুখ তো চারুমুখই। কিবা মুখ, কিবা চক্ষু! কিন্তু নাকি ভোজবংশের! আহা চারুমুখ! তবে চারুমুখ কেন হলে? নিজ নাম গোপন কর। আর, পিতৃনামও ধরো না। আর যদি এও না পার, তবে এই সত্তি কর যে, আমি তোমারি। তা হলে আমিও বল্‌বো যে, আমি সিন্ধুসুতা নহি।

চারু। এই সময়ে কিছু বলি কি না? কি, আর কি বলে তা আগে শুনি?

চন্দ্র। (স্বগতাঃ) কিন্তু তার নামটিই কেবল আমার শত্রু, সে তো শত্রু নয় এবং তার অঙ্গটীও ভোজ নয়। তবে ভোজ নামই কি? সে তো একটা নাম মাত্র; এই বই তো নয়। তবে নামেতে এত কি এসে যায়। নামের তো একটা হাত পা নাই, মুখ চোকও নাই এবং মানুষের দেহের

কোন একটা ইন্দ্রিয়ও নহে। আর একটা কোন নাম দিলেই তো হতে পারে। তায় ক্ষতি কি ? যেমন সুগন্ধ সেঁউতী পুষ্পকে আর একটা অন্য ফুলের নাম ধরে ডাক্‌লেও তবু তাতে সেঁউতির যে সুবাস, সেই সুবাসই থাকে। তেমনি চারুমুখকে সেই নাম ধরে না ডাক্‌লেও, তাঁর যে অপরূপ রূপ ও মনোহর গুণ, তা সকলি তাতে থাক্‌বে। অতএব চারুমুখ! তোমার নামটি, যাহা তোমার অঙ্গের কিছুই নহে ; তাহা ত্যাগ কর ও তাহার বিনিময়ে আমাতে যে কিছু আছে, সেই সমস্ত লও।

চারু। তবে তোমারি কথা রাখ্‌লেম। আর যদি একবার খানি কেবল মুখে বল যে, "আমি তোমারি" তবে আমিও আজ থেকে বল্‌বো যে, আমার নাম চারুমুখ নহে।

চিত্ত। (সবিস্ময়ে) তুমি কে বল যে, এত রেতে গোপনভাবে এসে, আড়ি পেতে আমার সব কথাগুলি শুন্‌লে ?

[চন্দ্রমালার প্রবেশ।]

সহচরি ; এখানে আর এক অপরূপ রূপ দেখ !

চন্দ্র। (বিস্ময়াপন্না) তাই তো দেখ্‌চি, ওমা এ কি !! (নিঃশব্দে) আমরি ! কি রূপ ! দেখ্‌লে চক্ষের পাপ পলায়।

চিত্ত। তুমি কে, তা বল ?

চারু। আমি কি বলে আপনার পরিচয় দিব, তা জানিনে। নিজ নাম ও বংশের নাম প্রেয়সীর অপ্রিয়, এজন্য সে নাম ধর্‌তে পারি না ; বরং তা যদি পোঁছবার হতো, তবে তাও এখনি পুঁছে ফেল্‌তেম।

চিত্ত। (নিঃশব্দে) আহা, কি সুমধুর বাক্য ! সহচরি ! দেখ,

না হওয়ার সম্ভাবনা। (উচ্চৈঃস্বরে) কেও? চারুমুখ না কি?

চারু। তাই বটে। কিন্তু, কালি নিশিতে যেমন স্বচ্ছন্দে ছিলাম, তেমন বুঝি তৎকাল হয় নাই।

তপো। কি! স্বর্ণরেখার মন্দিরে না কি?

চারু। তা কেন? তার কথা তো আমার মনেও নাই।

তপো। সে একটা তবে মঙ্গলের কথা বটে; কিন্তু রাত্রে কোথায় ছিলে?

চারু। তা বল্‌চি; আমাদের চিরবৈরির বাটীতে সংগীত বাদ্য শুনিতে গিয়াছিলাম, এমত কালে তথাকার জনেক আসিয়া, সন্ধান করিয়া সম্মোহনের অমোঘ বাণের ন্যায় কঠিন বাণে আমাকে আঘাত করাতে, অতিশয় ব্যথিত হইয়া সন্ধান পূর্ব্বক আমিও তাহাকে সেইমত আঘাত করাতে জর্জ্জরিত হইল। উভয়েরি ঔষধ আপনকার হাতে আছে; যদি দেন তো দুজনেরি প্রাণ বাঁচে। শত্রু পক্ষ বলিয়া তাহাতে আমার দ্বেষ নাই; কেননা, তাহার উপকারার্থে আমি অনুকূল হইয়াছি।

তপো। বাপু! তোমার হিঁয়ালি বোঝাই ভার। রোগের নির্ণয় না হইলে ঔষধের কি ব্যবস্থা করিব? পরিষ্কার করে বল; কুটার্থ করিয়া রোগ ব্যাখ্যা করিলে তাহার ঔষধও কটু হইবে, এই বুঝ।

পদ্য।

চারু। চিত্তের মোহিনী, চিত্তহরা চাঁদমালা।
অতি গুণবতী, সেই অংশুমান্‌বালা॥
ভাগ্যগুণে তার সনে, মিলন হইল।

কটাক্ষে উভয় মন, উভয়ে হরিল ॥
পরিণয় স্বকৃতি, করিনু দুই জন।
বিধির বিধানে মাত্র, কর সংযোজন ॥
কোথায় কি মতে, এই ঘটনা হইল।
পশ্চাতে সে সব কব, সম্প্রতি রহিল ॥
শুভ কর্ম্মে শুন প্রভো, বিলম্ব না সবে।
আজি উক্ত দিন আছে, বিবাহ না রবে ॥

তপো। কি আশ্চর্য্য! এর মধ্যেই এতটা কাণ্ড হয়েছে? হে ভগবন্! এই শুন্‌লেম যে, স্বর্ণরেখাকে বড়ই ভালবাস, কোন্ দিন বিবাহ হয়; এর মধ্যেই এমন মন ফিরে গেছে যে, তার নামটিও নাই। কি অস্থিরচিত্ত বালক! সেই স্বর্ণরেখার জন্যে কতক দিন এমন হলো যে, হা স্বর্ণরেখা! যো স্বর্ণরেখা! কোথা স্বর্ণরেখা! রে বৎস! তোর সেই সকল হাঃ-হুতাশ আমার আজও মনে জাগছে। আর তার জন্যে যে অশ্রুপাত করেছ, তারো চিহ্ন এপর্য্যন্ত তোমার গণ্ডদেশে মিলায় নাই। সেই স্বর্ণরেখারে এখন পরিত্যাগ—! হা কপাল !!!

পদ্য।

বিরহ-সন্তাপে, ক্ষেদ কৈলা ঘরে পরে।
মনে করে দেখ, সেই স্বর্ণরেখা তরে ॥
হটাৎ এমন মন, কেমনে হইল!
অভাগিনী নারিভাগ্যে, সকলি সহিল ॥
পুরুষের চিত্ত, যবে এরূপ চঞ্চল।
বিচিত্র কি তার, যদি নারির বিচল ॥

চারু। পূর্ব্বে স্বর্ণরেখার প্রেতি আমার সাতিশয় মন হওয়াতে মনে করে দেখ্‌লেম, তাতেও আমাকে অনুযোগ করে-

ছেন্, এখন এর প্রতি মন হওয়াতে তাতেও বল্‌ছেন; তবে আর কারু সঙ্গেই প্রণয় করা নয়? এবং দেখে শুনেও বিবাহ করা নয়? তবে আপনার ব্যবস্থামতে এ পদ্ধতিটাই উঠিয়ে দেওয়া?

তপো। (সহাস্যে) রে বৎস! তা নয়। আমি তোর ভালর জন্যেই বলেছি। যদি স্বর্ণরেখার প্রতি মন হয়ে থাকে, তবু তার অত্যনুগত হওয়া ভাল নয়। এই কথাটি আমি বলেছিলেম। কেননা, যাহারা অতিশয় স্ত্রী-পর, তাহাদের জীবন অসার্থক, এবং যাহারা নারিকে বড় বিশ্বাস করে, তাহাদের আয়ুর শেষ হইয়াছে এই বুঝিতে হইবেক।

চারু। হাঁ, কত লোকই এমনি করে মরে যাচ্চে!

তপো। মরুক, আর নাই মরুক; কিন্তু এরূপে যারা বেঁচে আছে, তারা মরারি মধ্যে বটে।

চারু। ঠাকুর! আপনি অনর্থক অনুযোগ কর্‌ছেন্। সম্প্রতি যাকে বিবাহ করার মন হয়েছে, সে রূপসীর অগ্রগণ্যা ও প্রেয়সীর প্রধানা। যদি বিবাহ কর্ত্তে হয়, তবে এমনি দেখেই কর্‌বে। সে আমার অদৃষ্টে আছে কি না, তা ঈশ্বরই জানেন।

তপো। যদি স্বর্ণরেখা আগে জান্‌তো যে, তোমার প্রণয়ের হ্রাস বৃদ্ধি আছে তবে বিবাহের সন্ধিক্ষণে এরূপে বঞ্চিতা হতো না। যা হোক্, বাপু! আর দুঃখ করো না, আমি প্রসন্ন হলেম। প্রজাপতির ইচ্ছায় এই পরিণয় তোমাদের মঙ্গলদায়ক হউক ও উভয় কুলে যে কৌলিক কলহ আছে, তাহারও সন্ধি হউক। ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা তোমাদের মঙ্গল করুন। এখন কি কর্ত্তে হবে তা বল?

চারু। "শুভস্য শীঘ্রং" তবে চলুন, গিয়া পরামর্শ করি। কাল-হরণের আর কাল নাই।

তপো। বাপু! এত আগুন-ঝাঁপা হইও না।। কথায় বলে, "ধীর পানি পাথর বেঁধে।"

[উভয়ের প্রস্থান।

চারুমুখচিত্তহরা।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—নগরীয় রাজপথ।

[কীর্ত্তিকেশরি ও অনুপমের প্রবেশ।]

অনু। সে উন্মাদ চারুমুখ গেল কোথা, বল্‌তে পার? আজ্ রাত্রে বাড়ী এসেছে কি না?

কীর্ত্তি। নিজ বাড়ীতে তো আসে নাই, এ বেশ জানি। তার লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই বল্লে।

অনু। আহা! সেই অন্তর-কঠিন কটাবর্ণ কুটিল কামিনী, যা হাকে আদর করিয়া স্বর্ণরেখা বলিয়া ডাকা যায়; সেই তাকে মার্‌বে। চারুমুখ তারি জন্যে পাগল।

কীর্ত্তি। আমি শুন্‌ছি যে, সেই সিন্ধুপ্রধানের অনুকূল নামে অমাত্য না কি চারুমুখের বাপের নিকট কি পত্র পাঠিয়েছে।

অনু। আমি শুন্‌ছি যে, সে চারুমুখকে শাঁশিয়েছে।

কীর্ত্তি। চারুকে সেই পত্রের প্রত্যুত্তর দিতে হবে।

অনু। তার একটা ভার-বোঝা কি? যে লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে, সেই পত্রের প্রত্যুত্তর দিতে পারে।

কীর্ত্তি। না; যে ব্যক্তি পত্র পাঠিয়েছে, তাকেই উত্তর দিতে হবে। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।

অনু। আহা! একেই তো সে মরে রয়েছে। কেননা, সেই গৌরবর্ণা কামিনীর কাল নয়নের কটাক্ষ-শরে একেবারে জর্জ্জরিত এবং সেই কিন্নরীমোহন স্বরে যে, সম্মোহনের গান করিয়াছে, তাহাতেও আর্দ্র। তার পর কন্দর্পের অব্যর্থ পুষ্পবাণে তাহাকে এমন সন্ধি সন্ধি ভেদ করিয়াছে যে, এক্ষণে সমরে অনুকূলের প্রতিযোগী হওয়া চারুমুখের অসাধ্য।

কির্ত্তি। অনুকূল কি এতই বীর?

অনু। তা হোক্, আর না হোক্; মুখের আস্ফালন টা বড়। এই চারুমুখ আস্‌চে:

[চারুমুখের প্রবেশ।]

যেন জীর্ণ হরিণের ন্যায় শীর্ণ কলেবর। (সরহস্যে) আহা! রক্ত-মাংসের শরীর, কোথায় শুকিয়ে গেছে! যা হোক্, ভাই চারুমুখ! তোমার বেশ কাষ্ঠ-লৌকতা বটে। গত রাত্রে আচ্ছা পিট্ দিয়েছিলে! কেমন, সব ভাল তো?

চারু। প্রাণে প্রাণে। (হাস্য) পিট্ দেবার কথা কি বল্‌ছিলে?

অনু। কাল্ পিট্-টান দিয়েছিলে, এই কথা আর কি।

চারু। ভাই অনুপম! ক্ষমা কর। আমার সে দোষটী ধরো না; কোন বিশেষ কর্ম্ম ছিল। তাড়া-তাড়ির সময় বড় এক খানা শিষ্টচারিতা হয়ে উঠে না।

অনু। এমন তাড়া-তাড়ি কি যে, কথাটী কবারও অবকাশ হয় না? যারা রাঁধে, তারা কি চুল বাঁধে না?

চারু। কথাটী কওয়া কি, না শিষ্টালাপ করা; অর্থাৎ কায ক্ষতি করা। এই-না?

অনু। তাই তো দেখ্‌চি। ভারী স্বার্থ।

চারু। তা তো বটেই। যেতে দেও, আর বাক্‌চাতুরিতে কায নাই। আমি অনেক জানি।

অনু। আমিই বা উন কিসে? তবে এসো, কে কত জানে দেখা যাক্‌। এ আবার এক্‌টা কি হে? এক্‌টা যে মেয়ে মানুষ আস্‌ছে দেখ্‌ছি। বোধ হয় চারুরই কাণ্ড হবে। কিছু বা জিজ্ঞেস্‌ করে?

[মুক্তি দাসির প্রবেশ।]

মুক্তি। আপনারা কেউ বল্‌তে পার গা! কুমার চারুমুখের কোথা দেখা পাবো?

কীর্ত্তি। সে যেখানে আছে, সেই খানেই দেখা পাবে।

মুক্তি। সে তো সকলেই বল্‌তে পারে। তুমিতো লোকটি বড় কুটিল গা; সোজা কথা কও না।

অনু। বাছা! দেখ্‌চো না, উনি একটী জন।

মুক্তি। তাই তো দেখ্‌চি। হাঁ গা! চারুমুখ কার নাম?

কীর্ত্তি। মুখ দেখিই তো চিন্‌তে পার।

মুক্তি। তুমি কেমন লোক গা? ভাল-মানুষের মেয়েকে দেখে পরিহাস কর! এ তোমার কেমন রীত?

কীর্ত্তি। বাপ্‌-রে! এ আবার কোথাকার জটীলে এসে যুট্‌লো? বোধ হয় চারুমুখের কোন কুঞ্জে নিমন্ত্রণ আছে!

অনু। (বিরলে) তা হতে পারে। এ বেটি প্রকৃত বৃদ্ধ-বেশ্যা। (প্রকাশ্যে) না গো, কিছু মনে করো না। তুমি বৃদ্ধা স্ত্রী লোক। আহা! বুড়ো মেয়ে-মানুষ!

কীর্ত্তি। তুমি কার দূতী গা?

মুক্তি। ভাল মিন্সে রে! কে গা তুমি বিদ্রূপ কর?

কীর্ত্তি। বাপ্-রে, এ কি! ভাই চারুমুখ! তুমি এসো. আমরা এগুই। তুমি এলে একত্রে আহার কর্ব্বো।

চারু। সেই ভাল ; আমিও যাচ্চি।

[কীর্ত্তিকেশরি ও অনুগতের প্রস্থান।

মুক্তি। (সক্রোধে) এরা কে গা? বুঝি ব্যাপারি লোক জন হবে? যা হোক্, আমি অনেক সহ্যি করেছি ; না হলে, কোরা কোরা কথা শুনিয়ে দিতেম। আমাকে জান্তে পারেন্‌নি যে, কেমন মুক্তি। যে যেমন তারি মতন করতেম।

চারু। বাছা! তুমি কিছু মনে করো না, সে এক জন বাচাল্ লোক ; তার আপনার কথাই পাঁচ কাহন।

মুক্তি। না, আমি বড় বিরক্ত হয়েচি। দেখ না, রাগেতে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌চে। নচ্ছার মানুষ! যা হোক্ তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

চারু। কি কথা, বল দেখি?

মুক্তি। এক খানি পত্র আছে ; পড়ে দেখ।

[চিত্তহরার লিপি অর্পণ করেন।

চারু। আহা! কি ধপ্-ধপ্যে পত্র খানি!

মুক্তি। যেমন ধপ্-ধপ্যে হাতে লিখেছে। আর মুখেও এই কথা বল্‌তে বলেছেন যে, যদি তাঁর প্রতি তোমার নিতান্তই মন হয়ে থাকে, ও বিবাহ করা তাৎপর্য্য হয়, তবে তার একটা স্থির করে বল? আর যদি তোমার পেটে এক খানা, মুখে এক খানা থাকে, তাও বল? কেননা, আগে আকাশের চাঁদ হাতে দিয়ে, শেষে পথে বসিয়ে কাঁদানো সেটাও ভদ্রসন্তানের কর্ম্ম নয়। বিশেষতঃ, সেই চিত্তহরা বড় সরল মেয়ে, তায় বালিকা।

ভাল, মন্দ, খল, কপট কিছুই বুঝে না। এতে যদি তার সঙ্গে সরল ব্যব[illegible] কর, তবে পরে বড় সুখী হবে। চিত্তহরা মেয়ের যে কত গুণ, তা আমি এক মুখে বল্‌তে পারিনে ; আর এদিকেও যেন রূপের ছটা !

চারু। এমন কথা মনেও স্থান দিও না। আমার যে কথা, সেই কায। আমার মিনতির সহিত তাঁকে এই কথা বল্‌বে।

মুক্তি। তাই তো বলি, বড়লোকের সন্তানের কি এমন কথা হোতে পারে ! আমি তাকে সব বল্‌বো। এ শুনে মেয়ে আহ্লাদে ভাস্‌বে।

চারু। বল্‌বে না যে, আমি এ কথা শুনে দুঃখ কল্লেম ?

মুক্তি। তাও বল্‌বো। একথায় আপত্তি করা ভদ্র সন্তানের কর্ম্মইতো বটে।

চারু। তবে আজ্ সন্ধ্যের সময় ৺ দর্শনের উপলক্ষ করে, ব্রহ্ম-চারির আশ্রমে আস্‌তে বল্‌বে, তা হলেই শুভবিবাহ সম্পন্ন হবে। এই কথা ; আর তোমার পরিশ্রম জন্য এই কিঞ্চিৎ পারিতোষিক ধর।

মুক্তি। ওমা ! এ কেন, এ কেন ? ৺ ইচ্ছে বিয়ে-থা হয়ে জাক্। কত নেবো, কত খাবো।

চারু। না, তা হবে না ; নিতেই হবে।

মুক্তি। তবে আজ্ সন্ধ্যের আগে আস্‌বেন ? ভাল তাই হবে।

চারু। আর বলি শুন ; এমনি সময় তুমি এসে কুঞ্জ-বাড়ির নিচে দাঁড়াবে। আমার লোক এসে তোমাকে রজ্জু-নির্ম্মিত এক খানি সিঁড়ী দিয়ে যাবে। সেই সূত্র ধরিয়া আমি রজনীযোগে সংগোপনে স্বীয় আনন্দ-মন্দিরের চূড়ারোহণ করিব। তবে এখন এসো। দেখো যেন কোন কথা প্রকাশ করো না। পশ্চাতে তোমার পুর-

স্কার কর্‌বো। তবে এসো; চিত্তহরাকে আমার কথা ভাল করে বল্‌বে?

মুক্তি। তবে আসি! মা সুবচনী তোমার সব ভাল কর্‌বেন। তোমার সে লোক্‌টী বিশ্বাসী বটে কি না? শুনেছ তো যে, সাত কাণ হলে মন্ত্র থোকে না?

চারু। তার জন্যে ভাবনা নাই; আমার সে লোক বড় খাঁটী।

মুক্তি। আহা! চিত্তহরার মত এমন তো মেয়ে আর নাই। যখন একটী আধ্‌টী কথা ফুটেছে, তখন থেকেই (ভাল,) সম্মোহনকে কোন ক্রমেই তার মনে ধরে না। কে জানে, কি বিষ-নয়নে তাকে দেখেচে, বলে কি, সেটা যেন কুপ মণ্ডুক্‌। তার জন্যে চিত্তহরাকে আমি এক দিন তিরস্কার করে বল্লেম্‌ যে, এর অপেক্ষা তুই কোথা ভাল বর পাবি? তা শুনে মেয়ের মুখটী অমনি যেন শুকিয়ে গেল এবং তাকে দেখে আমার দুঃখু হলো। আমি আর কিছু বল্লেম না। আহা! তার যেমন মন, বিধাতা তেমনি ধন দিলেন। তার নাম চিত্তহরা, তোমার নাম চারুমুখ; আহা! চয়ে চয়ে বেশ মিলেছে। যেন চাঁদে চকোর।

চারু। তবে চিত্তহরাকে আমার কথা ভাল করে বল্‌বে?

মুক্তি। সহস্র সহস্র বার। তবে আসি। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা আছে আর গৌণ করা নয়।

[মুক্তি দাসী ও চারুমুখের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

রঙ্গভূমী—চিত্তহরার কুসুমবন।

[চিত্তহরার প্রবেশ।]

চিত্ত। (উৎকণ্ঠিতা) মুক্তিকে পত্র দিয়ে কখন পাঠিয়েচি! তখন বেলা বড় এক প্রহর হবে। দুপুর হতে চল্লো, তবু এখনও তার দেখা নাই। মাগী কি কুড়ো! যেখানে যায়, সেই খানেই থাকে। অথচ, আমাকে বলে গেল যে, যেমন যাবো তেম্‌নি আস্‌বো। না জানি, তার পায়ে আজ্‌ কি হলো? এসব কর্ম্ম কুড়ো লোকের নয়। রতির দূতিরা কেবল পবনগামিনী হবে। এই জন্যেই কন্দর্প কোকিলের পাখা দেখিয়া, তাহাকে পদাতিক করিয়াছেন যদি তার নিজের যৌবন থাক্‌তো, তবেই এ সম্বাদের ভাব বুঝে, তীর তারার ন্যায় সত্বরা হতো।

পদ্য।

লোকে বলে বৃদ্ধলোক, একরূপ মরা।
অলস্‌ শিলার ন্যায়, কার্য্যে নাই ত্বরা॥

এ কথা তো মিথ্যা নয়। (চমকিত) এই যে, মুক্তি আস্‌চে (সরহস্যে) এসো! সোণামণি এসো! ভাগো আর

কিছু বলি নাই। সমাচার কি, তা বল? দেখা হয়েছিল কি না?

[মুক্তির প্রবেশ।]

মুক্তি। (বিরসমুখে) নেও বেনে, আর আদরে কায নাই! গোড়া কেটে আগায় জল? একে আমি আপনার জ্বালায় মরি!

চন্দ্র। কি, তোর হলো কি?

মুক্তি। হবে আবার কি! কি আবার হতে হয়? মাথাটা যেন খসে পড়্‌চে।

চন্দ্র। এই বই তো নয়? রক্ষে পাই! আমি বলি না কি? তোর মুখখানা এত ভার্‌-ভার্‌ কেন? কথা কি তা বল্‌? মাথা ধরেচে, সার্‌বে।

মুক্তি। হাঁ গো, তাই বটে! কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষমাস। আপনাদের হইলেই বড় হতো।

চন্দ্র। মুক্তি! তোর মুখ দেখে, আমার বুক্‌ শুকুচ্চে। কথা কি তা বল্‌? যদি মন্দ কথা হয়, তবু তুই সোজা মুখে বল্‌, যে, ততোটা দুঃখু হবে না। আর যদি ভাল কথা হয়, তবে বাঁকা মুখে বলে, কেন সরস কথা বিরস কর্‌বি?

[চন্দ্রমালার প্রবেশ।]

চন্দ্র। হাঁ লো মুক্তি! তোর মুখটো আজ এত ভার্‌ ভার্‌ কেন? যেন আঙ্গারের নৌকা ডুবেচে।

মুক্তি। এ আবার এক স্থূর্পনখা-ঠাকুরাণ এলেন। হাড়্‌-জ্বলানি-রে!—

চন্দ্র। নে, মুক্তি! কি হলো তা বল্‌?

মুক্তি। তোরা একটু আমাকে জিরুতে দে। আমার মাথাটা

যেন খসে পড়্চে। উহু! মা-গো! কি হাৎ পা কাম্ড়াচ্চে!

চিত্ত। তুই আমার হাৎ পা নে; নিয়ে, তোর মনের কথাটি আমাকে দে। মুক্তি! বল্ শীগ্গির, আর জ্বলাস্-নে। লক্ষ্মী মণি, বল।

মুক্তি। র-বাছা, জিরুই। একটু দম নি।

চন্দ্র। তুই কেন আগে বলে, তার পর জিরো না?

মুক্তি। কি বল্লেন গা? আপনার মত কথাটী সকলেই বলে। তোরা খানিক থাক, আমি একটু দম-নি। দেখ্চিস্-নে তাড়া তাড়ি কোরে এসে, আমি যেন নিশ্বেস্ ফেল্তে পার্চি নে। তোদের শরীরে বাপু দয়া নাই। আপনার হলেই হলো।

চিত্ত। এই তো তোর নিশ্বেস্ পড়্চে, তবে বন্দ হলো কিসে? তুই যতক্ষণ কথা কাটাচিস্, এতক্ষণ তো বল্তে পারতিস্। সমাচারটা ভাল, কি মন্দ তাই আগে বল্? বৃত্তান্ত না হয় পরে শুন্‌বো।

চন্দ্র। এমন পাপের হাতেও মানুষে পড়ে!

মুক্তি। যা হোক্-বুনে, এত বেছে বেছে যে বর করেছ তা মনের মত বটে। চারুমুখ তো চারুমুখিই। আহা! যেমন মুখ, তেমনি হাৎ পায় গড়ন! বিধাতা যেন কুঁদে নির্ম্মাণ করেছেন। যদিও বড় এক-খানা লোকতা জানেনা, কিন্তু বড় শিষ্ট। যা, আমি বল্‌চি বেশ হয়েছে। সুখে থাক্‌বি। তোদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে রে?

চিত্ত। কি বিপত্তি! আরে, এসব তো আমি আগে থেকেই জানি লো। বিয়ের কথা কি হলো তা বল্ না? সে কথার কি?

মুক্তি। উহুঁ, মা গো কি মাথাই ধরেছে ! মাথাটা যেন দেখ্তে দেখ্তে বোঝা হলো ! যেন ফেটে পড়্চে ! পেট্টায় আবার কিঁক্ ব্যাথা ধর্লো। এমন অশুভক্ষণেও পা বাড়িয়েছিলাম ! উঁচু নীচু রাস্তা হাঁট্তে, পা দুটো এক বারে গেছে। আর শরীর-টে যেন, ভেঙ্গে পড়্চে। তবু ওরা তো তা বুঝে না; ওদের হলিই হলো।

চিত্ত। মুক্তি ! তোর গা কেমন কর্‌চে, আমার বড় দুঃখু হচ্চে ; সত্যি বল্‌চি। আমার জন্যেই তোর এতটা ক্লেশ। লক্ষ্মী আমার ! বল, সে কথার কি বল্লেন ?

মুক্তি। ভালমানুষের ছেলের যেমন বল্‌তে হয়, তাই বল্লে। বেশ্ আলাপী, শরীরে কিঞ্চিৎ দয়া আছে। রূপবান, এবং ধার্ম্মিকও বটে। তোমার মা কোথায় ?

চিত্ত। (সক্রোধে) দেখ্-দেখি, আমি কি বল্লেম্ ; তুই কি বল্লি ! কি কথায় কি উত্তর দিলি ? আমি বল্লেম্ তিনি বিয়ের কথা কি বলেছেন। তুই বল্লি; সেজন বড় সু-জন, এবং রূপবান্ ও ধার্ম্মিক। তার পর বল্লি, তোমার মা কোথায় ? পোড়ারমুখো মাগি, তোর মুখে আগুন্।

মুক্তি। এই কি আমার পুরস্কার না কি ? এই কি আমার মাথাধরার ঔষধ না কি ? মা, কি উতলা মেয়ে মা ! আয়, কি কর্‌তে হবে বল ? এর পরে তোদের পত্র হোক্, বা তোদের কোন কথা হোক্, তোরা আপনারা নিয়ে যাস্। আমি আর পার্ব্বো না।

চিত্ত। (নম্ররূপে) মুক্তি ! তুই বিনে আমাদের গতি নাই। রাগ করিস্‌নে। কি হলো বল্ ? তিনি কি বল্লেন ?

মুক্তি। ভালই হলো। আজ্ সন্ধ্যের আগে ব্রহ্মচারির মঠে যেতে পার্ব্বে ? যদি তা পার, তবে সব স্থির।

চিত্ত। তা পার্কো। মুক্তি! তুই বাঁচালি।

পদ্য।

মুক্তি। তবে বুঝি ভাগ্যোদয়, হইল তোমার।
চিন্তা নাই চিত্তহরা, ভাব কেন আর॥
আঁখির সার্থক কর, জন্মের সফল।
বুঝিনু তোমার, বহু তপস্যার ফল॥
মনের মতন বর, মিলাইল বিধি।
দণ্ডীর আশ্রমে পাবে, সেই রত্ন নিধি॥
চিত্তের প্রফুল্ল চিত্ত, হের চন্দ্রমালে।
গণ্ডের দ্বিগুণ শোভা, চন্দ্রআভা ভালে॥
পতির পরশে বাড়ে, যৌবনের ভার।
সতির পুলক, সেই ভার বহিবার।

চিত্ত। সন্তোষ করিলি মুক্তি, সুসন্দেশ দিয়ে।
সময় বুঝিয়ে, মঠে চল মিলি গিয়ে।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

চারুমুখচিত্তহরা।

ষষ্ঠম অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—ব্রহ্মচারীর আশ্রম।

[তপোধন ও চারুমুখের প্রবেশ।]

তপো। কন্যাটির আস্‌বার আর বিলম্ব কত?

চারু। বুঝি আগত প্রায়।

তপো। আর কিছু নয়, গোধূলি লগ্নটা বহির্ভূত না হয়। যদিও বিবাহ গোপনে বটে, কিন্তু বিধিমতে তার সকল কর্ম্ম গুলিন করা চাই। ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা তোমাদের এই পরিণয়ের মঙ্গল করুন্, আর ভাবী বিঘ্নের ভাবনায় তোমাদের মনোভঙ্গ না হোক্!

চারু। বাবা ব্রহ্মচারি! তুমি মাত্র বিধিমতে আমাদের দুই হাত একত্রে করে দাও। সেই চিত্তহরা আমার সহধর্ম্মিণী হইলে, আমি ভাবী বিঘ্নের বড় ভয় করিব না। যা হবার তা হবে। যদি প্রাণেও মরি, তবু বল্‌তে পার্‌বো যে, চিত্তহরা আমার প্রণয়িণী ছিল; এই যথেষ্ট। সেই মৃগাঙ্কবিহীন বিধুবদনির বরানন দেখিয়া আমার যে সুখ জন্মে, তাহা কোন বিষাদেই দূর করিতে পারে না।

তপো। রে বৎস! অতিশয় হর্ষেতে বিষাদের উৎপত্তি হয়। যেমন দুই অমৃত-যোগের মিলনে বিষদোষ ঘটে। মধু, স্বভাবতঃ অতিশয় মিষ্ট হইয়া, নিজেরই স্বাদু নষ্ট করিয়াছে এবং তাহা পান করিলে কেবল ক্ষুধারই মান্দ্য হইয়া অজীর্ণ-দোষ জন্মে। "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।" অতএব, পুত্র! পরিমিতরূপে প্রেমাশক্ত হও যে, দীর্ঘকাল ভোগ করিবে। যাহারা অতিশয় দ্রুত গমন করে, তাহারা মন্দগামীর অগ্রগামী নহে।——এই বুঝি সহচরী সহ চিত্তহরা আগমন করিলেন; এসো! এসো! বালে! তোমাদের কুশল কহ?

[চিত্তহরা, চন্দ্রমালা ও মুক্তি দাসীর প্রবেশ।]

আমরা অনেকক্ষণ অবধি তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছি।

চিত্ত। ব্রহ্মচারি ঠাকুর! প্রণাম কর্‌চি।

তপো। শুভমস্তু। তনয়ে! ভগবতী দাক্ষায়ণী তোমার মঙ্গল করুন। এত বিলম্ব কেন? এখানে সকলই প্রস্তুত।

মুক্তি। ঠাকুর! গোচ্-গাচ্ কর্‌তেই বিলম্ব হলো; বিয়ের কর্ম্ম, বুঝ্‌তেই তো পার।

তপো। তবে আর বিলম্ব করা নয়। গোধূলির সময় হয়েছে। চন্দ্রমালে! তুমি গিয়া দেখ যে, স্ত্রী আচারের যা যা চাই, সব প্রস্তুত হয়েছে কি না।

চন্দ্র। আমি দেখেছি, সব হয়েছে। দেখ্ লো মুক্তি! ব্রহ্মচারী বাবাঠাকুর কেমন গোছালো দেখ্! যেন মেয়ে-মানুষের মত ধান্‌টী, দুর্ব্বা গাছটী, সিঁদুরটুকু, আল্‌পনাটী পর্য্যন্ত সব্ গুচিয়ে রেখেছেন। কে বল্‌বে-দেনে যে, এরা

তপস্বী ; কেমন শ্রী গড়েচে ! কেমন বরণ-ডালা সাজিয়েচে ! দেখ্‌লে কত মেয়ে লজ্জা পায় ।

চারু । সহচরি ! তুমিই দেখ । বরণ-ডালা সাজান না থাক্‌লে, আজ তোমাকেই বরণ-ডালা কর্‌তেম ।

চন্দ্র । তার ক্ষতি কি ! জল সইতে পার না কি ?

চারু । তাও পারি । পাই কোথা ?

চন্দ্র । তবে তো ভাল । এবার বাজন্‌-দেরেদের সঙ্গে যেও, পেছন্‌ থেকে দেখো ।

চারু । পেছন্‌ থেকে তো আরো ভাল । তাতেই তো তাদের পুশিয়ে যায় । (সকলের হাস্য)

তপো । এ সব রহস্য পশ্চাৎ হবে । এখন গা তোল । সময় হয়েছে ।

চন্দ্র । (হাস্যবদনে) চল, চল ; শুভকর্ম্মে আর বিলম্ব কেন ?

[ব্রহ্মচারী বিধিমতে বিবাহ দেন ।

মুক্তি ! তুই উলুই দে, আমি শাঁকটা বাজাই ।—

[শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি ।

মুক্তি । আহা ! এই বিয়েতে আজ্‌ কতটা জাঁক্‌-জমক্‌ হতো ! বড় মানুষের ছেলে, বড় মানুষের মেয়ে ; কি না উলুই দিয়ে, শাঁক্‌ বাজিয়ে, বন্ন বামুণে বিয়ে হলো ! যা হোক্‌, এখন দুই হাত একত্র হলো । মা সুবচনী ভাল করুন । মা মঙ্গলচণ্ডী মুক্‌ তুলে চাউন ।

চন্দ্র । হাঁ লো মুক্তি ! তুই তো ঠাকুর দেবতা মানচিস্‌ ; এখন আমরা কন্যা-যাত্রি সকল, খাই কি ?

চারু । ব্রহ্মচারির শিবের মন্দিরে গিয়ে, বিল্বপত্র খাও ; গা যুড়োবে ।

চন্দ্র। এমনি তোমার বিয়ের পর্ব ঘটে যে, সন্দেশটারও উদ্দেশ নাই। বিল্লিপত্র খেতে বল।

তপো। বাছা! তুমি তো কন্যাকর্ত্তী, তুমি কেন আগেই খাই খাই কর্‌চো?

চারু। ওঁর আপনার শীতল হলেই হলো।

চন্দ্র। হাঁ, এই যে, বিল্লিপত্র খেয়ে শীতল হলেম। এখন দশমূল দিলেই হয়। মুক্তি! ঠাকুর-জামায়ের খাওয়ানের ভারী আমোদ দেখ্‌চি! (উভয়ায় হাস্য)

তপো। বাছা! হতাশ করো না। আহারের উদ্যোগ আছে।

চন্দ্র। তাই তো বলি! বাবাঠাকুরের আশ্রম; না হবে কেন? এখন তোমরা কথা-বার্ত্তা কও; আমরা খেতে চল্লেম।

[তাপস্ব প্রস্থান।

চারু। প্রিয়ে! যদি ব্রহ্মচারী এরূপ অনুকূল না হতেন, তবে বুঝি আমাদের মনোরথ পূর্ণ হতো না। তাঁর কৃপাতে আমরা উদ্ধার হলেম; নচেৎ কি হতো, তা বলা যায় না। এতে উভয়ের যে কত আনন্দ, যদি তার পরিসীমা হতো; তবে আজ্‌কের মিলনে, দুই জনের যে কত সুখ, তা দুজনেই জান্‌তে পার্‌তেম।

চিত্ত। তা সত্যি বটে; কিন্তু মনে মনে যতটা সুখের উদয় হচ্চে, তার কিছুই মুখে বলা যাচ্চে না। তাও হোতে পারে না। কেমনা, যারা আপনাদের ধনের সংখ্যা করিতে পারে, তারাই দরিদ্র। আমার আনন্দ-সাগরের পার নাই। আজ্ হোতে তুমি আমার প্রাণেশ্বর, ও আমার সজীবন দেহ, তোমারি।

[চন্দ্রমালা ও মুক্তির পুনঃ প্রবেশ।]

রাত্রি অনেক হলো ; চন্দ্র গো, আর গৌণ করা নয়।

চন্দ্র। তবে উঠ, আমি চারুমুখকে ঢেকে দেবো।

চারু। সে মুখ আর ঢাকা যায় না। বিশেষে, চন্দ্রমার আড়ে চারু-বদন, কে আচ্ছন্ন করিতে পারে ? আলোতে সকলেই দেখতে পায়।

চন্দ্র। তবে কি, চাঁদকে গ্রাস করে, অন্ধকার কর্‌তে চাও না কি ?

চারু। সে তো ভালই ; এক কর্ম্মে দুই কর্ম্মই হয়।

মুক্তি। চল্ বাছা ! আর কথায় কায নাই। পরিহাসের অনেক সময় আছে। যত হাসি, তত কান্না।

চারু। }
চিত্ত। } ব্রহ্মচারি ঠাকুর ! তবে আমরা এখন আসি ; প্রণাম।—

তপো। এসো ; ভগবতী দক্ষিণাকালী তোমাদিগকে দশদিকে রক্ষা করুন।

চন্দ্র। বাবাঠাকুর ! আসি গো ; কিছু মনে করো না।

তপো। এসো বাছা, মঙ্গল হোক ; মনে সর্ব্বদাই কর্ব্বো।

গান।

ঐ রাগিণী গারা-ভৈরবী—তাল আড়া।

নিশির এ সব সুখ, সপনের প্রায় হবে।
প্রভাত হইলে নিশি, আর কিছু নাহি রবে॥
প্রণয়েরি আশা যত, পলকে হইবে হত ;
সলিলবিম্বের মত, লুপ্ত এই হয় কবে॥

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

অপরাধ এই মাত্র দেখা যায় যে, অনুপমকে হত্যা করিয়া অনুকূল জ্ঞানকৃতবধের যে অপরাধ করিয়াছিল, তজ্জন্য ব্যবস্থামতে রাজা যে দণ্ড করিতেন তাহার অপেক্ষা না করিয়া, নিজে ব্যবস্থাদায়ক হইয়া অনুকূলের প্রাণদণ্ড করিয়াছে।

রাজা। তবে এই অপরাধ জন্যেই আমি তাহাকে স্বদেশবহিস্কৃত করিলাম। আমার দ্বিতীয় আজ্ঞার অপেক্ষায় সে ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে গিয়া বাস করুক। তার দুষ্কর্ম্মের এই দণ্ড। আর তোমাদের অত্যাচারের কথাও বর্ণনাতিরিক্ত; তজ্জন্য রাজ্যের লোকের যে কষ্ট ও আমারও যে অনিষ্ট, তাহা স্পষ্টরূপে দেখ। অনুপম নামে আমার বংশের যে একটি সুসন্তান ছিল, তাহারও বিনাশ হইল। এর মূল কেবল তোমরাই। ফলতঃ, এজন্য আমি তোমাদের এমন কঠিন দণ্ড করবো যে, তখন তোমরা জান্‌তে পারবে। তখন তোমাদের বিনয়ে কর্ণপাৎ করবো না ও অশ্রুপাত দেখে আর্দ্র হব না। অতএব, তদর্থে তোমরা চেষ্টা পাইবে না। চারুমুখ অগৌণে দেশত্যাগী হউক; নচেৎ তার প্রাণদণ্ড হবে। আর মৃতদেহ এখান হইতে স্থানান্তর কর। যাহারা লোকের প্রাণ বধ করিতে পারে, তাহাদের কখনই দয়া করা নয়। কেননা, তাহাতে কেবল প্রাণিবধপাপের উৎসই জন্মে, ও দয়া অপাত্রে পতিতা হয়।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

চারুমুখচিত্তহরা

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—সিন্ধুভবন।

[চিত্তহরার প্রবেশ।]

গান।

রাগিণী কালেংড়া—তাল আড়া।

চিত্তহরা। (স্বগতাঃ)——

দেখা দিয়ে প্রাণনাথ, রাখ এই বা-রো।
বিরহঅনলে দেহ দহে, অনিবা-রো;
বল, কি হবে আমা-রো॥
আঁখির মিলন বিনা, কি হবে অবলা-রো॥

(উৎকণ্ঠিতা) হে অরুণ! অগ্নির ন্যায় দীপ্তমান্ তোমার অশ্বগণকে কশাঘাৎ করিয়া আদিত্যের রথ অগৌণে অস্তাচলে লহ যে, নীরদবরণী যামিনীর উদয় দেখিয়া এই কামিনী শীতল হউক; আর, মন্মথের পরিচারিকা নিশি! তুমিও আপন কৃষ্ণবর্ণা সাটীর অবগুণ্ঠিকা টানিয়া দিয়া, তিমিরাবৃত কর যে, চঞ্চল নায়ক নায়িকা-গণকে পথে কেহ নিরীক্ষণ না করে। প্রাণপতে চারু-মুখ! তুমিও অলক্ষিতরূপে আমার মন্দিরে আইস যে, আমি তোমাকে নিজ যুগল বাহুপাশে বেঁধে আপন

অনুপম। তবে প্রয়োজন না হলে আর তোমায় পটুতা নাই।

অনুকূল। চারুমুখ না কি তোমার সঙ্গী? দুই জনে একত্রে সহবাস কয়? যা হোক্, বেশ দোহারটী পেয়েছ।

অনুপম। কি বল্লে, দোহার? আমাদের তো গান বাদ্য ব্যবসা নয়। যদি পুনর্ব্বার এ কথা বল, তবে কেবল বেতালই শুন্‌তে পাবে; অর্থাৎ এই বাড়ীর বাড়ি পড়লেই তুমি তাল বেতাল নাচ্‌তে থাক্‌বে। কি! দোহার?—এত বড় কথা! নচ্ছার বেটা।

কীর্ত্তি। দেখ, পথের উপর এমনটা করা ভাল দেখায় না। সকল লোকেই চেয়ে দেখ্‌চে। ছি, ছি! নির্জ্জনে চল। নচেৎ যার যে কথা থাকে স্থির হয়ে বল। আর তাও না কর, তবে প্রস্থান কর।

অনুপম। ঈশ্বর চক্ষু দিয়েছেন, দেখ্‌তে। লোকে দেখ্‌চে, দেখুক না কেন। তাতে প্রতিবন্ধক হওয়ার আবশ্যক কি?

[চারুমুখের প্রবেশ।]

অনুকূল। তোমাদের সঙ্গে বচসায় আর প্রয়োজন কি? আমি যাকে চাই, তাকে তো এই পেলেম। চারুমুখ তো এসেছে। বড় বীর্য্যবান্!

অনুপম। আমি শপত পূর্ব্বক কহিব যে, সে তোমার মত নহে। হয় না হয়, সংগ্রাম ক্ষেত্রে চল। সেও তোমার অনুগমন করিবেক। তখন তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, সে বির্য্যবান্ বটে, কি না।

অনুকূল। শুন চারুমুখ! তুমি যে কর্ম্মটী করেছ, তাতে তোমাকে নরাধম ব্যতিত আর কিছুই বলা যায় না, এবং তাও স্নেহ পূর্ব্বক বল্‌তে হয়।

চারুমুখ। অনুকূল! তোমার এরূপ সম্বোধনের আমি বেশ উত্তর দিতে পারতাম; কিন্তু কি করি, যে জন্য তোমার প্রতি আমার স্নেহ হচ্চে, তা মনে করে, রাগ করে তোমাকে শক্ত কথা বলতে আমার মুখে আসে না। আমি নরাধমের কিছুই নই; অতএব বিদায় হই। আমি বেশ দেখ্‌চি যে, তুমি আমাকে জান্‌তে পার নাই।

অনুকূল। তুমি যে অনিষ্ট করেছ, তা এ মিষ্ট কথায় মিটবে না। এখন এসো! দেখা যাক্ কার কত বল্।

চারু। আমি তোমার কিছুই অনিষ্ট করি নাই, এ বেশ বল্‌তে পারি; বরং বিশিষ্টরূপে তোমাকে ভালবাসি এই জানি। কিন্তু তুমি তা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। ফলতঃ, যখন এর বৃত্তান্ত জান্‌বে, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে। অতএব সৈন্ধব! পরিতুষ্ট হও। তোমার বংশের নাম ইদানীং আমার অতি বড় প্রিয় হইয়া, পরস্পর অভেদ হইয়াছে।

অনুপম। (সক্রোধে) শত্রুর বশীভূত! ছি ছি, কি ঘৃণার কথা! অনুকূল! আর কথায় কায নাই, চলে যাও। তোমার যত বীরত্ব, তা জানা আছে।

অনুকূল। কি! তুমি আমার সঙ্গে লাগ্‌বে না কি?

অনুপম। তবে এসো, মার্জ্জারপতি! এসো! আগে তো তোমার একটী জীবন লই। তার পর যদি ভাল চাও, তবে আর যে আটটী থাক্‌বে, তা লয়ে পিট্ দাও। তবে এসো, বিলম্ব কেন? তোমার অসি খোল, নচেৎ অগ্রেই আমার অসি তোমার আকর্ণ ভেদ কর্‌বে।

অনুকূল। এসো, এসো! আমিও প্রস্তুত আছি।

[উভয়ে অসিযুদ্ধ করেন।

চারু। (ত্রস্ত) অনপম! ধৈর্য্য হও, অস্ত্র ফেল। দ্বন্দ্ব করায়

প্রয়োজন নাই। কীর্ত্তিকেশরি! এদের নিরস্ত কর। ছি ছি, বড় লজ্জার কথা! রাজপথে এরূপ করা রাজার স্পষ্ট নিষেধ আছে। অনুকূল! ক্ষান্ত হও। ভাই অনুপম! কি কর?

[অনুকূল ও অনুচরগণের প্রস্থান।

অনুপম। দেখ ভাই! আমায় বড় শক্ত লেগেছে। বুঝি এবার গেলেম। তোমাদের জন্যেই আমার প্রাণটা গেল। তোমাদের দুটো বাড়ী উচ্ছন্ন যাক যে, সকলে বাচুক।

কীর্ত্তি। কেমন লেগেছে, দেখি?—আহা! বড় শক্ত লেগেছে।

অনু। যা লেগেছে, এতেই আমার কায হয়েছে। যা হোক্, এখন এক জন অস্ত্রবৈদ্য ডেকে আন। (কুচিৎ ভৃত্যের প্রতি) ছোঁড়া! যা রে।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

চারু। ভাই অনুপম! চিন্তা নাই, সাহস বাঁধ; আঘাৎ শক্ত নয়।

অনু। না, কূপের মত গভীর নয় বটে ও গবাক্ষের দ্বারের প্রায়ও পরিসর নহে; সহজ আঘাৎ! যা হয়েছে, এই যথেষ্ট। কালি আমাকে দেখতে পাও কি না পাও তার সন্দেহ। স্থূল কথা এই যে, আমার এ যাত্রা আর রক্ষা নাই। তোমাদের দুটো বাড়ীর কলহেতে দেশটা গেল। আর যদি তুমি মাঝখানে পড়ে বাধা না দিতে, তবে আমার কখনই আঘাৎ লাগতো না। তোমার বাহুর ব্যবধান হওয়াতেই আমি আঘাৎ পেলেম।

চারু। আমি তাতে উভয়েরি হিত চিন্তা করেছিলেম; কিন্তু কপালক্রমে বিপরীত হলো।

অনু। কীর্ত্তি! আমাকে সত্বরে কোন একটা আশ্রয়ে লইয়া চল; নচেৎ আমি মূর্চ্ছিত হলেম। তোমাদের দুটো বাড়ী উচ্ছন্ন যাক্। তোমাদের জন্যেই আমি মাটি হলেম। ভোজবংশ ও সিন্ধুবংশ এরা দুই ই গোল্লায় যাক্। আর কি বল্‌বো।

[কীর্ত্তিকেশরি ও অনুপমের প্রস্থান।

চারু। (স্বগতঃ) আহা! বড় শক্ত আঘাৎ লেগেছে বটে! বুঝি এযাত্রা রক্ষা পায় না। সখে অনুপম! আমিই তোমার বধের ভাগী হলেম। আহা! মহারাজের অতি অন্তরঙ্গ ও আমার পরম মিত্র ছিল এবং আমারই হিতার্থে গিয়া আত্মসন্তর্পণ করিল। এ দুঃখ রাখ্‌বার স্থান নাই! দ্বিতীয় কথা এই যে, অনুকূলের অসম্ভ্রমসূচক কটুবাণিতেও আমার মানহানি হইল। এদিকে অনুকূলও নূতন কুটুম্ব। কি করি! ভেবে চিন্তে অস্থির। হে সুধামুখি সিন্ধুসুতে! তোমার রূপলাবণ্যে আমাকে কাপুরুষ করিল, ও তদ্দ্বারা আমি স্বীয় শৌর্য্য নাশ করিলাম।

[কীর্ত্তিকেশরির পুনঃ প্রবেশ।]

কীর্ত্তি। (বিলাপ পূর্ব্বক) ভাই চারুমুখ! আর কি বল্‌বো! অনুপম প্রাণত্যাগ করিল। বুঝি মর্ত্তালোককে হেয় জ্ঞান করিয়াই অকালে সুরপুরগামী হইল। এমন লোক কি আর হয়! আ-মরি মরি! অনুপমের উপমা নাই।

চারু। তবে বুঝি আজ্ থেকেই আমার দুর্দ্দিন আরম্ভ হলো।

পয়ার।

দুর্দ্দিন আরম্ভ মোর, আজি হতে তবে।
দেহ সহ দুঃখ শেষ, হয় এই করে॥

[অনুকূলের পুনঃ প্রবেশ।]

কীর্ত্তি। দেখ, জয়যুক্ত অনুকূল পুনরাগমন করিল।

চারু। কি! জয়যুক্ত অনুকূল এখনও জীবিত, ও অনুপম মৃত! এ আমি দেখ্‌তে পার্‌বো না। অতএব অসুকল্প ক্ষমা! তুমি অতঃপর বিদায় হও যে, ক্রোধ রূপা বহ্নি নয়না পিশাচী আসিয়া আমাতে আবির্ভূতা হউক।—কও, অনুকূল! আবার যে? নরাধম কে? এখন তো তোমাকেই তা বল্‌তে পারি। অনুপম ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে ও এপর্য্যন্ত বহু দূর গমন করিতে পারে নাই; তুমি তাহার অনুগমন কর। বোধ হয় তোমারই অপেক্ষায় আছে, কি আমারই অপেক্ষায় আছে, অথবা উভয়েরই প্রতীক্ষা করিতেছে; তা কে বল্‌তে পারে। যা হোক্, সে কথার এখনি শেষ হবে।

অনু। তা কেন? অনুপম তোমায় পরম মিত্র ছিল, ও দিবা নিশি তোমা ছাড়া থাক্‌তো না; এতে বোধ হয়, সে তোমারি অপেক্ষায় স্বর্গের পথে দণ্ডায়মান আছে।

চারু। তবে আমাদের অসিই এ কথার এখনি মীমাংসা করিবেক;——

[উভয়ে অসিযুদ্ধ করেন ও অনুকুল হত হন।

তবে ভাই অনুকূল! এখন অহঙ্কার কোথা রহিল? অনুপমের সঙ্গে গিয়া মিলন কর।

কীর্ত্তি। (ত্রস্তভাবে) ভাই চারুমুখ! তুমি এখন সরে পড়। বড়

বিপরীত কাণ্ড হয়ে উঠ্‌লো। অনুকূল পড়েছে, আর নাই। এখনি লোক জন এসে পড়্‌বে; নগরে ভারী গোল উঠেছে। আর চেয়ে দেখ কি? শীঘ্র প্রস্থান কর। যদি তুমি এখানে ধরা পড়, তবে রাজা এই দণ্ডেই তোমার প্রাণদণ্ড কর্‌বেন। এই বেলা যাও।

চারু। (নিঃশব্দে) দেখি-দেখি, আরো ভাগ্যে কি আছে! এই তো আরম্ভ।

[চারুমুখের প্রস্থান।

[কতিপয় নগরস্থ লোকের প্রবেশ।]

কতিপয় নগরস্থ লোক। (উচ্চৈঃস্বরে, সক্রোধে) কোন্ দিকে গেল রে?—কোন্ দিকে গেল রে?—অনুপমকে হত্যা করে, অনুকূল কোথা পলালো রে?—দেখ্ দেখ্।—

কীর্ত্তি। পলাবে কোথা? এই তো অনুকূল পড়ে রয়েছে।

নগরস্থ লোক। উঠ, উঠ; উঠে পড়! আমার সঙ্গে চলো। দোহাই মহারাজের! দোহাই মহারাজের!

[রাজা ও পারিষদ্‌গণ এবং সিন্ধুপ্রধান ও ভোজপ্রধান স্ব স্ব মহিষীগণের সহিত প্রবেশ।]

রাজা। এ হত্যা-কাণ্ডের মূলীভূত কে কে? তাদের নিয়ে এসো।

কীর্ত্তি। মহারাজ! আমি নিবেদন করি, যেরূপে এই দুর্ঘনা উপস্থিত হলো। আমি আদ্যোপান্ত সকল জানি, বল্‌চি। প্রথমে এর স্থূল কথা এই যে, মহারাজের অন্তরঙ্গ অনুপমকে অনুকূল বধ করাতে, সেই জাতক্রোধে তস্য পরম বান্ধব চারুমুখ সেই সৈন্ধবকে বধ করিল।

সিন্ধু- মহিষী । (সবিস্ময়ে) ওমা, তাই তো দেখ্‌চি! আমার অনুকূল যে নেই!—একি সর্ব্বনাশ! একি সর্ব্বনাশ! আ-মরি মরি! বাছা রে! রক্তে যে একেবারে মাকা!—আহা! কোন্ ভালখাকির ছেলে এমন কল্লে রে? এ যে চোকে দেখা যায় না।—(বিলাপ পূর্ব্বক) আহা! ভেয়ের যে আমার এইটি বই নাই গা! তার কি গতি হবে?—বাছা রে! এমন সোণার অঙ্গে কোন্ চোক্‌খাকির বেটা দেখে মেরেছে রে?—গোল্লায় যাক্!—ছারে-খারে যাক্! মহারাজ! তুমি ধর্ম্ম। তুমি এর বিচার কর। যেমন আমাদের রক্তপাৎ করেছে, তেম্‌নি ওদের রক্ত দেখ।—বাছা রে! এমন রাক্ষসের হাতে পড়েছিলি! একেবারে গেলি!—

ভোজ- মহিষী । (কিঞ্চিৎ অন্তরালে) তুই কেন ভালোর মাতা খানা। এখন যে গুনি আছে তাদের মাথা খা. যে, আমার গায়ের জ্বালা যাক্। মর লো-মর, কালিচুণি! আবার মুখ নেড়ে কথা কন!

রাজা। কীর্ত্তি! এর বৃত্তান্ত কহ। প্রথমে কি হলো? আর এমন হানা-হানি হবারি কারণ কি?

কীর্ত্তি। মহারাজ! এর মূল অনুকূল। প্রথমে অনুপমের সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ বচসা হওয়াতে, অনুকূল একেবারে রাগান্ধ হইয়া অস্ত্র ধরিল; তাহাতে অনুপম আত্মরক্ষা জন্য স্বীয় অসি উঠাইবায়, চারুমুখ উভয়কেই বিনয়পূর্ব্বক কহিল, তোমরা ক্ষান্ত হও। কেননা, এরূপে রাজপথে কলহ করাতে মহারাজের বৈরক্তি বাড়িবে। কিন্তু কলহপ্রিয় অনুকূল সে কথায় কর্ণপাত করিল না, ও অনুপমকে এমন লক্ষ্য করিল যে, চারুমুখ ঝটিতি উভয়ের মধ্যে

পড়াতেও অস্ত্রাঘাৎ নিবারণ হইল না, এবং অনুকূলের সেই সাংঘাতিক আঘাতে কিঞ্চিৎ পরেই অনুপমের প্রাণ বিয়োগ হইল। ইত্যবসরে অনুকূল প্রস্থান করিয়া পুনর্ব্বার অনতিবিলম্বে চারুমুখের সঙ্গে সংগ্রাম হেতু মিলন করিল। তাহাতে প্রাণসখা অনুপমের মৃত্যুতে স্বভাবতঃ অতিশয় কাতর চারুমুখ, শত্রুকে সম্মুখে পাইয়া প্রতিফল দিবেক এই ইচ্ছা করিল। তাহাতে দুই বিদ্যুতের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ দুই জনে মুখা-মুখি হইল ও আমি অতি ত্রস্ত আসিতে আসিতেও চারুমুখের অব্যর্থ অস্ত্রাঘাতে অনুকূল ধরাশায়ী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, এবং চারুমুখও প্রস্থানপরায়ণ হইল। এই এর যথার্থ বৃত্তান্ত। বরং যদি এর এক কথা মিথ্যা হয়, তবে আমি তজ্জন্য প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি!

সিন্ধু-মহিষী। মহারাজ! এর আগা গোড়া মিথ্যে। আত্মীয়তাবশতঃ এই সাক্ষি অলীক বাদ করিতেছে। ওরা বিশ জন লোক একত্র হোয়ে, এক জনকে মেরেছে; আমি এই জানি। তুমি ধর্ম্মঅবতার, বিচার কর। আর যেমন চারুমুখ অনুকূলকে বধ করেছে, তেমনি তুমিও চারুর প্রাণদণ্ড কর। তা হলেই বিচার হবে।

রাজা। তবে কথা এই যে, অনুপমকে অনুকূল প্রথমে বধ করে, তার পরে চারুমুখের হাতে অনুকূলের পতন হয়। ইহাতে চারুমুখ বধ্যকে বধ করাতে নিজে বধের ভাগী হইতে পারে কি না! এই কথারি বিচার;—

ভোজ-প্রধান। না, তা হতে পারে না। মহারাজ! চারুমুখ ব্যবস্থা মতে কখন বধের ভাগী হতে পারে না; তবে তার

চারুমুখচিত্তহরা।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—নগরীয় রাজপথ।

[কীর্ত্তিকেশরি ও অনুপমের প্রবেশ।]

কীর্ত্তি। ভাই অনুপম! তবে চল, এখন যাওয়া যাক্। একে তো প্রচণ্ড উত্তাপ, তায় দেখ সিন্ধুপ্রধানের কিঙ্করেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর্‌চে। আমাদের সঙ্গে এ সময় দেখা হইলেই একখানা হয়ে উঠ্‌বে। কি বল? রোদের সময় সকলি চড়ে রয়েছে।

অনু। রয়েচে, রয়েচে; তার ক্ষতি কি? আর তুমিই তো আমাকে ডেকে নিয়ে এলে। এখন বল্‌ছো, দুর হোক্, কায নাই, চল যাওয়া যাক। কি আশ্চর্য্য! তুমি একটী বেশ্ লোক দেখ্‌চি!

কীর্ত্তি। বেশ লোক বটে! কেমন?

অনু। এই কর্ণাট-রাজ্যমধ্যে একটী মহা উগ্র-চণ্ড। এক কথায় উগ্র-মূর্ত্তি, ও উগ্র হলে কারো রক্ষা রাখ না।

কীর্ত্তি। এমন?

অনু। তাই তো। যদি তোমার মত এমন আর একটী লোক

থাক্‌তো, তা হলে আমরা দুটির কাকুই পেতেম না। দুজনেই কাটা-কাটি করে মর্‌তে। তোমার স্বভাব যে! একটু ছুতো পেলেই হলো। যাদের কটা চক্ষু, তারাই কলহ-পটু। বিশেষে, তুমি এমনি দ্বন্দ্ব-প্রিয় যে, কেউ আপন বাড়ী বসে সুপারিটি কাট্‌লেও তুমি বিরক্ত হও। সে দিন মনে কর কি হলো। কারু যদি রাস্তায় কাশি পায়, তবু তোমার কুক্কুরের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে, তাও কাশ্‌তে পারে না। অসময়ে কেহ নব বস্ত্র পরিলেও তোমার বৈরক্তি বাড়ে; হয় তো তার মান হানিও কর। এতেও আবার আমাকে কোন্ মুখে বল যে, ভাই অনুপম! কারু সঙ্গে ঝগড়া করো না! তুমি বেশ যা হোক্!

কীর্ত্তি। তথাচ, যদি তোমার মত দ্বন্দ্ব-প্রিয় হতেম, তবে এক দণ্ডও বাঁচ্‌তে পার্‌তেম না।

অনু। এ যে হাস্‌বার কথা হে!

কীর্ত্তি। এই দেখ, অনুচরগণ সহ দুরন্ত সৈন্ধবেরা আসিতেছে। আমার দিব্যি, ঐ দেখ।

অনু। এলো এলো, তার ভয় কি? কে ও বেটাদের গ্রাহ্য করে?

[অনুচরগণ সহিত অনুকূলের প্রবেশ।]

অনুকূল। তবে, সমাচার কি? তোমাদের এক জনকে একটা কথা বল্‌বো।

অনুপম। আর একটু বাড়িয়ে বল না কেন যে, একটা কথা আছে ও একটা শেল আছে। তোমাদের কথাই যে, শেল-পাট্ শুন্‌লেই সর্ব্ব শরীর জ্বলে উঠে।

অনুকূল। যদি শেলের প্রয়োজন হয়, তবে তাতে তো আমরা অপটু নই।

তাপিত দেহ শীতল করি। আর, যদিও অন্ধকার হয়, তাতেও কোন ভয় নাই; কেননা, স্মর-পীড়িতেরা আপনাদের রূপলাবণ্যে তিমির নাশ করিয়া সম্মোহনের ক্রিয়া-কুতূহল সম্পন্ন করেন। বিশেষতঃ, সেই রতিপতি যখন নিজেই অন্ধ, তখন তো নিশির সহিত তাহার বেশ মিল হতে পারে। অতএব, হে প্রবীণে সখি শর্ব্বরি! তোমার নিবীড় অসিত বর্ণ বসন পরিয়া অগৌণে উদয় হও: আর, আমাকে কহিয়া দাও যে, এই নবোঢ়া নারির অক্ষত যুগল কুচ-কোরকের জন্য যে পণ হয়ে জিনিবার উপক্রম হয়েছে, সেই পণে আমি কেমন কোরে হারতে পারি। আরও, রতি-অপরিচিতা নবোঢ়া আমি যাবৎ যথেষ্টরূপে পরিচিতা হইয়া ত্যক্তলজ্জা না হই, তাবৎ তুমি আপনার কালো বসনের অঞ্চল দিয়ে আমার বদন সাবধানে ঢাকিয়া রাখ যে, রতিপতির মিলনকালে আমি লজ্জায় হেঁটমুখ না হই। প্রাণপতে চারুমুখ! আহা! এই সময় আইস। কেননা, নিশিতেও তোমার চারুমুখের কিরণ হেরিয়া আমি রাত্রকে দিন জ্ঞান করি। আমরি! তোমার গুণের জ্যোতিতে কোন্ তিমির বিনষ্ট না হয়? হে সজনি শর্ব্বরি! আমার প্রাণপতি চারুমুখকে সত্বরে আমাকে আনিয়া দাও: তা হলে আমি মনের মতন করে তোমাকে পুরস্কার দিব। অর্থাৎ, আমার প্রাণপতি সুরলোক হেতু ইহলোক ত্যাগকালে তুমি তাঁহারি হীরণ্ময় দেহকে লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকের ন্যায় ছেদন কোরে আকাশমণ্ডলে রেখে দিও; যে, তাহা শুকতারার ন্যায় আকাশময় উজ্জ্বলা হয়ে, তোমার বড় শোভা বৃদ্ধি কোরবে ও তাতে তো

মার সেই কালো রূপে জগৎ আলো কোর্‌লে, জগৎ সংসার তোমাকে ভালবাস্‌বে এবং সূর্য্যকান্ত-মণিমালার নিভা যুক্ত হলেও দিনমণিকে আর কেহ গণনা কর্‌বে না। আমি প্রেমের নিকেতন ক্রয় কোরে অবধি, এক দিনও অধিকার করি নাই। আর যদিও নিজে আ-জীবন বিক্রীতা হইয়াছি, তথাচ এপর্য্যন্ত ক্রেতার সন্তুষ্ট নহি।——উঃ! আজকের বেলা কি আর যাবে না, না-কি? জ্ঞান হয় যেন ক্রমেই বাড়্‌চে। সূর্য্যের কিরণ আমার আর সহ্যি হয় না। যেমন বিবাহের প্রাক্‌-কালে প্রৌঢার লজ্জাবস্ত্রে কেবল তাহার বৈরক্তিই বাড়িতে থাকে ও তাহা ত্যাগ করিলেই শরীরের স্বচ্ছন্দ হয়, সেই মত আজকের বেলাটা আমার অন্তর বাহিরের কণ্টক হয়েছে; তাহা গেলেই বাঁচি। (চমকিতা) কে ও? মুক্তি এলি না কি? বাঁচা গেল। তবে তাঁর সমাচার পাওয়া যাবে। আহা! চারুমুখের নামটি ধরিয়া, যে কেহ একবার মুখে ডাকে, আমার জ্ঞান হয় সেই যেন সুরপুরের সুধা বর্ষণ করিল!!

[রজ্জু নির্ম্মিত সিঁড়ী হস্তে করিয়া মুক্তি দাসির প্রবেশ।]

এসব কি রে? কোথা থেকে আন্‌লি? সমাচার কি তা বল্‌?

মুক্তি। সমাচার, আমার মাথা আর মুণ্ডু! এই নেও।—যেমন পোড়া কপাল করেছ। (কপালে করাঘাৎ করেন)

চিত্ত। কি হলো, তা আগে বল্‌ না; কপালে করাঘাৎ কর্‌চিস্‌ কেন? তবে বুঝি আমারি কপাল ভেঙেচে?

মুক্তি। (বিলাপপূর্ব্বক) আজ্ কি অশুভক্ষণে রাত্ পুইয়েছিল! আমরা একেবারে গেলেম!—আর প্রাণে নাই!—জন্মের মত গেল!—সে গেছে, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে!—

চিত্ত। হাঁ লো মুক্তি! কথাটা কি তা বল্? বিধি কি আমার প্রতি এতই বাম হবেন!

মুক্তি। না না, বিধি তো বাম নয়; তোমার পতিই বাম হয়েছেন। হা নিষ্ঠুর! হা চারুমুখ! কে জানে যে, তুই এমন কর্‌বি।

চিত্ত। হলো কি তা বল্‌না? তোর মুখে আগুন্! কি, চারুমুখ আত্মঘাতী হয়েচে, না কি কেউ তাকে মেরে ফেলেচে? কেঁদে-কেটে তো মাটি কাটালি। কথা কি তা বল্‌না; হাড়-জ্বলানি! যদি চারুমুখ বেঁচে থাকে তো বল্ যে, সব ভাল। আর যদি বেঁচে না থাকে তো তাও বল্ যে, বেঁচে নাই। এমন করে কেন পোড়াস্। কেননা, সেই চারুমুখের বেঁচে থাকা আর না থাকা, এই দুটি কথাতেই আমার মরণ-বাঁচন; এতো জানিস্।

মুক্তি। আহা! বুকের উপর কি আঘাৎটা লেগেছে মা! আমি আপনার চোকে দেখ্‌লেম্। রক্তে পয়নালা! আর এই দিগ্‌গজ্ পড়ে রয়েছে। চোকে দেখা যায় না-মা! দেখে যেন আমার মূর্চ্ছা হলো।

চিত্ত। তবে বুঝ্‌লেম্ আমারি কপাল ভেঙেছে। এ সময়ে পৃথিবী দো-ফাঁক হন, তবে আমি প্রবেশ করে মাটির শরীর মাটিতে মিশাই।

মুক্তি। আ-মরি! অনুকূল! তোমা বিনে সকলি অন্ধকার হলো! তুমি যে আমাকে বড় ভালবাস্‌তে! কে জানে তুমি এমন কোরে ছেড়ে যাবে!!

চিত্ত। (সবিস্ময়ে) এ আবার কি শুনি লো? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চিনে। হাঁ লো মুক্তি! তুই আমাকে স্পষ্ট করে বল্‌ যে, প্রাণপতি চারুমুখ কুশলে আছেন কি না? আর ভাই অনুকূল কেমন আছে? কিম্বা এর মধ্যে কেউ গত হয়েছে, বা দুজনেই গত হয়েছে? চারুমুখ প্রাণেশ্বর, ও অনুকূল প্রিয় ভাই; যদি এ দুজনের কেউ না থাকে, তবে আর বেঁচে কে আছে? বিশেষে, যদি প্রাণপতিই গত হয়ে থাকেন, তবে আর কার জন্যে বাঁচা।

মুক্তি। (বিলাপ পূর্ব্বক) তবে বলি শুন; অনুকূল নাই, ও চারুমুখ তাকে বধ করাতে, সে রাজদণ্ডক্রমে দেশত্যাগী হচ্চে।

চিত্ত। কি বল্লি মুক্তি! আমার ভাই অনুকূল নাই? আর চারুমুখ তাকে বধ করেছে!—

মুক্তি। হাঁ, তাই তো শুন্‌চি। কি কাল পড়েছে-মা! আপ্‌নার পর জ্ঞান নাই। পেটের ছুরিতে পেট কাটে-মা!

চিত্ত। আহা! কি হলো! কে জানে যে চারুমুখের মনে এই ছিল!—পুষ্পবনে কাল্‌সাপ্‌! একি অল্প পরিতাপের কথা!—অমৃতের অন্তরে গরল!— মুক্তি! আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না যে, আমার চারু পতি এমন কর্‌বে। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া নিঃশব্দে) ছি! ছি! আমি কি কল্লেম্‌! ছার ভেয়ের জন্যে পরমপূজ্য পতি নিন্দে কল্লেম্‌! এ পাপ তো রাখ্‌বার স্থান নাই।

মুক্তি। পুরুষ জাৎকে বিশ্বেস করা নয়-মা! এদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম নেই। এরা সব কর্‌তে পারে। তোর কাল্‌ বিয়ে হয়েচে, আজ কি না তুই শালাটাকে মেরে ফেল্লি!—

আহা! দুধের-ছেলে! দেখে-শুনে আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছে করে না-মা! বিষ পাই তো খেয়ে মরি। ছি! ছি! কি ঘেন্নার কথা!—চারুমুখ! তোকে ধিক্!

চিত্ত। তাকে ধিক্ কেন? তোকেই ধিক্। ছোট মুখে বড় কথা! তোর মুখে কুষ্ট হবে। সে তো সংসার বিজয়ী পুরুষ, বড় ঘরে জন্ম; পৃথিবীর আধিপত্য তাতে শোভা পায়। তুই কোন্ বরাটিকা যে, তার নিন্দে করিস্? (নিঃশব্দে, সজলনয়নে) আহা! এ হেন স্বামী নিন্দে করে, আমি কি দুষ্কর্ম্মই করেচি! সেই দাক্ষায়ণী সতীর ন্যায় দেহত্যাগ কল্লেও আমার এ পাপের মোচন নাই।

মুক্তি। তবে কি যেজন তোমার ভাইকে মেরে ফেল্লে, তার কি আবার সুখ্যেত্ কর্‌বে না কি? তোমার কেমন ভ্রাতৃস্নেহ বলা যায় না।

চিত্ত। তবে কি, পতিনিন্দে কর্‌বো না কি? ছি অধর্ম্মের ভোগ! (নিঃশব্দে) তাও তো কল্লেম। দেখ-দেখি, আমার কাল্ বিবাহ হয়েছে। যখন স্ত্রী হয়েই স্বামীর নিন্দে কর্‌তে পার্‌লেম, তখন যে আর পাঁচজনে দুটো মন্দ কথা বল্‌বে, তার আটক্ কি? পতি আমার অনুকূলকে বধ করেচেন; বেশ করেচেন। কেননা, সেই পাপিষ্ঠ অনুকূল বেঁচে থাক্‌লে তাঁকেই সে প্রাণে মার্‌তো; এই ভয়ে আগেই তাকে নষ্ট কল্লেন; তা বুঝ্‌লেম। তবে এর স্থূল কথা এই যে, প্রাণপতি জীবনে আছেন ও অনুকূল গত হয়েছে। কিন্তু, যদি এ বেঁচে থাক্‌তো তবে সে মর্‌তো, এতে আমার অনেক সান্ত্বনা হলো; তবে আমার মন কেন এমন করে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে? এর ভাব কি? কথা আছে; এই যে, অনুকূলের মৃত্যু-

সমাচার হতেও আর একটী বড় অমঙ্গলের কথা এর মধ্যে আছে, তাতেই এমনটা হচ্চে। মুক্তি বল্লে যে, আমার প্রাণপতি সেই চারুমুখ দেশত্যাগী হচ্চেন, এইটীই সর্ব্বনেশে কথা! একথা তো চাপা দেবার নয়; আমার মনে যেন সেই অবধিই জাগ্‌চে। এই মত শত শত অনুকূলের অকাল-মরণে যে না খেদ জন্মে, তা ঐ এক কথাতেই হয়ে উঠেছে। যা হোক, যদি অনুকূলের মরাতেই ক্ষান্ত থাক্‌তো, কিম্বা শোক-তাপে মাতা পিতারও এই সঙ্গে বিয়োগ হতো; তবু বুঝ্‌তেম যে, সেও মন্দের ভাল ছিল। কিন্তু যখন প্রাণপতি চারুমুখের দেশত্যাগী হওনের কথাটী এর মধ্যে আছে, তখন সেই কথাতেই এই পতিপ্রাণার পক্ষে এই সংসারে সকলেরি মরা বুঝাচ্চে। অর্থাৎ জনক, জননী, চারুমুখ ও চিত্তহরা প্রভৃতি সকলেই প্রাণে মরেছে। আহা! "পতি আমার দেশত্যাগী হচ্চেন"! আ-মরি-মরি! এই কথাটিতে যে, কত লোকের শোক-তাপের ও অকাল-মরণের বীজ সঞ্চার কর্‌বে, তার পরিসীমা হয় না।—মুক্তি! মা কোথায় রে?

মুক্তি। তাঁরা সব সেই খানেই আছেন। অনুকূলের মৃতদেহ কোলে করে বিলাপ কচ্চেন। তুমি যাবে না কি?

চিত্ত। মুক্তি! আমি গিয়ে আর কি কর্‌বো? তাঁদের চক্ষের জল দেখ্‌লে আমার রোদন সম্বরণ হবে না। আমার কাঁদবার সময় আস্‌চে। যখন তাঁদের নয়ন বারি শুষ্ক হবে, তখন চারু পতিকে বিদায় হতে দেখ্‌লেই আমার দুকূল ভাস্‌বে!—(রোদন) মুক্তি! তুই এসব নিয়ে যা! আর দড়ীর সিঁড়ি কি হবে? সকল সাধই পূর্ণ হলো!

এ সকল করাই বিফল হইল; কেবল কর্ম্মভোগ! আহা! তিনি বলেছিলেন যে, এই সিঁড়ি ধরে আমার শয়ন মন্দিরে উঠ্‌বেন; তবে আর কেন? রজ্জু! এসো, ফুল শয্যার স্থলে তোমাকে দিয়াই বাসর-সজ্জা করি!

পদ্য।

অক্ষত নবোঢ়া নারি, বিধবার প্রায়।
পতিশোকে প্রাণে মরি, কুসুম-শয্যায়॥
পতির নহিল ভোগ, সতীর যৌবন।
বাসরে আসিয়া মৃত্যু, ধর চারুধন॥

(রোদন করেন।)

গান।

রাগিণী সোহিনী—তাল আড়া।

মিলন না হতে হতে, বিচ্ছেদ হইল আগে।
পাছে না হারাই তারে, এই ভয় মনে যাগে॥
প্রেম-সুধা লাভ আশে, গেলেম প্রেমের পাশে;
এমন কপাল নারির, শূন্য ভাগ তারি ভাগে॥

মুক্তি। আর চোকের জল ফেলো না; একটু ধৈর্য্য হও। আমি গিয়ে সন্ধান করে, সন্ধ্যের পর তাঁকে ডেকে আন্‌চি। তবু এসময় একবার দেখ্‌লেও অনেক সান্ত্বনা হবে। তুমি ঘরের ভিতর যাও, আমি ব্রহ্মচারীর কাছে চল্লেম। আমার বোধ হয় তিনি এখনও সেই খানে আছেন।

চিত্ত। (সাশ্রুমুখী) মুক্তি! যাবিই যদি তবে একটা কর্ম্ম কর; আমার নাম লেখা এই অঙ্গুরীটী তাঁকে দিস্, যেন তিনি হাতে রাখেন। তবু তা দেখ্‌লেও আমাকে মনে

করবেন। চারি দিকে শত্রু, আর আস্তে পাকন্ না পাকন্, এই সময় দিয়ে রাখা ভাল।

মুক্তি। দাও; তবে আমি চল্লেম।

[মুক্তির প্রস্থান।

গান।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়া।

চিত্তহরা।—

আর না দেখি সজনি, অবলারি ত্রা-ণও।
উঠিল বিচ্ছেদানল, দহিবারে প্রা-ণও॥
পতি হবে দেশান্তরী, জীবনে মরিবে নারি;
না দেখি উপায় তারি, বিনা তারি দরশনও॥

[চিত্তহরার প্রস্থান।

চারুমুখচিত্তহরা

তৃতীয় অঙ্ক।

বনভূমী—ব্রহ্মচারীর আশ্রম।

[চারুমুখ ও তপোধনের প্রবেশ।]

তপো। কেও, চারুমুখ না কি? এসো, এসো! এ আবার কি ব্যাপার উপস্থিত করেছ? ভয়ানক কাণ্ড যে! বিপত্তি আর তোমাকে ছাড়চে না; যেন পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী, গাট্‌ছাড়া বেঁধেই আছে।

চারু। পিতঃ সমাচার কি তা কহুন্? রাজআজ্ঞা কি হয়েছে? আরো বা কপালে কি আছে তা এখনও জানা যায় নাই!

তপো। বিপত্তি তোমার সহচরী; অতএব রাজআজ্ঞা যা হয়েছে তা প্রায় বুঝেছ, তথাচ আমি বল্‌চি।

চারু। যমদণ্ড হতে রাজদণ্ড আমার প্রতি ন্যূন বটে কি না?

তপো। ইহা হইতে আর কোমল আজ্ঞা মহারাজের বদন হইতে নির্গত হইল না। তাহা দেহ নাশার্থ নহে; কিন্তু দেশ-ত্যাগী হওনের আদেশ।

চারু। (বিস্ময়াপন্ন) কি বল্লেন? দেশত্যাগী হওনের আদেশ! না; বরং আপনি অনুকম্পা পূর্ব্বক কহুন্ যে, প্রাণ-দণ্ডের আদেশ। তার অপেক্ষা এ ভাল। কেননা,

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপেক্ষা স্থাননির্যাপনের বাণী আরো করাল।

তপো। মহারাজের আজ্ঞা এই যে, তুমি কর্ণাট দেশের বাহিরে গিয়া বাস কর। রে বৎস! ধৈর্য্য হও। বিশ্বসংসার অতি বিস্তার; বাসস্থানের অভাব কি আছে?

চারু। দেব! এই কর্ণাটনগরের বাহিরে আর বিশ্ব কোথায়, তাহা আমাকে বলুন্? এই নগরান্তেই নরক ও প্রেত-ভুমির যাতনা! অতএব এই নগর পরিত্যাগী হওয়া, ও বিশ্বসংসার ছাড়া, দুই সমান। আর বিশ্ববিবর্জ্জিত হওয়াই মৃত্যু। অতএব দেশত্যাগ করা সে কেবল মৃত্যুর নামে ভেদ মাত্র। ফলিতার্থ সেই মৃত্যু। এমতে প্রাণ-দণ্ডকে দেশবহিষ্করণের নাম দিয়া আপনি স্বর্ণকুঠারে আমার শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহার পর সংহারকারী সেই প্রহার করিয়া, মৃদুমন্দ হাসিতেছেন।

তপো। কি উৎকট পাপ! কৃতঘ্নতাও ততোধিক। রে বৎস! তুমি যেরূপ পাপ করিয়াছ, ব্যবস্থাক্রমে প্রাণদণ্ডই তাহার প্রায়শ্চিত্ত জানিবে; কিন্তু ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহারাজ কৃপা পূর্ব্বক তোমার পক্ষাবলম্বন করিয়া, ব্যবস্থা বর্জ্জনে ভীষণ প্রাণদণ্ডস্থলে স্থাননির্যাপনের আজ্ঞা করিলেন। এ অসীম দয়া। কিন্তু তুমি তা বুঝ্চ না।

চারু। এ দয়া নহে; বরং কেবল যাতনা বল্‌তে হয়। পিতঃ! প্রণিধান করুন্; এই যে পুণ্যভূমী, যে স্থানে সেই অমরমোহিনী প্রণয়িনী চিত্তহরা বাস করিতেছেন, সেই তো স্বর্গপুর, এবং পশু, পক্ষী ও কীট পতঙ্গাদি করিয়া ক্ষুদ্র জীবেরাও এই স্বর্গপুরে বাস করতঃ অপবর্গ লাভ করিতেছে; কেবল চারুমুখই সেই সুখে বঞ্চিত। আর

দেখ, সেই কীট পতঙ্গেরাও স্বেচ্ছানুসারে সেই পঙ্কজ-মুখীর সিতাঙ্গের শুভ্রবাস্তর অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনহেতু তাহাতে অবস্থান করিবেক এবং সংগোপনে সেই সুধা-মুখীর পঙ্কজবদনের মৃত্যুহরা পীযূষ পান করিয়াও কৃতার্থ হইবেক। আর যদিও সতারূপা লজ্জাময়ী সেই সুকুমারী স্বীয় পবিত্রমতিতে তাহাদের স্পর্শ ও বরাননের সুধাস্বাদনও অপবিত্র বোধ করেন, তত্রাচ তাহারা সে সুখে বঞ্চিৎ নয়; কিন্তু যে বঞ্চিৎ, সে চারুমুখ। কেননা, সে দেশত্যাগী হইতেছে। বরং অলি ও মক্ষিকারাও সে সুখ ভোগ করিবেক, কিন্তু চারুমুখের সে সুযোগ নাই। আর তাহারাই মুক্তজীব; কিন্তু যে বন্দী, সে চারুমুখ। তথাচ আপনি বলেন যে, দেশান্তরী হওয়া দেহান্তর হওয়া নহে। যদি তীক্ষ্ণ অসি কিম্বা তীব্র বিষ থাকে, তবে বরং তাহাতেই আমাকে বধ করুন; কিন্তু "দেশ-ত্যাগী হও" এই বলিয়া কেন আমাকে ক্লেশ দিয়া বধ করেন:—উঃ! "দেশত্যাগ" কি ভীষণ শব্দ! যেন ভীমের মহাগদার ন্যায় আমার কর্ণকুহরে বাজিয়াছে। পাপীরাই প্রেত-ভূমীতে সেই পিশাচ-বাণির প্রসঙ্গ করুক, আর রৌরবের যাবদীয় ভীষণ কোলাহল সেই অকুশল-বাণিকে অনুসঙ্গিনী করুক। হে বিভো! আপনি পাপনাশ-কারীযোগ-পরায়ণ। বিশেষে মদীয় পরম মিত্র হইয়া "দেশত্যাগ কর" এই বাণিতে কেমনে আমার দেহকে ভেদ করিলেন?

তপো। রে উন্মাদ বালক! আমার আর এক কথা শুন।

চারু। আর শুনবো কি? আপনি এখনি আবার "দেশত্যাগের" কথাই বলবেন।

তপো। না; আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান-যোগের কথা কহিব যে, তদ্দ্বারা তোমার সদ্‌জ্ঞানের উদয় হইলে এই বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিবে। আর "দেশত্যাগ" করিয়াও ভগ্নমনা হইবে না; বরং তোমার শোকেরই সান্ত্বনা হইবে।

চারু। আবার সেই "দেশত্যাগের" কথা! দূর কর! আপনার জ্ঞান যোগ তুলে রাখুন, আমি তা চাই নে। তবে মানি, যদি আপনার জ্ঞানের দ্বারা সেই মোহিনীরূপা চিত্তহরা একটীর সম্ভব হয় ও নগর একটীকে নাড়িতে পারে এবং রাজদণ্ড অন্যথা করে। যদি এ না পারেন, তবে আপনার সে জ্ঞান যোগে আমার কোন স্বার্থ নাই। কোন উপকার নাই। অতএব ক্ষান্ত হউন।

তপো। তবে বুঝ্‌লেম যে, পাগল হলে কাণ্ও যায়।

চারু। যদি জ্ঞানী হলে চক্ষু না থাকে, তবে পাগল হলে কাণ্ যাবে তার আশ্চর্য্য কি?

তপো। তোমার যে এমন ভাব কেন হলো, এসো এখন তারি তর্ক বিতর্ক করা যাউক্।

চারু। যার যাতে নিজের ভাব জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে সে অপরের মনের ভাব বুঝিয়া ব্যক্ত করিতে অশক্ত হয়। যদি আপনি আমার মত নবীন পুরুষ হতেন, আর চিত্তহরার ন্যায় নবযৌবনা নারি আপনার প্রমদা হতো এবং উভয়েই নববিবাহিত হতেন ও ইতি মধ্যে অনুকূলের ন্যায় কাহাকেও বধ করিয়া এইরূপ দায়গ্রস্থ হতেন এবং আমার ন্যায় স্নেহপর হইয়া এইরূপে "দেশত্যাগের" দণ্ডাজ্ঞা পাইতেন, তবেই জান্‌তে পার্‌তেন। বরং তা হলে আপনি আপন কেশপাশ ছিঁড়ে আমারি মত এই

রূপে ভূমে গড়া-গড়ি দিতেন এবং শেষকালে নিরাশ হয়ে আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন আপনিই কর্‌তেন।

তপো। (সবিস্ময়ে) উঠ, উঠ! চারুমুখ! গা তোল! কে যেন কপাট ঠেল্‌চে। পাছে রাজদূত কেহ তোমাকে এখানে দেখে, এই ভয়।

[দ্বারে আঘাত হয়।

চারু। আমি তো উঠ্‌বো না; বরং যদবধি আমার অন্তরের হা-হুতাশ হইতে কুআসার ন্যায় বাষ্পের সৃজন হইয়া আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া চর্ম্মচক্ষের অগোচর না করে, তদবধি আমার নড়া-চড়া নাই।

[পুনরায় দ্বারে আঘাত।

তপো। শুন শুন, আবার ঘা মার্‌চে। কেও কপাট ঠেলে গা? কে গা? চারুমুখ! তুমি সরে পড়। উঠ, উঠ। না, উঠবে না? তবে বুঝি ধরা পড়্‌তে চাও? একবার ওদিগে যাও; আমার কথা শুন।

[পুনর্ব্বার শব্দ।

এ আবার কি? এত একগুঁয়ে কেন? কেও কপাট ঠেলে গা? একটু দাঁড়াও, যাচ্চি। খুলে দি।

[পুনর্ব্বার আঘাত।

তুমি কে গা? কোথা থেকে এলে? কথা কি তা বল?

মুক্তি। (বাহির হইতে) আমি মুক্তি গো, বাবাঠাকুর। চিত্ত-হরার চেড়ি। কপাট খুলে দাও, বল্‌চি যে জন্যে এসেচি। ঠাকুরাণটি পাঠিয়েছেন।

[মুক্তির প্রবেশ।]

তপো। রক্ষা পাই। এসো, এসো! মুক্তি! এসো! বাঁচা গেল।

মুক্তি। (সভয়ে) কও, ব্রহ্মচারি ঠাকুর! আমাদের ঠাকুর-জামাই চারুমুখ কোথায়? সমাচার তো জেনেচ?

তপো। হাঁ, তা জেনেছি। চারুমুখ ঐ দেখ ভূতলে পড়িয়া আছে, এবং চক্ষের জলে ভাসিতেছে।

মুক্তি। আহা! বাবাঠাকুর! সে মেয়েটিরো এইরূপ অবস্থা! এরো যেমন দশা, তারো তেম্‌নি দশা।

তপো। কি দুর্দ্দশাপন্ন! বড়ই বিষাদের বিষয় দেখ্‌চি।

মুক্তি। আ-মরি! তারো এম্‌নি হয়েচে! আর কেবল শোক তাপ কর্‌চে এবং থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে। (চারুমুখের প্রতি) যা হোক্, তুমি ধৈর্য্য হয়ে গা তোল। যদি তার ভাল চাও, তবে উঠ। এত শোক করো না।

চারু। আহা! মুক্তি-রে! এলি?

মুক্তি। আমার মাথা মুণ্ড! আর এসে কি কর্‌বো?

চারু। মুক্তি! তবে চিত্তহরার কথা কি তা বল্? বুঝি তাঁরো দশা এম্‌নি হয়েছে? আমার কথা কি বল্‌চেন? বোধ হয় এই ভেবেচেন যে, "এ কি দুরন্ত লোক, মানুষ মার্‌তেও পারে"। আ-মরি! আমাদের কি দুরদৃষ্ট! প্রথম মিলনের যে অতুল সুখ ও হর্ষ, তাহা এই শোণিতপাতজনিত বিষাদে কলঙ্কী হলো! চিত্তহরা কোথায়, কেমনে আছেন; মুক্তি! তা বল্? আর সেই প্রমদা আমাদের প্রেমবিচ্ছেদে কিরূপ ভাবাপন্না, তাও বল্?

মুক্তি। আহা! তার কি আর কথা আছে! কেবল কাঁদ্‌চে,

কেবল কাঁদ্‌চে। ক্ষণে ক্ষণে শয্যাগতা, ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডায়মানা। একবার ডাকে, "ভাই অনুকূল! কোথায় গেলে? একবার ডাকে, প্রাণপতি কোথায় যায়?" তার পর ধরায় পড়ে রোদন করে।

চারু। যেন তাঁর ভাইকে বধ করাতেই আমার নামটা চিত্তহরার উপর উল্কাপাতের ন্যায় পড়েচে। এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না। বাবা ব্রহ্মচারি! আপনি বুঝিয়ে বলুন দেহের কোন্ জঘন্যভাগে আমার নামের নিবাস হয় যে, আমি সেই কলুষময় মন্দিরকে একেবারে উন্মূলন করি।

(আত্মঘাতী হওনার্থ অসি তুলিয়া লন।)

তপো। রে বৎস! এত নিরাশ হইও না; অসি ত্যাগ কর। আত্মঘাতী কেন হও? আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি মনুষ্য বট কি না? আকার-প্রকারে তো তাহাই বোধ হয়; কিন্তু এদিকে নারীর ন্যায় রোদন করিতেছ, অথচ অজ্ঞান পশুর ন্যায় তোমার ক্রোধ দেখিতেছি। অতএব তুমি আচরণে স্ত্রী ও আকার-প্রকারে পুরুষ এবং উক্ত পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে বিকৃতি রূপ পশুই বটে। আমি আগে বুঝিয়াছিলাম যে, তোমার স্বভাব বড় সরল; কিন্তু দোহাই ধর্ম্মের, তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমি বড় চমৎকৃত হইয়াছি। এক কথা বিবেচনা কর, তুমি তো অনুকূলকে প্রাণে মারিয়াছ; ভাল, যা হবার তা হয়েছে; তবে আবার কেন আত্মঘাতী হইয়া সেই অভাগিনী অবলাকে বধ কর? কেননা, সে পতিপ্রাণা; তোমার জীবনে তার জীবন ও তোমার মরণে তার মরণ, এ কথা তো তোমার অগোচর নহে। আর, "কি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছ," একথা বলে দেব-লোকের ও মাতা বসুমতির কেন নিন্দা কর?

কেননা, সেই বিশ্বমাতা ও দেবতারা সকলেই জন্মকালীন তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, তবে আত্মঘাতী হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও দুর্লভ মানবজন্ম কেন বিফল করিবে ? ছি, ছি! এরূপে আত্মহত্যার উদ্যম করিয়া মানবদেহের, স্বীয় জ্ঞানযোগের ও পরম প্রেমের অসদ্ব্যবহার করিয়াছ! বিশেষে, এই সমস্ত সামগ্রী তোমাতে পরিপূর্ণ আছে ; কিন্তু যেমন অতিশয় কুসীদ-জীবীরা পূর্ণভাণ্ডারের অধিপ হইয়াও মূলধনের সদ্ব্যবহার করিতে পারে না, সেইমত তুমিও সেই জ্ঞানযোগাদির অসদ্ব্যবহার করিয়াছ ; বরং তাহার উচিত ব্যবহার করিলে তাহা তোমার দেহের, জ্ঞানের ও প্রেমের অপূর্ব্ব ভূষণ হইতে পারে। আর, মোমের পুত্তলির ন্যায় তোমার অতিশয় কোমল দেহে মনুষ্যের বীর্য্য থাকা বিবেচনা হয় না ; এবং তোমার প্রণয়িনীর প্রতি প্রেমপ্রতিপালন করিতে স্বকৃতি রূপে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আত্মনাশে তাহার বিকৃতি করিয়া, স্বকৃতিভঙ্গের পাপ করিয়াছ। দেখ, জ্ঞানের সমান আর শরীরের তুলা নাই ; কিন্তু যেমন রণেঅকুশল ব্যক্তিরা, লক্ষ্য করিতে অক্ষম হইয়া আপনাদের বাণানলে আপনারাই দগ্ধ হয় এবং আত্মরক্ষা করিতে আত্মনাশ করে, তুমিও সেইরূপে তোমার জ্ঞানের অসদ্ব্যবহার করিয়া স্বীয় দেহের ও প্রণয়িনীর প্রেমের অপকার করিয়াছ। রে বৎস ! উঠিয়া বৈস ! তোমার চিরপ্রণয়িনী চিত্তহরা এখনও জীবিতা আছে। যার জন্যে তুমি একেবারে অঙ্গ ঢেলেছিলে ও যার জন্যে প্রায় প্রাণে মরেছিলে, সে বেঁচে আছে। অতএব সাহসে ভর করিয়া উঠ। সে পক্ষে তোমার অদৃষ্ট ভাল, তাই বলতে হবে।

আর তোমাকে সংহার করিতে বোধ হয় অনুকূলের প্রতিজ্ঞা ছিল ; কিন্তু তুমিই তাহাকে বিনাশ করিয়াছ। তোমার সেও এক সৌভাগ্য বটে, এবং ব্যবস্থামতে যে তোমার প্রাণদণ্ড হওনেরই সুসম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু সেই কঠিন ব্যবস্থা তোমার কল্যাণকারিণী হইয়া স্থাননির্বাপনের কোমল দণ্ড করিয়াছেন, সেও এক সৌভাগ্য ; এরূপে তুমি নানামতে সৌভাগ্যভাগী হইয়াছ ও সমস্ত সৌন্দর্য্যে আবৃত হইয়া সুখ স্বয়ং তোমার উপাসনা করিয়াছেন : কিন্তু তুমি অবোধ অবলার ন্যায় হিতাহিত না বুঝিয়া নিজেরই সৌভাগ্য ও প্রণয়িনীর প্রেমের প্রতি বিকট-বদন হইতেছ।, রে বালক! এতক্ষণে বিলক্ষণ সাবধান হও, নচেৎ দুঃখে অবসন্ন হইবে। অতএব এক্ষণেই স্বীয় প্রণয়িণীর প্রাসাদে উঠিয়া, তাহার সঙ্গে মিলন করতঃ, বিধিমতে সেই অবলাকে সান্ত্বনা কর : কিন্তু এমন সতর্ক থাকিবে যে, তথায় কোনমতে বিলম্ব না হয়, নচেৎ প্রহরীগণ বহির্গত হইলে, তাহারা রাত্রিকালে তোমার ত্রিবঙ্করযাত্রা করণের ব্যাঘাৎ করিবে, একথা যেন মনে থাকে। সম্প্রতি তথায় গিয়া কিছুকাল সেই দেশে অবস্থান কর, পরে আমরা সময় বুঝিয়া রাজাকে বহু বিনয় করতঃ করুণার্দ্র করিয়া ক্ষমা যাচিয়া লইয়া স্বদেশে আনিয়া, প্রকাশ্যরূপে বিবাহের মহা মহোৎসব করিব। এখন যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া দেশত্যাগ করিতেছ, তখন তেমনি এর শত সহস্রগুণ আনন্দে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিবে।, তবে, ঝুঙ্কি ! তুই আগে গিয়া চিত্তহরাকে বল্ যে, চারুমুখ আসিতেছেন, ও যাহাতে বাটীর আর আর সকলে শীঘ্র স্ব স্ব শয্যাগত

হন্, তারও উপায় কর্‌তে বল্। চারুমুখ আসিছেন।

মুক্তি। আহা! এমন জ্ঞানের কথা শুন্‌তে তাবৎ রাত্রির বসে থাকা যায়! আ-মরি! জ্ঞান কি সামিগ্রী! তবে আমি চল্লেম্; গিয়ে বলি যে, তিনি আস্‌চেন।

চারু। হাঁ, গিয়ে বল্। আর যা দুটো অনুযোগ করেন, কর্‌তে বলিস্।

মুক্তি। তিনি এই অঙ্গুরীটী দিয়েচেন, ধর। আমি চল্লেম, বিলম্ব হচ্চে।

[মুক্তির প্রস্থান।

চারু। এই অঙ্গুরীটী পেয়ে যে, আমার কত সান্ত্বনা হলো, তা বলা যায় না।

তপো। "শুভমস্তু" তবে এসো বাপু! আর এই কথাটী মনে রেখো, অর্থাৎ যদি পার, তবে নিশাপতিগণের নিশিতে উদয় হইবার আগেই ত্রিবঙ্কুর দেশে যাত্রা কর, নচেৎ যদি অতি প্রত্যূষে যেতে চাও। তবে, ছদ্মবেশে প্রস্থান কর; এই আমার কথা। সম্প্রতি আমি তোমার লোককে ডেকে বলে দিব যে, এখানকার যখন যেমন সুসমাচার হয়, মধ্যে মধ্যে তোমাকে গিয়ে বলে আস্‌বে। তবে এখন এসো বাপু, আলিঙ্গন করি; শুভমস্তু। দিক্‌পালেরা তোমাকে দশদিকে রক্ষা করুন্। আর ভগবতী দক্ষিণাকালী তোমার কুশল করুন্।

পদ্য।

চারু।— প্রিয়সী-মিলন-আশা, আনন্দ অপার।
নতুবা তোমার সঙ্গ, ত্যাগ করা ভার॥

[তপোধন ও চারুমুখের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—সিন্ধুভবন।

[সিন্ধুপ্রধান, সিন্ধুমহিষী ও সম্মোহনের প্রবেশ।]

সিন্ধুপ্র। বাপু! তোমাদের কপালক্রমে যে একটা বিপত্তি উপস্থিত হয়েছে, সেই জন্যেই মেয়েটির বিবাহের আর কোন কথা-বার্ত্তা কবার সময় হয় নাই। দেখ, অনুকূল আমাদের বন্ধু সুহৃদ্ ছিল, এবং দুহিতারো সেটী অতিশয় প্রিয় থাকা হেতু সকলেই তার জন্যে বিষণ্ণ। যাহা হউক, এ সংসারে কেউ চিরজীবী নয়, শরীরের ধারণই মৃত্যুর কারণ; তবু মন বুঝে না। আজ্ তো অনেক রাৎ হয়ে পড়েছে, চিত্তহরা উঠ্বে না। আর তুমি না এলে আমিও এতক্ষণ কোন্‌কালে শয়ন কর্‌তেম্।

সম্মো। যা বল্লেন, সকলি বাস্তব। শোকের সময় শুভকর্ম্মের কথাই কওয়া নয়। সিন্ধুমহিষি ঠাকুরাণ্! তবে আমি আজ্ আসি।

সিন্ধুম। এসো! আমি কাল্ কন্যাটীর মন বুঝে সব কথা বল্‌বো। শোকেতে তার মনে সুখ নাই।

সিন্ধুপ্র। তত্রাচ আমরা বিলক্ষণ সাহস করে বল্‌তে পারি, যে,

মেয়েটী তোমাকেই দান কর্‌বো। কেননা, বালিকা কোন বিষয়ে আমাদের অবশীভূতা নহে। এতেই আমাদের এবিষয়ে সন্দেহ হয় না। মহিষি! তুমি শয়নের আগে তনয়ার নিকট গিয়ে বল্‌বে যে, কুমার সম্মোহনের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া আমাদের মত বটে এবং মনও হয়েছে; আর আগামী বুধবারে শুভ বিবাহ হবে। বুঝ্‌লে কি না? না, না! একটু থামো। আজ্ কি বার হলো?

সম্মো। আজ্ সোমবার হলো।

সিন্ধুপ্র। কি! আজ্ সোমবার? তবে বুধবারে হতে পারে না। বুধবারের আর তো অধিক দিন নাই। তবে বৃহস্পতি-বারেই হউক। সেই কথাই বোলো যে, বৃহস্পতিবারে কুমার সম্মোহনের সঙ্গে তার বিবাহ হবে। মহিষি! তোমার সব উদ্যোগ সংযোগ আছে কি না? এত শীঘ্র সব হয়ে উঠ্‌বে কি না? এ দিনে সব হতে পারে কি না? তোমার মত কি? দেখ, বড় ধুম ধামের আবশ্যক নাই। দু চার জন বন্ধু বান্ধবকে বলা যাবে। কারণ, অনুকূল সে দিন মরেছে, এর মধ্যেই একটা জাক জমক কল্লে লোকে বল্‌বে যে, আমরা বুঝি বড়একখানা তাকে ভালবাস্‌তেম না। অতএব অল্পে স্বল্পেই শেষ করা ভাল। গুরুবারে বিবাহ হতে পারে কি না? এতে তোমার যা মত তা কহ।

সম্মো। আমি বলি যে, শুক্রবার যদি কাল হতো, তবে আরো ভাল হতো।

সিন্ধুপ্র। তবে বৃহস্পতিবারেই স্থির; সেই ভাল। মহিষি! তবে তুমি শয়নের পূর্ব্বেই গিয়ে চিত্তহরাকে এই সব কথা বল

যে, শুক্রবারে তার শুভ বিবাহ্ ! যেন সে প্রস্তুত থাকে। সম্মোহন ! তবে তুমি এখন এসো ; রাৎ অনেক হলো। ওরে ! কে আস্‌ছিস্ ? আমার শয়নঘরে আলো দে। আমি বুঝ্‌চি রাৎ অনেক হয়েছে. দেখ্‌তে দেখ্‌তেই প্রভাত হবে।

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

চারুমুখচিত্তহরা।

পঞ্চম অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—চিত্তহরার শয়নমন্দির।

[চারুমুখ ও চিত্তহরার প্রবেশ।]

গান।

চিত্তহরা।— নিশি নহে অবসান, কেন বা চঞ্চল প্রাণ?
নহে পিকবর, শাখির উপর
সারিকা করয়ে গান॥
সেই করে ঝালাপালা, তব কর্ণে লাগে তালা।
দাড়িম্ব উপর, ডাকে নিরন্তর,
রজনীতে পক্ষীবালা॥
যদি না হয় প্রত্যয়, যদি না হয় প্রত্যয়।
চেয়ে দেখ প্রাণনাথ, হয় কিবা নয়॥

চারুমুখ।— সারি নহে, প্রভাতের দূত পিকবরে।
বিভাত হেরিয়া নিশি, ডাকে কুহু স্বরে॥
হয় নয়, পূর্ব্বদিকে দেখ সিন্ধুবালা।
প্রভাতকিরণে, ভেদ করে মেঘমালা॥
আমার সুখেতে, বুঝি হইয়া কাতর।
উদয় হইল আজি, এরূপ তৎপর॥
হরিয়া দীপের দীপ্তি, দেখ দিনকর।

কুজ্ঝটিকাআচ্ছাদিত, গিরির উপর ॥
প্রকাশ আশয়ে আসে, প্রফুল্ল হৃদয়।
অনুমতি দাও, আসি, বিলম্ব না সয় ॥
বিদায় হইলে ধনি, রহে প্রাণধন।
বিলম্বে জানিবে, আজি নিশ্চয় মরণ ॥

চিত্তহরা।—দিবার আলোক নহে, দেখ আলো যেই।
তপনের তাপে জন্য, ধূমকেতু সেই ॥
নিশিযোগে ত্রিবঙ্কুরে তব যাত্রা হবে।
আলোক ধরিয়া, সেই তব সঙ্গে রবে ॥
অতএব ধৈর্য্য হও, শুন প্রাণপতে।
এখন বিদায় দিতে নারি কোনমতে ॥
কুমুদ মুদিবে আঁখি, অস্ত যাবে শশি।
প্রভাতে বিচ্ছেদ হবে, এই ভাবি বসি ॥

চারু। যদি তোমার এমনি মন হয়েছে, তবে আর কেন; রইলেম। কেউ দেখে, দেখুক; ধরে, ধরুক। না হয় মরলেম বা, তার কি? বরং আমিও বল্‌চি যে, এ আভা প্রভাতের নহে; বরং নিশিতে উদয় কোন জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর অঙ্গেরই আভা হইতে পারে। আর এই যে পঞ্চমস্বরে গান করিতেছে, ইহাও কোকিলের গান নহে; কেমন? আমার যেতে তো কোনক্রমে ইচ্ছা নাই বটে; কিন্তু থাকাতে বিঘ্ন আছে, এই বড় ভাবনা। তবে আর কেন? মৃত্যু! ত্বরায় আইস! চিত্ত-হরার বুঝি তাই ইচ্ছে। প্রিয়ে! কেমন? তবে এসো! কথা-বার্ত্তা কহি? এখনো তো প্রভাত হয় নাই। কেমন বটে কি না?

চিত্ত। না না, প্রভাত হয়েছে; তুমি যাত্রা কর। আর বিলম্ব

করা নয়। কি জানি, কেউ দেখে শুনে। (বিষণ্ণা) আহা! কোকিল যে এমন বিরূপ হয়ে বিস্বরে গান করবে, তা কে জানে! কেবল যেন কাণে তালা লাগ্‌চে। লোকে কহে যে, কোকিলা পঞ্চমস্বরে গান করিয়া থাকে ও তাহাতে মনোহর মিল আছে, একথা কে বলে? আহা! যদি তাই হতো, তবে আমাদের মিল ঘুচাইয়া কেন সে বিচ্ছেদ করবে? কিন্তু তাহারি স্বরে আমাদের এক প্রাণ এক দেহের ভেদ করিতেছে। নাথ! তবে এসো! দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূর্ব্ব দিক্ ফর্‌সা হয়ে উঠ্‌লো।

চারু। যত আলো হচ্চে, ততই আমাদের অন্ধকার হয়ে উঠ্‌ছে, এবং আমাদের দুঃখও ঘোর হয়ে আস্‌ছে।

[মুক্তির প্রবেশ।]

মুক্তি। ওগো! প্রভাত হয়েছে। মা-ঠাক্‌রাণ্ তোমার ঘরে আস্‌চেন, এই বেলা সাবধান হও।

[মুক্তির প্রস্থান।

চিত্ত। তবে দিনমণি! আর কেন? তুমি উদয় হও; প্রাণনাথ অস্ত হইতেছেন। অতএব দ্বারচয়! তোমারা দিবাকে পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেও, প্রাণেশ্বর পুরের বাহির হইতেছেন!

চারু। প্রিয়তমে! তবে অনুমতি দাও, আমি এখন যাত্রা করি, ও আর একবার তোমার চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া আমি বিদায় হই।

[চারুমুখ নিম্নে আইসেন।

চিত্ত। (সজলনয়নে) তবে কি নিতান্তই যাবে? হে প্রাণপতে,

প্রাণেশ্বর, বিভো, বন্ধো! আমার কি গতি হবে তা বল? আমি প্রতি দিন দণ্ডে দণ্ডে তোমার সমাচার পাইবার প্রত্যাশায় পিপাসার্ত্তা চাতকিনীর ন্যায় গৃহ-পিঞ্জরে রহিলাম; কেননা, তোমাকে এক পল না দেখিয়াও আমি প্রলয় জ্ঞান করিয়াছি. আর মুহূর্ত্তকেও মাস জ্ঞান হয়। অতএব এরূপ লেখায় আমি বহুকাল অন্তে পুনর্ব্বার আমার প্রাণপতি চারুমুখের চাঁদমুখ অবলোকন করিব।

চারু। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) প্রিয়ে তবে আসি! আমি সুযোগ পাইবা মাত্র সুসমাচার পাঠাইতে ত্রুটি করিব না। কিছু মনে করো না।

চিত্ত। আমাদের পুনর্ব্বার মিলন হবে কি না? তুমি কি বুঝ?

চারু। তার সন্দেহ কি; বরং সম্প্রতি যে বিষাদে আমরা অবসন্ন হইতেছি, তাহা পুনর্ম্মিলনে দূর হইয়া, পরম প্রণয়ের সরস প্রস্তাবে আমরা আরো অধিক সুখী হইব।

চিত্ত। তবে আমার মন কেন এমন কর্‌চে? যেন তোমাকে হারাই হারাই সর্ব্বদাই আমার এই মনে হচ্চে। এর ভাব কি? বিশেষে তোমার মুখ দেখে আমার বুক শুকুচ্চে। এমন চাঁদমুখ, যেন বিবর্ণ হয়েচে। কি আমারি চক্ষের দোষ? তাও বলা যায় না।

চারু। প্রিয়ে! আমিও তোমাকে ঐরূপ দেখ্‌চি। বোধ হয় চিন্তাতেই আমাদের শরীর শুষ্ক হয়েচে; ভেবো না। তবে আসি?

[চারুমুখের প্রস্থান।

চিত্ত। এসো! (রোদন করিয়া ভূতলে পড়েন।)

[মুক্তির প্রবেশ।]

মুক্তি। (ত্রস্তা) ওমা, কি কর! কি কর! ধৈর্য্য হও। চোকের জল ফেলো না, সে বিদেশে যাচ্চে। মা ঠাকুরাণ্ আস্‌চেন, সাবধান হও।

[মুক্তির প্রস্থান।

চিত্ত। (ব্যাকুলা) মা কমলে! লোকে বলে তুমি বড় চঞ্চলা, ও সর্ব্বদা কাকেও একভাবে রাখ না। তবে যে জন ধর্ম্ম-নিষ্ঠাহেতু বড় সুখ্যাত, তার পক্ষে কিরূপ কর্‌বে? তবে তারও জন্যে এমন চঞ্চলা হও যে, তাহাকে একভাবে চিরদিন তথায় না রাখিয়া, কৃপাদানে অগৌণে স্বদেশে পুনর্ব্বার আনিয়া দাও।

সিন্ধু-মহিষী। (ভিতর প্রকোষ্ঠ হইতে) তনয়ে চিত্তহরে! গা তোল। উঠেচ না কি?

চিত্ত। কে ডাকে ও? মা ডাক্‌চো না কি গা? (নিঃশব্দে) তিনি কি এখনও শয়ন করেন নাই? না কি এতই প্রত্যূষে উঠেচেন? কথাটা কি যে, তিনি এমন অসময়ে আমার ঘরে আস্‌বেন?

[সিন্ধুমহিষীর প্রবেশ।]

সিন্ধুম। চিত্তহরে' তবে এখন কেমন আছ?

চিত্ত। মা! আমার শরীরটে বড় ভাল নাই।

সিন্ধুম। তবে কি ভেয়ের জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা হবি? না কি কাঁদলেই তাকে আর পাবি? চক্ষের জলে তো তার চিতার অঙ্গার পর্য্যন্ত ধুয়ে ফেল্লি। এখন একটু ধৈর্য্য হ, আর শোক করিস্‌ নে। অল্প শোক কল্লেও

অনেক ভালবাসা জানা যায়, কিন্তু অধিক শোক করাতে কেবল অল্পজ্ঞানিই বুঝায়।

চিত্ত। মা! এমন বিপত্তিতে বিলাপ না করে, এমন লোক কে আছে?

সিন্ধুম। যদি বিলাপ কর্‌লে হারা ধন পাই, তবেই তেমন বিলাপ করি। নচেৎ কেন?

চিত্ত। মা গো! আমার যে ক্ষতি হয়েছে, তা মনে কর্‌লে কেবল তারি জন্যে শোক করণ বিনা আর কিছুতেই মন লাগে না।

সিন্ধুম। আমি বোধ করি, সে মরাতে তোমার যত না খেদ হচ্চে, সেই নচ্ছার ছোঁড়া বেঁচে থাকাতে তার অধিক হচ্চে।

চিত্ত। হাঁ গো মা! কোন্ নচ্ছার ছোঁড়া মা?

সিন্ধুম। সেই পোড়ারমুখো চারুমুখ।

চিত্ত। মা! নচ্ছারে, আর তাতে অনেক অন্তর। এমন কথা মুখে এনো না মা। ঈশ্বর তার সকল দোষ মার্জ্জনা করুন্। আমি মনের সহিত তার সব দোষ পরিহার কর্‌চি। অথচ সে যেমন আমার মনোদুঃখ দিয়ে গেছে, এমন আর কখন কেউ দেয় নাই।

সিন্ধুম। কি না সেই মূঢ় দুরাচার ছোঁড়া এখনও বেঁচে আছে, এতেই তোর মনোদুঃখ নয়?

চিত্ত। হাঁ মা; সে আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাতেই আমার এত মনোদুঃখ, তারি জন্যে কেঁদে মর্‌চি মা। আমার ইচ্ছে যে, তাকে আর কেউ কিছু না বলে; ভাইকে আমার প্রাণে মেরেচে, তার জন্যে যা কর্‌তে হয় আমিই করি।

সিন্ধুম। তুমি তার জন্যে ভেবো না, দেখ আমি তার কি করি।

যেখানে সে এখন আছে, সেই খানে লোক পাঠিয়ে দিয়ে এমন কোরে বিষ খাওয়াবো যে, সে শীগ্গিরই অনুকূলের সাথি হবে। তা হলেই আমার বোধ হয় তোমার মনের সুখ হবে।

চিত্ত। মা! তাকে যে অবধি না দেখ্‌তে পাবো, সে অবধি আর আমার মনের সুখ নাই। দেখ মা! ভেয়ের মরা অবধি আমার মনটা এমন হয়েচে যে, যদি তুমি একজন লোক দিয়ে তাকে বিষ পাঠিয়ে দাও, তবে তার সঙ্গে আমিও এমন একটি সামগ্রী মিশিয়ে দিব যে. সে তা গ্রহণ করে পরম সুখে নিদ্রা যাবে। মা! তুমি তার নামে যে করে বল্‌চো, তা শুনে আমার যে মনের মধ্যে কি হচ্চে, তা বল্‌তে পারিনে। যদি সেখানে আমার যাবার হতো, তবে এখনি গিয়ে. ভেয়ের প্রতি যে কত ভাব ছিল, তা তাকে জানিয়ে দিতেম। অর্থাৎ সেই ভাব তারি উপর গিয়ে ভাঙ্‌তেম।

সিন্ধুম। তনয়ে! তুমি এর উপায় দেখ, আমি একজন লোক দেখি। চিত্ত! তবে এখন তোমাকে একটা সুসমাচার বলি শুন।

চিত্ত। মা! বিপত্তির সময় সুসমাচারের কথা বড়ই শুভ। সে কি কথা মা? বল দেখি শুনি?

সিন্ধুম। তোমার প্রতি মেয়ে বলে তাঁর বড়ই যত্ন দেখি। তিনি তোমাকে এরূপ বিমর্ষ দেখে, একটা বড় আমোদ-প্রমোদের দিন স্থির করেছেন। সেটা আমিও ভাবি নাই এবং তুমিও বড় মনে কর নাই।

চিত্ত। মা! তবে তো একটা বড় সুখের দিন বটে। সে দিনটি কি মা?

সিন্ধুম। তনয়ে! আগামী গুরুবার গোধূলিলগ্নে রাজনন্দন সুকুমার সম্মোহনের সঙ্গে প্রজাপতির ইচ্ছায় তোমার শুভ বিবাহ হবে, এই স্থির হয়েছে।

চিত্ত। (বিস্ময়াপন্না) মা! প্রজাপতি এরূপ নির্ব্বন্ধ না করুন্ যে, আমি কুমার সম্মোহনের সহধর্ম্মিণী হই। মা! তোমাদের এরূপ ব্যস্ত সমস্ত দেখে আমার আশ্চর্য্যই জ্ঞান হচ্চে। যে বল্‌চো স্বামী হবে, তার সঙ্গে এখনও দেখা-সাক্ষেৎ নাই। আগে বিয়ে! এ কি মা? তুমি গিয়ে বাবাকে বল যে, আমার এখন বিয়ে না দেন্। যখন দিবেন, বরং তখন যেন চারুমুখের সঙ্গে বিয়ে দেন্; সেও ভাল, তবু সম্মোহনের সঙ্গে না হয়। চারুমুখকে আমি দেখ্‌তে পারি না তা তো তোমরাই মনে জান, তবু সেও আমার ভাল। মা! বেশ সমাচার এনেছ বেনে!

সিন্ধুম। আমার তাঁকে বলায় কায কি? তুমি আপনিই বলো। দেখ দিখি, তিনি কি বলেন। এই তিনিও আস্‌চেন।

[সিন্ধুপ্রধান ও মুক্তি দাসীর প্রবেশ।]

সিন্ধুপ্র। যখন সূর্য্যাস্ত হয়, তখন শূন্য হইতে গুঁড়নি গুঁড়নি শিশির পড়িতে থাকে; কিন্তু যে অবধি সেই ভ্রাতৃতনয়ের দেহাদিত্যের অস্ত হইয়াছে, সে অবধি নয়ন-মেঘ হইতে শোকাশ্রু যেন বৃষ্টিধারার ন্যায় পড়িতেছে। কও, চুপিতে চিত্তহরে! এখনও অশ্রুপূর্ণনয়না? কেঁদে কেঁদে ভাসালি যে। মহিষি! তনয়ার একটি ক্ষীণ তনুর মধ্যে সকলি সংযোগ হইয়াছে। তাতে নদী আছেন, নৌকা আছেন, বাতাস আছেন। সুতে! তোমার নয়নবারি স্রোতস্বতীর ন্যায় বহিয়া তোমার হুতাশরূপ শ্বাস-পবনভরে তোমার দেহ-

তরিকে ভাসাইতেছে। এতে আমার ভয় হয়, পাছে সেই তরঙ্গের বৃদ্ধি হইয়া প্রবলশ্বাসপবনে লইয়া বাতাক্রান্তা তোমার ক্ষীণ তরিকে একেবারে শোকসাগরে মগ্না করে। তবে, মহিষি! চিত্তহরাকে সমাচার বলেছ? আমরা যা স্থির করেছি, তা তাকে জানিয়েছ?

সিন্ধুম। হাঁ, সব কথা বলেছি; কিন্তু তার কিছুতেই মত হয় না। মরুগেগ, চুলোয় যাক্! তার যমের বাড়ী গেলে বিয়ে হবে।

মুক্তি। কেন গা, এমন অলক্ষণে কথা বল?

সিন্ধুপ্র। (সক্রোধে) কি বল্লে! তার মত হয় না? তবে মহিষি! চল, আমিও যাই। আমরা যে এতটা কল্লেম, এ কি সে শ্লাঘ্য করে মান্‌লে না? আর নিজে অধম হোয়েও সৌভাগ্য করে জান্‌লে না? এবং এমন ঘর বরে পড়বে, এ কথা শুনেও স্পর্দ্ধা হলো না?

চিত্ত। (অধোবদনে) আমার ভালর জন্যেই যে এতটা কর চেন, তা কি মান্‌চিনে? কিন্তু যে যাকে দেখ্‌তে পারে না, তার গলায় তাকে ফেলে দিলে এতে স্পর্দ্ধাই বা কিসে হবে, সৌভাগ্যই বা কিসে হবে? বিয়ে হওয়া তো সৌভাগ্যই বটে।

সিন্ধুপ্র। (সক্রোধে) তোর কথা নিয়ে তুলে রাখ্। লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি! তোর ন্যায়শাস্ত্র আমি শুনতে চাইনে। একবার বলে সৌভাগ্য, একবার বলে নয়। কথার হাত মাথা নাই। আমি যা বলি শুন্; বৃহস্পতিবারে তোর বিবাহ দিব, ঠিক্ হয়ে থাক্। নচেৎ যদি গোলমাল করিস্, তবে তোর হাত পা ধরে নিয়ে গিয়ে, ছালনাতলায় ফেল্‌বো, এই বোঝ্। কালামুখি!!

সিন্ধুম। ছি ছি! এ কি? মেয়েকে এমন করে বল্‌তে আছে? তুমি পাগল হলে না কি?

চিত্ত। বাবা! আমার একটী কথা শুন, গলায় কাপড় দিয়ে বল্‌চি।

সিন্ধুপ্র। তুই গোল্লায় যা, লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি! এমন অবাধ্য! আমি বলি শোন্; যদি বিয়ের দিন কিছু গোলমাল কর্‌বি তবে আর আমি তোর মুখদর্শন কর্‌বো না। আমার সঙ্গে তুই আর কথা কোস্‌নে। মহিষি! দেখ, ঈশ্বর আমাদের এই একটী বই সন্তান না দেওয়াতে, আমি বুঝেছিলেন যে, আমাদের সংসার প্রায় শূন্য; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি যে, এই একটীতেই এক শ। শূন্য গোয়াল ভাল, তবু দুষ্ট গরু কিছু নয়! ঝাড়ে নাড়ে জ্বলালে! চুলোয় যাক্, ছুঁড়ি কালামুখী!

মুক্তি। হাঁ গো! এ আবার কি সব কথা গা? এতে তো তোমাকেই দশজনে নিন্দে কর্‌বে। মেয়েকে এমন কোরে বল্‌তে হয়? রাম রাম!!

সিন্ধুপ্র। তুমি থামো: মধুমুখী কুটিলে। আর কোথাও গিয়ে জ্ঞান ঝাড়।

মুক্তি। আমি তো কোন অকথা কুকথা কইনি গা। না, রাজার রাজ্যিপাঠ নেবার কথা বল্‌চি?

সিন্ধুপ্র। মুক্তি! তুই চুপ্ কর, বল্‌চি।

মুক্তি। তবে কি এ বাড়ীতে কারু কথাটী কবার যো নেই গা? এমন বাড়ী!!

সিন্ধুপ্র। থাক্ না থাক, তোমার কথায় কায নাই। যদি ইচ্ছা হয়, তবে বাহিরে গিয়া কথকতা কর। এখানে প্রয়োজন নাই।

সিন্ধুম। মা-গো—, তুমি আজ এত রাগ কর্‌চো কেন ?

সিন্ধুপ্র। এরা যে আমাকে পাগল কর্‌লে গা! কাযে-কাযেই রাগ হয়। কি রাত্রি, কি দিন ; সন্ধ্যে নাই, সকাল নাই, দিন নাই, দুপর নাই ওর বিয়ের জন্যে ঘুরে ঘুরে, ভেবে ভেবে একবার এখানে, একবার সেখানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে, একটা যখন ভালই স্থির কল্লেম, অর্থাৎ ঘর বর যেমন চাই ও লোকের যেমন হোতে হয়. তা পেলেম : তখন পোড়াকপালী নাকে কথা কয়ে বল্লেন, —বাবা! আমি এখন "বিয়ে করবো না"। "বিয়ে কর্‌তে ভাল বাসিনে"। "কাকেও আমার মনে ধরে না"। আর. "আমার মনটাও ভাল নেই"। বেশ্ তো! তোর মনটা ভাল নাই ? নাই নাই! বিয়ে কর্‌বিনে ? ক্ষতি নাই! আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা। আমার কথা যে কেউ তাচ্ছীল্য কর্‌বে, আর আমি চুপ্ করে বসে দেখ্‌বো! তা আমা হতে হবে না। বৃহস্পতিবার বিয়ের দিন ধার্য্য হয়েছে : সে তো হাতে হাতে। যদি বাপের সন্তান হও, তবে বুঝে-সুঝে বাপের মতে চল। সে বড় ঘরের সন্তান, আমি তাকে কথা দিয়েছি। যদি এ না শুনিস্. তবে গোল্লায় যা. পথে পথে ভিক্ষে মেগে খা, তাতেও আমার দুঃখ নাই ; বরং আমি বল্‌বোও না যে, তুই আমার সন্তান এবং আমার যে কিছু আছে, তার কুটোগাছটিও দেবো না। এই বোঝ্, আমি কখনই অঙ্গীকার ভঙ্গ কর্‌বো না।

[সিন্ধুপ্রধানের প্রস্থান।

চিত্ত। (সজলনয়নে) আমার মনের মধ্যে যে কি হয়েছে, তা আর কেউ দেখ্‌চে না। বিধির কি বিড়ম্বনা! মা! তুমি

গর্ব্ভে ধারণ করেছ, অতএব একেবারে আমার প্রতি স্নেহহীনা হইও না। বরং কিছু দিন যাক্, তার পর বিয়ের আয়োজন করো। আর, যদি এও না কর, তবে আমাকে বনবাস দাও। কেনন্য, যে নারির রক্ষাকর্ত্তা নাই, তার শূন্য গৃহ অরণ্যের সমান।

সিন্ধুম। বাছা! তুমি আমাকে আর কিছু বলো না। আমি এতে কথাটী কবো না। তোমার যা মন যায়, তাই কর। তোমার সঙ্গে আমার এই অবধি। যা হবার, তা হয়েছে।

[সিন্ধুমহিষীর প্রস্থান]

চিত্তহরা। পতিহীনা পতিব্রতা, বৃথায় জীবন।
মায়াহীন মাতৃগৃহ, সেই মোর বন॥
পাষাণ হৃদয়ে, করে কন্যারে বর্জ্জন;
দয়ার করিয়া গয়া, দিলে বিসর্জ্জন॥
মরণে জীবন মোর, জীবনে মরণ;
জীবন জুড়াই, লয়ে কৃতান্তশরণ॥ (রোদন)

মুক্তি। কেঁদো না, কেঁদো না; চুপ কর।

চিত্ত। হা বিধি! তোমার মনে এই ছিল? মুক্তি! কি হবে তা বল? এ দায় হতে কেমনে ত্রাণ পাইতে পারি? পরমারাধ্য স্বামী মর্ত্ত্যলোকে বিদ্যমান আছেন, ও পরম পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষের সাক্ষি মানিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং সেই সুকৃতিও দেবলোকে প্রচার হইয়াছে। অতএব স্বামী ইহলোক ত্যাগ করতঃ সুরলোকে গমন করিয়া তাহা প্রত্যর্পণ না করিলে, তার ব্যতিক্রম করে, কেবল ধর্ম্মে পতিতা হব! মুক্তি! যে

পরামর্শ থাকে তা বল্? আমার বড় বিপত্তি! এখন দুটো সান্ত্বনা কর্ যে, প্রাণে বাঁচি। মুক্তি! খেদে আমার প্রাণ বিয়োগ হচ্চে! সরলা অবলার প্রতি দারুণ বিধি যে, এমন বঞ্চনা কর্বেন, তা আমি স্বপ্নেও জানিনে! মুক্তি! আহা এসময় তোর মুখে দুটো কথাও নেই রে? দুটো সান্ত্বনার বাক্যও নেই রে? হা পোড়া কপাল!!

মুক্তি। ধর্ম্ম আর কোথায় যাবে? যেখানকার ধর্ম্ম, সেইখানেই আছে। চারুমুখ দেশত্যাগী হইয়া সংসারে তার থাকা না থাকা, দুই সমান হয়েছে। সে যে আবার ফিরে এসে তোমাকে দাওয়া কর্বে, তা মনেও করো না। আর যদিও এসে তোমাকে চায়, সেও তুমি জান্বে যে, অতি সংগোপনে বই নয়। এমন গতিকে কুমার সম্মো হনকে তোমার বিবাহ করা, আমার ভালই বিবেচনা হয়। বিশেষে কুমার সম্মোহন দেখ্তেও অতি মনোহর। এমন চারুচক্ষের আভা বুঝি কুরঙ্গেতেও নাই। চারু-মুখ তার কোথায় লাগ্বে? যদি এই দ্বিতীয় বিবাহে তুমি সুখী না হও, তবে আমাকে যা ইচ্ছে যায় তাই বলো। কেননা, এ বিয়েটী তোমার প্রথম বিয়ের অপেক্ষা অনেকগুণে ভাল বল্তে হবে। আর যদি তাও না হয়, তবু তোমার প্রথম স্বামী এখন না থাকার মধ্যেই ধর্তে হয়। কেননা তার থাকা, আর না থাকা এখন তোমার পক্ষে দুইই সমান হয়েছে; জীয়ন্তে মরা; ও তোমার কোন কাযেই এলো না।

চিত্ত। (ব্যাকুলা ও ক্রোধান্বিতা) হাঁ লো মুক্তি! তোর কি যথার্থ মনের কথা এই না কি?

মুক্তি। হাঁ, আমি অন্তঃকরণের সহিত বল্‌চি ; আমার মনের ভাব তাই। নচেৎ আমার যেন্ গতি হয় না।

চিত্ত। বেশ্ !

মুক্তি। বেশ্ কি ?

চিত্ত। বেশ্ প্রবোধ দিলি-বেনে। বেশ্ সান্ত্বনা কর্‌লি আমাকে যা হোক্। এখন যা ; মাকে গিয়ে বল্ যে, আমি ব্রহ্মচারির আশ্রমে ঠাকুর দর্শন কর্‌তে যাবো। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে আমার মনে বড় ক্ষোভ হয়েছে, সেই পাপের প্রশমন করা চাই।

মুক্তি। এ ভাল কথা। তবে আমি চল্লেম।

[মুক্তির প্রস্থান।

চিত্ত। (স্বগত।) মাগী কি অসৎ ! কাল্‌নাগিনী ডাইনি !! ওর্ মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়। অনায়াসে বল্‌লে সুকৃতি ভঙ্গ কর। এমন গতিকে এতে অধর্ম্ম নাই। মাগী কি নষ্ট ! এ কথা শুন্‌লে পাতক আছে। আর যে মুখে তাঁর অপরূপ রূপ গুণ বোলে সেদিন ব্যাখ্যা করেচে, সেই মুখেই এখন তাঁর নিন্দে কর্‌চে। এ কি কাণে শুনা যায় ? না সহ্য করা যায় ? আমি এমন পাপীয়সীর পরামর্শ চাই নে। তোর যে খানে ইচ্ছে, সেখানে চলে যা। আজ অবধি তোতে আমাতে মনের মধ্যে ছাড়া-ছাড়ি হলো ও তুই আমার চিত্ত থেকে একেবারে গেলি। যা হোক্, আমি এখনি সেই ধর্ম্মার্ণতত্ত্বের বেত্তা ব্রহ্মচারির নিকট গিয়া এ বিষয়ের সৎ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব। যদি তাতেও কোন ফলোদয় না হয়, তবে প্রাণ পরিত্যাগ করাই ভাল। তা কর্‌বার তো আমার ক্ষমতা আছে।

গান।

রাগিণী সুরট—তাল আড়া।

প্রাণনাথ প্রাণ রাখ, দেখা দিয়ে এ সময়ে।
নতুবা অবলা মরে, আপন মানেরি ভয়ে॥
তরঙ্গে ডুবিল তরি,
হেরিয়া আতঙ্কে মরি ;
উঠিছে গঞ্জনা-বায়ু, কালরূপী মেঘ লয়ে॥

[চিত্তহরার প্রস্থান।

চারুমুখচিত্তহরা।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক

রঙ্গভূমি ব্রহ্মচারির আশ্রম।

[সম্মোহন ও তপোধনের প্রবেশ।]

তপো। শুক্রবারে না কি বিবাহের দিন ধার্য্য হলো? তবে তো তার আর অধিক সময় নাই?

সম্মো। হাঁ, কন্যাকর্ত্তার ইচ্ছা এইরূপ বটে। আর "শুভস্য শীঘ্রং", সুতরাং আমারো তাতে অমত নাই।

তপো। তুমি বল্লে যে, এ বিবাহে কন্যাটীর যে কি মন, তাহা বুঝা যায় নাই। তবে তো এটী বড় অপ্রশস্ত কর্ম্ম হয়েছে? আমি বড় ভাল দেখিনে, এতে কোন ব্যতিক্রম হতে পারে!

সম্মো। ঠাকুর! সকল বিবাহেতেই ব্যতিক্রম আছে। লক্ষ কথা না হলে, একটী বিবাহ হয় না। তবে কথা এই যে, ভ্রাতা অনুকূলের অকালমরণে সেই সিন্ধুবালা এক্ষণে অতিশয় ব্যাকুলা আছে ও দিবা নিশি শোকপরার ন্যায় বিলাপ করিতেছে। এ সময় বিবাহের প্রস্তাব তার

কাছে কে কর্‌বে? যেখানে অহরহ রোদন, সেখানে প্রজাপতির গতিবিধি থাকে না ও হর্ষমতি রতিও তথায় বিমর্ষা হন। একারণ পিতার মনন যে, অনতিবিলম্বে দুহিতার বিবাহ দিয়া উপস্থিত শোক-তাপ হইতে তাহাকে বিরতা করেন। নচেৎ একাকিনী সর্ব্বদাই তাই ভেবে ভেবে সেই শোকে সে নিশ্চয় অবসন্না হইবে। যদি এরূপ সত্বরতার আর কোন কারণ থাকে, তা আমি জানি না।

তপো। (নিঃশব্দে) এই অশুভ বিবাহে কালহরণের যে বিশিষ্ট কারণ আছে, তা যদি আমি না জান্‌তেম তো ভালই ছিল। সম্প্রতি দেখ, আমার আশ্রমে চিত্তহরা কুমারী আসিতেছেন।— বালে! তোমার মঙ্গল হউক? একাকিনী কেন?

[চিত্তহরার প্রবেশ।]

চিত্ত। প্রণাম। দেব! তুষ্টিপ্রসাদ কর।

তপো। এসো! মঙ্গল হোক্।

সম্মো। আজ্‌কে আমার শুভযাত্রা বটে; ভাবীভার্য্যার সহিত হঠাৎ সংমিলন হইল।

চিত্ত। (অধোমুখে) আগে ভার্য্যা হই, তার পর শুভাশুভ গণনা করো।

সম্মো। তার-আর বিলম্ব কি? সে তো এই বৃহস্পতিবারেই!

চিত্ত। যা হবার, তা অবিশ্যি হবে। আর যা হয়েছে, তা হয়েছে।

তপো। সেটা তো বাঁধা কথা, ধরাই আছে।

সন্ধ্যো। তবে সম্প্রতি এখানে আগমনের প্রয়োজন ? পুনঃ ঈশ্বর দর্শনাপেক্ষা ? এই হবে।

চিত্ত। আর পাপমুখে কি বল্‌বো ; মনের কথা মনেই আছে।

সন্ধ্যো। তা থাক্ ; কিন্তু এও তো বল্‌তে পার্‌বে না যে, আমার প্রতি তোমার মন নাই। এ দেবালয়, বুঝে সুঝে বল্‌বে।

চিত্ত। যাকে ভালবাসি, তা বল্‌বো ; কিন্তু সেটা তোমার সম্মুখে বলার অপেক্ষা পশ্চাতে বলাতে তোমার পক্ষেই ভাল।

সন্ধ্যো। আহা মরি ! চক্ষে এখনও জলধারা পড়্‌ছে। যেন সে মুখখানি নয় !

চিত্ত। যা মুখে বল্‌তে পারি নাই, তা আমার নয়নবারিতে প্রকাশ করেছে। সুতরাং চক্ষের জলে আমার উপকার বই অনুপকার করে নাই।

সন্ধ্যো। নয়নবারিতে তোমার বরাননের যা না অপকার করেছে, এই এক কথায় তুমি তার অধিক করালে।

চিত্ত। যে কথা সত্তি, তা মন্দ কথা হলেও নিন্দের নয়। আর, যা বল্‌বো, তা আপনার মুখের উপরেই বল্‌বো।

সন্ধ্যো। শুন ধনি ! ও বরানন তো এখন তোমার নয় ; বরং আমারি বল্‌তে হবে। সুতরাং ওমুখের অযশ করাই আমার অযশ।

চিত্ত। আমার কিছুই এখন আমার নয়, বদন তো বটেই ; এ কথা মানি। ব্রহ্মচারি ঠাকুর ! এখন আপনার অবকাশ আছে ?

তপো। যথেষ্ট। তনয়ে ! তোমার প্রয়োজন কহ ?

সম্মো। তবে এখন আসি! সিন্ধুসুতার ঈশ্বরচর্চ্চার ব্যাঘাৎ করা উচিত নয়। ভগবৎ স্বেচ্ছায় আগামী শুক্রবারে আমাদের মিলন হবে।

[সম্মোহনের প্রস্থান।

চিত্ত। পিতঃ ব্রহ্মচারি! সম্প্রতি দ্বারকদ্ধ করে এসে, এ অভাগিনীর মনোদুঃখের কথা শুন। আর আমার সঙ্গে বসে রোদন কর। এর আর কোন উপায় নাই; এর ঔষধ নাই, এবং শোধরাবারও আশা নাই।

তপো। তনয়ে! তোমার পরিতাপের সমস্ত বিবরণ আমি জ্ঞাত হইয়াছি। এ আমার জ্ঞানগোচরের অতীত। আগামী শুক্রবাসরে তোমার অবশ্যই কুমার সম্মোহনের সঙ্গে পরিণয়ের নিশ্চয়তা আছে। বোধ হয়, কিছুতেই তাহা নিবারণ হইতে পারে না।

চিত্ত। পিতঃ! তবে এ দায় হতে কিরূপে পরিত্রাণ পেতে পারি তা আমাকে বল; তুমি যে এ সকল শুনেচো, কেবল এ কথা বল্লেই আমি শুনবো না। যদি তোমার বুদ্ধিসাধ্যে কোন সদুপায় না হয়, তবে আমি এখনি আত্মঘাতিনী হব। তখন তুমি বল্‌বে যে, আমার সাহস ধন্য বটে। দেখ, ঈশ্বর ইচ্ছায় উভয়ে উভয়ের মনোমত হওয়াতে আপনি বিধিমতে আমাদের দুই হাত একত্র করে দিয়েছেন। অতএব যৎকালে প্রাণপতি চারুমুখ বিধিমতে মদীয় পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহা আর কেহ গ্রহণ করিতে পারে না; এবং যখন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সেই প্রাণপতি চারুমুখকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন তাহা আর অন্য জনকে অর্পণ করিতে পারিব না। বরং তদপেক্ষা এই অসিতে আত্মনাশ করিব সেও

ভাল। অতএব পিতঃ! তোমার পরিণতজ্ঞানসংস্কারে আমাকে এমন উপদেশ দান কর যে, তাহার উপযুক্ত হইতে পারি। নচেৎ এই ক্ষণেই আত্মঘাতিনী হইয়া এই বিষম বিপত্তি হইতে উদ্ধারের উপায় করিব এবং তুমি প্রবীণ পুরুষ হইয়াও স্বীয় চেষ্টা ও সদ্বুদ্ধি দ্বারা যদি এ নারির সতীত্বরূপ সম্মান রক্ষা করিতে অপারক হও, তবে তাহা আমি নিজে রক্ষা করিব। যাহা হয় তুমি সত্বরে বুঝিয়া বল। কেননা, যদি তুমি কোন বুদ্ধি দান করিতে না পার, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিতে নিশ্চয় করিয়াছি।

তপো। বালে! ধৈর্য্য হও। ইহার এক উপায় আছে, কিন্তু তাহা সম্পন্ন করা অতি অসম সাহসের কর্ম্ম। বরং যে দুঃসাহস নিবারণ জন্য তাহা অবলম্বন করা যাইবে, ইহাতেও তদনুরূপ দুঃসাহসের প্রয়োজন হইবেক। তনয়ে! যদি কুমার সম্মোহনকে বিবাহ করণাপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃকল্পা হইয়া থাকে ও তাদৃশ সাহস না ছাড়িয়া থাক, তবে অকালমৃত্যু নিবারণার্থে কৃত্রিম মৃত্যুসঞ্চারিণী ঔষধি গ্রহণ করিয়া সতীত্বনাশরূপ লজ্জা নিবারণ করিতে তোমার মত হইতে পারে। এতে যদি তোমার সাহস হইয়া উঠে, তবে আমি সেই ঔষধি দিব।

চিত্ত। বিভো! এই বিবাহ বারণ জন্য যদি আমাকে ঐ পর্ব্বত হইতেও পড়িতে হয়, সেও শ্রেয়ঃ; অথবা যদি তস্করের ন্যায় গোপনে গুপ্তপথে ভ্রমিতে হয়, সেও ভাল; সর্পের সহিত এক গৃহে বাস করিতে হয়, সেও উত্তম; শৃঙ্খল দ্বারা মত্ত মাতঙ্গের পদতলে বাঁধিয়া দাও, তাহাতেও সম্মত; প্রেত পিশাচাদির ক্রীড়ার স্থান শ্মশানভূমী, যথায়

নর-অস্থি ও মুণ্ডমালার ভীষণ কড়্মড়ি শুনিয়া সভয়ে জীবলোকেরা জীবনের আশা ছাড়িয়া দেয়, তথায় লইয়া ঘোর নিশিতে বদ্ধ করিয়া রাখ, সেও ভাল; অথবা শবের সহিত তাহার আচ্ছাদন বস্ত্রের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া রাখ, কিম্বা জ্বলচ্চিতানলের অভ্যন্তরে গোপন করিয়া রাখ; এই যে যে সমস্তের নাম করিয়া এই দেখ আমার হৃৎকম্প হইতেছে, তাহাতেও স্বচ্ছন্দ জ্ঞান করিব, তথাপি সম্মোহনের সঙ্গে পরিণয় না হয়। এবং এই পতিব্রতা নারির চির দিন সেই পরামারাধ্য পতির পদে মতি থাকে, এই বাসনা।

তপো। বালে! ধৈর্য্য হও এবং সত্বরে ঘরে গিয়া কপটহর্ষে জনক জননীকে কহ যে, উপস্থিত বিবাহে তোমার মন হইয়াছে! কল্য বুধবার, পরশ্ব বিবাহের দিন। কল্য নিশিতে একাকিনী শয়ন করো। চেড়ি মুক্তিকে কদাচ শয়ন-মন্দিরে আসিতে দিও না। এই দ্রব দ্রব্য লইয়া শয়নকালে পান করো: পরে স্বল্পক্ষণেই দেখিবে যে, তাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিস্তীর্ণ হইয়া হিম কলেবর ও নিদ্রা কর্ষণ করিতেছে এবং নাড়ি স্বাভাবিক গতি রহিতা হইয়াছে। অর্থাৎ ধাতু পাওয়া যাইবেক না এবং শ্বাসহীন হিমাঙ্গ দেখিয়া সকলেই বোধ করিবে যে, তোমার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। তোমার ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশের বিচিত্র আভা বিবর্ণ হইবে আর চক্ষের পাতা পড়িয়া রহিবে, অর্থাৎ মৃত্যুকর্ত্তৃক হৃতপ্রাণ দেহের যেমন অবস্থা হয়, চক্ষুও তদবস্থাপন্ন হইবে। শরীরের খিল খেলিবে না এবং মরিলে যেমন আড়ষ্ট, কঠিন ও হিম হয়, তদনুরূপই হইবেক। তাহার পর এই কাল্পনিক মৃত্যুর ভাবে

তুমি দ্বাদশ প্রহর থাকিয়া, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিবে। পরে অধিবাসাদির জন্য যখন তোমাকে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে তুলিতে আসিবে, তখনি দেখিবে যে, তুমি গতপ্রাণা। তাহাতে দেশাচারমতে তোমাকে বেশ ভূষা করাইয়া, শেষে সিন্ধুকুলের সমাজঘরে লইয়া, সমাধি-স্থলে স্থাপন করিবেক। ইত্যবসরে তুমি জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই আমি সত্বরে সংবাদ প্রেরণ করতঃ চারুমুখকে আনিয়া রাখিব। অনন্তর তিনি ও আমি উভয়ে গিয়া তোমার চৈতন্যের প্রতীক্ষা করিব ও তোমার চেতনা হইলেই, তোমাকে তাহার সঙ্গে দিব যে, পরম হর্ষে প্রাণপতি সংমিলনে সেই নিশিতেই ত্রিবঙ্কুর দেশে গমন করিতে পারিবে এবং তদ্দ্বারা তোমার দ্বিতীয় বিবাহ নিবারিত হইয়া, অনায়াসে তোমার সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা হইবেক। যদি নারিস্বভাবে ভীত না হও এবং ইহাও অলীক ক্রীড়া মাত্র বোধ না কর, তবে তাহা করিতে সাহস বাঁধিলে ঔষধ অবশ্য ফুরিবে।

চিত্ত। (ব্যগ্রতা) দেব! তবে ঐ ওষুধ দিয়া আমার প্রাণ রাখ। আমি যে তাতে ভয় পাব, এ কথা মুখেও এনো না।

তপো। তবে ধর, এই ঔষধ লও। দৃঢ়মনে ইহা পান করিও, ভগবৎ স্বেচ্ছায় তুমি চরিতার্থা হইবে। আমি এই দণ্ডে তোমার প্রাণপতির নামে পত্র লিখিয়া আমার প্রিয় শিষ্য বিরচনের হাতে দিয়া, ত্রিবঙ্কুরে পাঠাইতেছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও।

চিত্ত। (সাশ্রুমুখী) তবে তাই কর। আমি এখন আসি। আর এই আশীর্ব্বাদ করো, যেন আমি কৃতকার্য্য হই।

হে প্রেম! এই অভাগ্যবতী প্রমদাকে এই শক্তি দাও যে, তাহার অনুকম্পায় সাহস বাঁধিয়া এই ব্যাপারে আমি কৃতার্থা হইতে পারি। পিতঃ ব্রহ্মচারি! তবে প্রণাম করি।

তপো। এসো মা! ভগবতী দাক্ষায়ণী তোমার দুঃখ দূর করুন্।

চারুমুখচিত্তহরা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—সিন্ধুভবন।

[সিন্ধুপ্রধান, মহিষী, মুক্তি ও পরিচারকগণের প্রবেশ।]

সিন্ধুপ্র। তোরা কেউ যা রে! নিমন্ত্রণপত্রগুলি বিলি করে আয়। আর জন কতক রসুইকর-বামুনকে ডেকে নিয়ে আয়; যারা বেশ্ পাক্-শাক্ কর্‌তে পারে।

[জনৈক ভৃত্যের প্রস্থান।

কচিৎ ভৃ। মশাই! বেশ্ বেশ্ পাওয়া যাবে। আর আমিও দেখ্‌বো যে, তারা চাক্‌তে পারে কি না।

সিন্ধুপ্র। তুই কেমন করে দেখ্‌বি?

ভৃত্য। মশাই! যে বেটা রসুইকর আগে না চেকে দেখে, সে বেটা তো ঘোর আনাড়ি। আমার সঙ্গে এমন সব রসুইকরের চলে উঠে না। আমি চাক্‌তে ভালবাসি।

সিন্ধুপ্র। দূর হোয়ে যা, বেটা পেটুক!—

[অপর ভৃত্যের প্রস্থান।

এবার তবে বুঝি কিছুই থাক্‌বে না। মুক্তি! চিত্তহরা কোথা গেছে? ব্রহ্মচারিণির মঠে তো নয়?

মুক্তি। তাই তো গেছেন গো! কতবার করে বল্‌বো? যে, আস্‌চেন। একটুতেই এদের হাউ-কাউ।

সিন্ধুপ্র। ব্রহ্মচারির পরামর্শে তার মতি ফির্‌লেও ফির্‌তে পারে। তবে বলা যায় না। এ কেবল এক গুঁয়েমো, আর নেখ্‌রা করা বৈ নয়।

[চিত্তহরার প্রবেশ।]

মুক্তি। দেখ-দেখি, কেমন আহ্লাদ করে আস্‌চে! মুখটা যেন হাসি-খুসির মত।

সিন্ধুপ্র। কও, কন্যে চিত্তহরে! কোথা গেছ্‌লে? কি একগুঁয়ে মেয়ে! বাপ্‌রে বাপ্!!

চিত্ত। পিতঃ! আজ্ঞালঙ্ঘন করাতে আমার যে পাপ হয়েচে, তারি প্রায়শ্চিত্ত জন্য গেছ্‌লেম। তপোধন বল্লেন যে, পিতার চরণে পড়ে ক্ষমা যাচ্‌ঞা কর। অতএব পিতঃ! আমি গলায় বস্ত্র দিয়ে বিনয় করে বল্‌চি, আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর। আমি বুদ্ধিহীনা অবলা। (নিঃশব্দে)

পদ্য।

ক্ষমা কর পিতঃ, পাপ করিয়াছি যত।
প্রণত হইনু, এই জনমের মত॥
বঞ্চিৎ হইয়া, প্রাণপতির চরণে।
তিলেক বিষাদ নাহি, অকালমরণে॥

সিন্ধুপ্র। তবে কুমার সম্মোহনকে সমাচার দাও। সব মঙ্গল বটে: কাল্ বিবাহ দেওয়া স্থির।

চিত্ত। মা! তিনি সব শুনেছেন। আমি যা বল্‌বার, তা বলেছি; ব্রহ্মচারির আশ্রমে সাক্ষেৎ হয়েছিল।

সিন্ধুম। তবে আর কি?

সিন্ধুপ্র। বড়ই মঙ্গলের কথা! আমি গিয়া কুমারকে ডাকিয়া আনি'। বেশ্ বেশ্! ভগবৎ স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচারী আমা-

দের মহোপকার করিলেন। আমরা এজন্যে দেশস্থদ্ধ তাঁর নিকট বড়ই বাধিত হইলাম।

চিত্ত। মুক্তি! তুই একবার আমার ঘরে আয়। আমার গহনা-গাঁটি যা যা চাই, এসে গুছিয়ে দে। যে সমস্ত অভরণ আমি কাল পর্‌বো, তাই বার করে নি।

সিন্ধুম। তার এখনও সময় আছে। বিয়ে তো বৃহস্পতিবারে?

সিন্ধুপ্র। তবে মুক্তি! তুই চিত্তহরার সঙ্গে যা; তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিবি! আর তো দিন নাই; আমরা কাল্‌কের নান্দীমুখের আয়োজন করি।

[চিত্তহরা ও মুক্তির প্রস্থান।

সিন্ধুম। আমাদের গোচ্‌গাচের আর সময় নাই। প্রায় রাৎ হয়ে পড়্‌লো।

সিন্ধুপ্র। সে কি! আমি এখনও এ দিক্‌ ও দিক্‌ করে বেড়াবো, দেখ্‌বো শুন্‌বো। তখন দেখো, সব গোচালো থাকে কি না। মহিষি! তুমি এর জন্যে ভেবো না, সব হবে। আমি তো আজ্‌ শোব না, তা হলে হয়ে উঠ্‌বে না। দেখ-দেখি, আজ আমি কেমন গিন্নেপণা করি। আমি রইলেম, তুমি যাও। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে! কে কোথা রে? এ কি! সকলেই চলে গেছে না কি?—গেছে-গেছে! আমি আপনি কুমার সম্মোহনের কাছে গিযে বোলে আসি, যেন কাল্‌ সে নিজে উদ্যোগ-সংযোগে থাকে। মহিষি! আজ্‌ আমার চিত্ত অতিশয় প্রফুল্ল হয়েছে; কেননা, সেই দুহিতা অতঃপর বশীভূতা হইল।

সিন্ধুম। (নিঃশব্দে) তা বটে; কিন্তু আমার মন কেন এমন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌চে? কি হবে ঈশ্বর জানেন।

[প্রস্থানং।

চারুমুখচিত্তহরা।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—চিত্তহরার শয়নমন্দির।

[চিত্তহরা ও মুক্তির প্রবেশ।]

চিত্ত। মুক্তি! ঐ কাপড়ই ভাল: তাই বার কর। আমার যেমন সময় পড়েছে! আর তুই গহনা-গাটিগুলি দিয়ে, এখান থেকে যা; আমি এখন ঈশ্বরের নাম করি যে, আমার বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর করিয়া, অভাগিনীর প্রতি তিনি যেন এবার প্রসন্ন হন্। আমি বুঝ্‌চি যে, আমার দেহরূপা এই ভগ্ন তরি পাপেতে অতিশয় ভারী হইয়াছে। তাও তোর অগোচর নাই।

মুক্তি। তবে আমি এখন আসি।

[মুক্তির প্রস্থান।]

গান।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

চিত্তহরা।—

প্রাণ যায় নাহি দায়, কি দায় বিদায় দিয়ে।
বিচ্ছেদবিদগ্ধা দেহ,
সম্ভাষিতে নাহি কেহ,-গো—
মনে হয় বনে যাই, মানে মানে মান নিয়ে॥

(চমকিতা) এত রেতে কার পায়ের শব্দ শুনি!

[সিন্ধুমহিষির প্রবেশ।]

সিন্ধুম। তুই কি কর্‌চিস্ চিত্তহরা? আমি কিছু তোর গুটিয়ে গাচিয়ে দেবো?

চিত্ত। না, মা! আমি সব গুচিয়ে নিয়েচি। কাল্‌কের কাযে আমার যা যা লাগ্‌বে, তা সব নিলেম। মুক্তি বরং তোমার কাছে আজ্ রেতে থাক্; কেননা তুমি তাড়াতাড়িতে কর্ম্ম-কাযে বড় ব্যস্ত থাক্‌বে, সেও কিছু করে কর্ম্মে দিতে পার্‌বে। আমি আজ্ এক্‌লা থাকি।

সিন্ধুম। তবে আমি এখন চল্লেম। তুই একটু শো; রাত অনেক হয়েছে।

[সিন্ধুমহিষির প্রস্থান।

চিত্তহরা। (স্বগত)—

উদ্দেশে প্রণাম তব পদে, হয়ে নত।
দুহিতা বিদায় মাগে, জনমের মত॥
পুনর্ব্বার কোন্ যুগে, হইবে মিলন।
আমার ভাগ্যের কথা, বিধির লিখন॥

দেখ্‌চি যে, আমার মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটা ভারী ভয় জন্মাল। সেই ভয়েই বুঝি আমার এপ্রম হৃৎকম্প ও সর্ব্বশরীর হিম হয়ে, অন্তর নাড়িতে টান্ পড়্‌চে। যা হোক্ আমি আবার সাহস বাঁধি, তবেই স্বচ্ছন্দ হব। মুক্তি রে!—ও মুক্তি!—না; তাকেই বা ডাকি কেন? সে এসে কি কর্‌বে? এই সাংঘাতিক কর্ম্মে এক্‌লাই থাকা ভাল। তবে আর কেন? ওষুধ গ্রহণ করি। ওষুধ তো কাছেই রয়েচে; কিন্তু কথা এই যে, যদি

কদাচিৎ ওষুধে গুণ না করে, তখন কি হবে ? তবে কি আমার হাত্ পা ধরে নিয়ে গিয়ে ছাল্‌নাতলায় ফেল্‌বে ? তার পর বলপূর্ব্বক কুমারের সঙ্গে বিয়ে দেবে ? যদি তাই করে এখন বুঝি, তবে আগেই এই ছুরি গলায় দিয়ে আত্মঘাতিনী হব। তাতে কোন্ না তাহা নিবারণ হবে ? এই তো ছুরি আছেই,—

(তীক্ষ্ণ ছুরিকা শয্যায় স্থাপন করেন।)

আর এক কথা এই যে, যদি এ আর কোন ওষুধ না হোয়ে, বিষই হয় ও আমার অকালে অপঘাত্ মৃত্যু-সাধন করিতে ব্রহ্মচারি তাহা দিয়া থাকেন! কেননা, পুর্ব্বে বিধিমতে চারুমুখের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়া পুনরায় সম্মোহনকে মন্ত্রঃপুত করিয়া দিতে হইলে, তাঁহার অধর্ম্ম ও মানহানি হইবেক, ইহা তাঁহার অগোচর নাই এবং অদ্য নিশিতে আমার বিয়োগ না হলে, অবশ্যই এ বিবাহের নিয়োগ আছে এও বেশ্ জানেন, সে জন্যে আমাকে বিষ দিলেও দিতে পারেন, এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু তপোধন অতি ধর্ম্মপরায়ণ ; তাঁর প্রতি এমন বিবেচনাই হতে পারে না। তার পর আর এক কথা এই যে, যদি প্রাণপতি আমাকে মুক্ত করিতে আসিবার আগেই আমার চৈতন্য হইয়া উঠে, তখন কি হবে ? সেও এক শক্ত কথা। বিশেষতঃ সেই ভয়ানক সমাজ-ঘরে, যথায় চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ ও বায়ুর সঞ্চার মাত্র নাই, তন্মধ্যে বদ্ধ থাকিবার সময়ে প্রিয়পতির আসা-পথ চাহিয়া যদি আমারি প্রাণ বিয়োগ হয়, তারই বা অ-বিশ্বাস কি ? আর এও জানা আছে যে, শত শত বৎ-সরাবধি পূর্ব্বপুরুষগণের পুঞ্জ পুঞ্জ অস্থি ঐ প্রেত-ভূমিতে

পোঁতা আছে এবং অস্ত্রাঘাতে সম্প্রতি পতিহস্তে হত ভাই অনুকূলও তথায় মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে ও ভূত, প্রেত, পিশাচাদি দৈত্য দানবেরা উক্ত শ্মশান-গৃহে ঘোর নিশিতে নর অস্থি ও মুণ্ডমালা লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। এ সমস্ত দৃষ্টিমাত্রে জীবীতেরা অজ্ঞানাভিভূত হইয়া ভূতলে পড়িতে পারে। যদি এমন সময়েতেই আমার চেতনা হয় ও সে সময়ে প্রাণপতিকেও সম্মুখে দেখিতে না পাই এবং তিনি আমাকে প্রাণে বাঁচাইতে না আসিতে পারেন; তবে আমি ঐ সমস্ত দেখিয়া যে আরো উন্মাদিনী হব, এর আটক কি? এবং তদবস্থাপন্না হইয়া ধরাশায়ী পতি শত্রু ভাই অনুকূলকে তাহার সমাধি-শয্যা হইতে হয় তো টানিয়া আনিয়া, শেষ পূর্ব্বপুরুষগণের অস্থিমালা লইয়া তাহা শেল শূলের ন্যায় ধরিয়া যদি আপনারি মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি; এরি বা অসম্ভব কি? (চমকিত ও প্রলাপ) সম্মুখে আমার এ একটা কি? বুঝি ভাই অনুকূল প্রেতত্ব পাইয়া প্রাণপতি চারুমুখকে অন্বেষণ করিতেছে! কেননা, তিনি স্বীয় অসির অগ্রভাগ দিয়া তাহাকে ছেদন করিয়াছিলেন। ভাই রে, অনুকূল! স্থির হও! পতে, চারুমুখ! আমিও চল্লেম; অপেক্ষা কর। তোমার উদ্দেশে এই বিষম পানীয় পান করি। ---

(পান করতঃ শয্যায় ঢলিয়া পড়েন।)

চারুমুখচিত্তহরা

চতুর্থ অঙ্ক।

রঙ্গভূমী— সিন্ধুভবন।

[সিন্ধুমহিষী ও মুক্তির প্রবেশ।]

সিন্ধুম। হাঁ লো মুক্তি! রান্নাঘরে কি হচ্চে? রাঁধবার ঝাল মসলা বার্ করে নিয়ে আয়।

মুক্তি। সেখানে তারা পিটে গড়্চে। খেজুর ও শুক্নো আঁঙুর চায়। আমি দিয়ে আসি।

[সিন্ধুপ্রধানের প্রবেশ।]

সিন্ধুপ্র। নেও নেও. একটু ত্বরা কর; রাৎ তিন প্রহর হয়েছে। ঘণ্টা বেজেছে! মুক্তি! দেখিস্, যেন রসুই সব বেশ্ হয়। মাংস, ভাল হওেই চায়। আমি কখনো ব্যয়-কুণ্ঠ নই। এই বুঝিস্।

মুক্তি। তুমি শুয়ে পড়্-গে। তোমার আর রাৎ জেগে কায নেই! না হলে, রাৎ জেগে কাল্ আবার ব্যামো হবে।

সিন্ধুপ্র। এক তিলও নয়। আমি কি আজ্ নূতন রাৎ জাগ্চি? কত ছোট ছোট কর্ম্মে রাত্রি জেগে মরি, এতো একটা কন্যা-দায়।

সিন্ধুম। বয়সকালে বেশ্ জেগেছ, তা জানা আছে : কিন্তু এখন আমার চেতনা হয়েচে, তাই আঙুলে বেড়াচ্চি।

[সিন্ধুমতিনী ও চৈত্তির প্রস্থান।]

[ডালা, চুপড়ি লইয়া ভৃত্যগণের প্রবেশ।]

সিন্ধুপ্র। মেয়েগুলো কি হিঁশ্‌কুড়ে! কেবল আঙুলে আঙুলে মরে। হাঁ রে বেটারা! এ সব কি?

প্র ভৃত্য। রাঁদ্‌বার দিব্যি-সামিগ্রী, মশাই! এর ভেতোর কি কি আছে তা আমরা জানিনে।

সিন্ধুপ্র। শীগ্‌গির শীগ্‌গির নিয়ে আয় বেটারা! রঘুকে ডাক্ : সেই শুক্‌নো কাঠ দেখিয়ে দেবে।

দ্বি ভৃত্য। মশাই! আমার মাথাতেই শুক্‌নো কাঠের বোঝা। তাকে কেন ডাক্‌বো : আমার মাথায় তো রস-কষ নেই।

সিন্ধুপ্র। বটে, বটে। বেটার-ছেলে বেশ্ বলেছে! আসল অক্টি-ধেতে! (হাস্য) এ বেটার মাথাটা কেবল কাট্-ঠোক্-রার ঠোঁট। এখন দেখ্‌চিস্ কি রে বেটারা? তোর হোয়ে পড়্‌লো, এখনি যে বর আস্‌বে! — ঐ শোন্, বাজনা-বাদ্যি উঠেছে! — তাই তো শুন্‌চি, বেশ্ নিকটে এসেচে।

[গুরু বাদ্যোদ্যম।]

তাই তো বটে! নয় কেন? (উচ্চৈঃস্বরে) তোরা কে কোথায় রে? মহিষি! মহিষি! এ দিকে এসো! মুক্তি! শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়! এ কি! কারো দেখা নাই!

[মুক্তির প্রবেশ।]

মুক্তি। কেন ডাকা-ডাকি কর্‌চো ?

সিন্ধুপ্র। গিয়ে চিত্তহরাকে তোল। বেশ-ভূষা করে দে। দৌড়ে যা-যা। মাগী আপনার ভরে নড়্‌তে পারে না।

মুক্তি। যাচ্চি যাচ্চি! বল্লে আর তর নেই। হাড়্ দুখানি আমার এই সবে ঢেকেচে, এমন কোরে খোঁড় কেন গা!

সিন্ধুপ্র। যা, যা; শীগ্‌গির যা! আমি গিয়ে বরকে আগ্‌বাড়ন নিয়ে আসি। এখনো দাঁড়িয়ে রইলি? যা, যা।

[সিন্ধুপ্রধানের প্রস্থান

মুক্তি। চল্লেম গো! (স্বগত) এখন দিন দিন রোগা হবো। লোকের চোকে চোকে আমার শরীরটে গেল!—

[প্রস্থান।

চারুমুখচিত্তহরা

পঞ্চম অঙ্ক।

[রঙ্গভূমী—চিত্তহরার শয়নাগার।]

[সুষুপ্তা চিত্তহরা শয্যার উপর ও মুক্তি দাসির প্রবেশ।]

মুক্তি। ঠাকুরাণ্! ওগো ঠাকুরাণ্! চিত্তহরে! এ কি? এত ঘুম! ওগো মেয়ে! সোণা মেয়েণ ধনি! সোণামণি! একি-মা! একেবারে সাড়া-শব্দ নেই। উঠে মুখ ধোও; তার পর সারা দিন ঘুমিও। কুমার সম্মোহন এখন আর ঘুমোবে না! তোমারো ঘুম এই পর্য্যন্ত! নেও, এখন ওঠ্-বেসে! ওমা এ কি! এমন ঘোরনিদ্রে! তবে তো দেখ্‌চি ওঠাতে হবে। ওগো ঠাকুরাণ্! ঠাকুরাণ্! উঠ্‌বে তো ওঠ! আর ভাল লাগে না! তবে বরকে ডেকে দি; সেই এসে তুলুক। তা হলেই আঁৎকে-মাৎকে উঠবে এখন। কেমন, তবে তাই করি? একি! গহনা-গাঁটি, কাপড়-চোপড় পরে আবার শোয়া! একি-মা! না উঠ্‌লো না। তবে গায়ে হাত দিয়ে তুলি:— ঠাকুরাণ্। ওগো ঠাকুরাণ্! (বিস্ময়াপন্না) ওমা! এ কি দেখি? মেয়ের যে হিমাঙ্গ! আঃ সর্ব্বনাশ!—আঃ সর্ব্বনাশ!— মেয়ে যে নাই দেখ্‌চি! (উভরায়) ওগো,

তোমরা শীগ্‌গির এসো! মেয়ে কেমন কেমন হয়েচে! বুঝি নেই! আহা! কি অশুভক্ষণে রাৎ পুইয়েছিল! ওগো মা-ঠাকুরাণ্! তোমরা এসে দেখ গো! মেয়ে বুঝি নেই! হা, আমার পোড়া কপাল! এ কি সর্ব্বনাশ!——

[সিন্ধুমহিষির প্রবেশ।]

সিন্ধুম। হাঁ লো মুক্তি! কথা কি? গোল কিসের?

মুক্তি। মা-ঠাকুরাণ্! সর্ব্বনাশ হয়েচে!

সিন্ধুম। কি,-কি! বল্ দেখি?

মুক্তি। ঐ দেখ-মা! মেয়ে নেই! কি অশুভক্ষণে রাৎ পুইয়েছিল!

সিন্ধুম। (কপালে করাঘাত পূর্ব্বক) ওমা, তাই তো দেখি! একি সর্ব্বনাশ! একি সর্ব্বনাশ! চিত্তহরে! ধন আমার ওঠ! না হয় তো আমিও মলেম। (উভরায় বিলাপ) কে কোথা আছিস্, আয় রে! আমরা একেবারে গেচি!

[সিন্ধুপ্রধানের প্রবেশ।]

সিন্ধুপ্র। (ত্রস্ত) আরে! কিসের গোল্? বর এসে বোসে রয়েছে। মেয়ে কোথা? নিয়ে এসো। কন্যে কোথা?

মুক্তি। আর কন্যে কোথা! মেয়ে কি আর আছে! (রোদন পূর্ব্বক) মেয়ে নেই! মেয়ে গেচে!

সিন্ধুপ্র। (বিস্ময়াপন্ন) সে কি? কোথা, দেখি-দেখি!—(খিদ্যমান্) আহা! নাই তো বটে! এই যে, হিমাঙ্গ হয়েছে! শরীরে আর রক্ত নাই, হাত পা সব আড়ষ্ট হয়েছে, ঠোঁট দুখানি নির্জীবের ন্যায় নিশ্চল হয়েছে। বোধ হয়, মৃত্যুরই এতে আবির্ভাব হয়েছে! আহা! মেয়ে

তো নয়, যেন বসন্তকালের অশোক কুসুমটি! কিন্তু মৃত্যুর হিমকরে আর্দ্রীভূতা হয়ে একেবারে হিম কলেবর হয়েছে। কি দুর্দ্দিন! বার্দ্ধক্যে আমার এই দশা হলো! হে ভগবন্!—

মুক্তি। আহা! কি অশুভক্ষণে আজ রাৎ পুইয়েছিল!

সিন্ধুম। হা বিধি! এমন দিনে এমন হলো! এ কেন হলো?

সিন্ধুপ্র। মহিষি! দেখে শুনে আমি ভেবো-হারা হয়েছি। আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। দারুণ মৃত্যুপতি তনয়াকে হরণ করে, আমারো কণ্ঠরোধ করে। হায় হায়, কি দুঃখ!!

[তপোধন, সম্মোহন ও বাদ্যযন্ত্রবাদকগণের প্রবেশ।]

তপো। তবে আর বিলম্ব কিসের? কন্যাকে নিয়ে এসো, পাত্রস্থা হউক। সব প্রস্তুত হয়েছে কি না?

সিন্ধুপ্র। গোসাঞী! কন্যা তো অগ্রসর হয়েছে। যে যাওয়া, সেই যাওয়া; আর তো ফিরে আস্‌বে না! (বিলাপ পূর্ব্বক) পুত্র সম্মোহন! আমাদের দুরদৃষ্টের কথা আর কি কহিব! আমাদের জীবনধন সেই চিত্তহরা কন্যা, গত নিশায় মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে! ঐ দেখ পড়িয়া আছে! যেন নববিকসিত বসন্ত-কুসুমটিকে কালের করাল করে রগড়িয়া বিনষ্ট করিয়াছে! অতএব মৃত্যুপতি তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া সেই আমার জামাতা ও বিষয়াধিকারী হইয়াছে। আমি মরিলে ত্যক্ত সম্পত্তি সকলি তাহার। প্রাণ যখন দেহ ছাড়িল, তখন সকলি মৃত্যুর!

সম্মো। পিতঃ! আমার অনেক দিনের আশা ছিল যে, এ বিবাহের দিন কবে হবে। কিন্তু এমন দিন যে এমন হবে, তা কে জানে! সকলি অদৃষ্টে করে! (বিলাপ)

সিন্ধুম। কি পোড়া দিন-মা! কি পোড়া দিন! এমন দিন যেন শত্রুরও না হয়।

পদ্য।

সবে মাত্র এক কন্যে, মা বলিতে নাহি অন্যে,
মহীতলে মায়েরি ভরসা।
দারুণ নিষ্ঠুর বিধি, কাড়ি নিল দিয়া নিধি,
বিনাশিয়া সংসারের আশা॥ [রোদন।

মুক্তি। (উভরায় ও মুক্ত কুন্তলে) হায়, হায়! কি অশুভক্ষণ! কি অশুভক্ষণ! কি অশুভক্ষণে রাৎ পুইয়েছিল! কি কুদিন মা! আজ্ কি কুক্ষণ! এমন কুদিন আর দেখি নাই। কোথা অধিবাস, না কোথা বনবাস কি সর্ব্বনাশ! হায় হায়, কি হলো! (কপালে করাঘাৎ।)

সম্মো। কত প্রকারে যম-যন্ত্রণা, তা আর বলা যায় না। হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল? প্রতারণা, প্রণয়িনী-বিচ্ছেদ, অনিষ্ট, অপচয় ও প্রাণনাশ এ সকলি হলো। নিদারুণ যম! এ সকলি তোমার কর্ম্ম। এ প্রতারণা কেবল তোমারি। এমন নৈষ্ঠুর্য্য আর দেখা যায় নাই। আমি একেবারে ছারে-খারে গেলেম। হে প্রিয়ে! হে জীবন! না; জীবন নহে, মরণ। মৃত্যুর ক্রোড়ে প্রাণধন!

সিন্ধুপ্র। আহা! কি অশুভক্ষণ! আমরা একেবারে অবজ্ঞাত, অবসাদিত, অনাদৃত ও হৃতজীবন হইলাম! এমন

দিনে এ দুর্দ্দিন কেন হলো ? তনয়ে! দুহিতে! বা মদীয় প্রাণধন! তুমি গত হয়েছ ? আ-মরি! মেয়ে আমার নাই, ও সেই সঙ্গে আমাদেরও সংসারের সুখ সকলি গেল।

তপো। তোমরা খেদ সম্বরণ কর। এই গোলযোগে বিলাপের কোন ফল নাই। এই কমনীয়া কুমারীতে তোমাদের ও দেব-লোকের উভয়েরই অধিকার ছিল। সম্প্রতি সুর-লোক সে সমস্তই পরিগ্রহণ করিলেন। তাহা সেই সুকুমারির পক্ষেই শ্রেয়স্কর বটে। কন্যাটীতে তোমাদের যে অংশ ছিল, তাহা অবশ্যই নশ্বর ও তদর্থে মৃত্যুকে নিবারণ করা নরজাতীয় অস্মদাদির অসাধ্য বটে; কিন্তু তাহাতে ঐশ্বরিক যে অংশ ছিল, ঈশ্বর তাহা অমর করিলেন। তোমরা বাল্যকালে তাহাকে বাৎসল্য-ভাবে লালন-পালন করিয়া সতত এই মনে করিয়াছিলে যে, তনয়ার পরিণামে কল্যান হয় এবং সে সুর-পুরনিবা-সিনীর ন্যায় চরমে পরম সুখী হইলে তাহাতেই তোমা-দের স্বর্গের সুখ, এই বিবেচনা করিয়াছিলে। কিন্তু এরূপ ভাবিয়াও তোমরা তনয়ার প্রতি তাদৃশ স্নেহ করিতেছ না; কেননা, সম্প্রতি তাহাকে সুর-পুরের পথে দেখিয়া শোকপর হইতেছ। ইহা তৎপক্ষে প্রেম প্রকাশ নহে। যে নারি পরিণয়াস্তে স্বল্পকাল ইহলোকে বাস করে, সেই প্রকৃত সধবা ও সুপরিণিতা; কিন্তু যে নারি তৎ পরে বহুকাল মর্ত্তালোকে অবস্থান করে, সে প্রশংসার্হা নহে। অতএব আমি বলি, তোমরা নয়ন-বারি সম্বরণ কর, এবং কুলাচারমতে সেই বালাকে বসন ভূষণে ভূষিতা করিয়া সমাজ-মন্দিরে লহ। আর, যদিও অন্ত-

রঙ্গগণের বিয়োগে বিলাপ করা মনুষ্যজাতির ধর্ম্ম বটে ; কিন্তু তদ্দৃষ্টে কেবল পরিণত প্রজ্ঞাই উপহাস করিয়া থাকেন।

সিন্ধুপ্র। তবে তাহার শুভবিবাহের মঙ্গলাচরণের যত দ্রব্য-সামগ্রী তাহার সৎকার্য্যে লাগুক, কুতূহলের যন্ত্রবাদ্য রোদন স্বরে গান করুক, আর নারিগণের হুলুধ্বনি ক্রন্দন কোলাহলের সহিত পরিবর্ত্তন করুক ও আনন্দ-সঙ্গীত সমস্ত মৃত্যুকালের নাম-ডাক হউক এবং আর আর যা আছে, তা সকলেরই এইরূপ বিপর্য্যয় কর।

তপো। তবে আর বিলম্ব কেন ? সিন্ধুপ্রধান ! সিন্ধুমহিষী ! কুমার সম্মোহন ! তোমরা সকলে একত্র হইয়া কন্যার দেহকে সমাজ-বাটীতে লইয়া যাও। তোমাদের কোন না কোন অকার্য্যহেতু দেবলোক বাম হইয়াছেন। অতএব ঈশ্বরের বলবতী ইচ্ছার অতিচার করিয়া আরো অশুভ-ফলভোগী হওয়া উচিত নয়।

[সিন্ধুপ্রধান, সিন্ধুমহিষী, তপোধন, সম্মোহন ও মুক্তির প্রস্থান।

[সাশ্রুমুখী চন্দ্রমালার প্রবেশ।]

চন্দ্র। কহ, ভগিনি চিত্তহরে ! এ বেশে কোথায় যাও ? বুঝি বেশ-ভূষা করে স্বামীর সহিত মিলন কর্‌তে যাচ্চো ? তোমার মুখ দেখে আমার বুক্ ফেটে যাচ্চে ! বিধুমুখ তুলে একবার চাও যে, আমার মনস্তাপ দূর হোক্ ! যেমন পতিব্রতা, তেমনি স্বামী-বৎসলা ! এমন সত্যের প্রেম আর দেখ্‌বো না ! কিন্তু আমার মনে এই বড় খেদ রৈল যে, তারো কপালে সুখভোগ নাই, তোমারো

পতিসম্ভোগ হলো না এবং আমারো সকলি কর্ম্মভোগ হলো। আমি যে বড় সাধ করে কুসুম-বনে তোমাকে চারুমুখকে দেখিয়েছিলেম ; কিন্তু দারুণ বিধি, সে সাধে বাদ সাধিল। চিত্তহরে ! তোমার বিচ্ছেদে আমার চিত্তভেদ হইতেছে ! তোমার কথারভাবে কাল বুঝেছিলেম যে, তুমি প্রাণপতির জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছ। এমন পতিভক্তি আর দেখবো না ! পাছে সতী-ধর্ম্ম যায়, এই ভয়েই পতির জন্যে প্রাণ বিয়োগ হলো।

[রোরুদ্যমানা চন্দ্রমালার প্রস্থান।

[সেতা ও গায়কগণের প্রবেশ।]

সেতা। ভাই ! মোর জী টা আজ বড় বিগ্‌ড়েচে। দুটো একটা সরস্ দেখে টপ্পা গাও, মনে ফূর্ত্তি হোক্ ; আর বাঁচা যায় না ! চার্ দিকে কান্না-কাট্‌না।

১ম গা। ওহে ! আমাদেরও তো মন বিগ্‌ড়েচে। যে সব পিত্তেশ ছিল, তাও গেল। এখন কি টপ্পা গাবার সময় রে ? বাড়ীতে বিপদ্।

সেতা। গাবি তো গা ভাই ! মরা বাঁচা তো সংসারে আছেই।

২য় গা। দূর পাগল !

সেতা। কি ! গাবি-নে ?

১ম গা। না।

সেতা। তবে রূপচাঁদও তেমনি-তেমনি—

১ম গা। বোকিস্-নে মার্ খাবি।

সেতা। খামকা মার্ খাবো ? বেটাদের কেটে ফেল্‌বো না !

মাথা নেবো না! আচ্ছা, তুই গাবি-নে? তবে মুই গাই;—(গান করে)

" দহিল দহিল, মোর পরাণ দহিল।
বিষম বিষাদে ত্রাণ, বুঝি আর নহিল॥
বীণার কি ঠুন্ঠুন, যেন রূপোর বাদ্যি শুনি॥" ইত্যাদি।

আহা, যেন "রূপোর বাদ্যি"! আচ্ছা, তোরা কেমন গান বুঝিস্ বল্ দেখি, বাদ্যের শব্দ যেন "রূপোর বাদ্যি", এর অর্থটা কি?

১ম গা। এর অর্থটা এই যে, রূপোর বাদ্যিই মিষ্টি।

২য় গা। না রে সেতা! এর আর একটা অর্থ আছে। রূপোর বাদ্যি কাকে বলে জান্লি; বাদ্যকরেরা রূপোর জন্যেই বাদ্যি করে।

সেতা। কতক হয়েচে।

১ম গা। আচ্ছা, তুই কি জানিস্ তাই বল্ দেখি শুনি?

সেতা। তোরা গাওনা বাজনা করিস্, না হয় আমি বলে দি শোন্। এই তোদের মতন যারা গাইয়ে, তাদের রূপোই ভরসা। সোণার সঙ্গে দেখা শোনা নাই। "রূপোর বাদ্যির" এই অর্থ আর কি!

"সুমধুর ঠুন্ঠুনি, রজতের বাদ্য শুনি,
আমার তাপিত প্রাণে যত তাপ নিবারিল।"

[গান করিতে করিতে প্রস্থান।

১ম গা। বেটা কি হতভাগা! ঘোর বজ্জাৎ।

২য় গা। চুলোয় যাক্। এখন এসো! শোকার্ত্তদিগের আগমনের প্রতীক্ষা করা যাক্ ও ইত্যবসরে দুই একটা শোক-সান্ত্বনা সংগীত গান করি।

১ম গা। সেই ভাল।

গান ।

রাগিণী গারা-ভৈরবী—তাল আড়া ।

ঐহিকেরি যত সুখ, সকলি বিফল হবে ।
যখন মুদিবে আঁখি, পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে ॥
বিভবেরি অহঙ্কার,
মিছে কেন কর আর ;
জলান্তঃ চন্দ্রের প্রায়, সকলি চঞ্চল যবে ॥

রাগিণী গারা-ভৈরবী—তাল আড়া ।

অনিত্য সংসার মাঝে, নিত্য নিরাকার যেই ।
মুক্তিপদ লাভ হবে, মনে মনে ভাব সেই ॥
বিষম বিষয়াবেশে,
বিষণ্ণ হইবে শেষে ;
পঞ্চভুত আত্মা যেই, কবে আছে কবে নেই

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং ।

চারুমুখচিত্তহরা।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—ত্রিবঙ্কুর নগরের রাজপথ।

[চারুমুখের প্রবেশ।]

চারু। (স্বগতঃ) নিদ্রাবেশে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, যদি সেই স্বপ্নের স্তোক-বাক্যে প্রত্যয় করা যায়, তবে কোন কুসংবাদ হাতে-হাতেই পাইব। আজি মন আমার সানন্দে হৃদি-সিংহাসনারূঢ় হইয়া সমস্ত দিন অন্তঃকরণকে অসাধারণ পুলকে পূর্ণিত করিয়াছে। স্বপ্নে দেখিলাম, যেন প্রেয়সী আসিয়া আমাকে মৃত দেখিয়া, আমার মুখচুম্বন করাতে, আমি প্রাণ পাইয়া উঠিয়া বসিয়া যেন সম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলাম। মরি! স্বপ্নের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যে, মরিলেও ভাবিবার শক্তি থাকে। কিন্তু যা হোক্ দম্পতি-প্রেম কি সুধাময় ও কি সুখদ! যে, তাহার ছায়া যে স্বপ্ন, তাহাতেও তাহা অনুভব করিলে সুখের সীমা থাকে না। (চমকিৎ) কেও? প্রিয়ম্বদ না কি? তবে, কর্ণাট্‌দেশের সমাচার কি তা বল্?

[প্রিয়ম্বদের প্রবেশ।]

তোর কাছে ব্রহ্মচারির কোন পত্র আছে কি না? হাঁ রে! প্রেয়সী চিত্তহরা কেমন আছে তা আগে বল্? পিতাঠাকুর ভাল আছেন তো? প্রিয়ম্বদ্ রে! আগে প্রণয়িনী চিত্তহরার মঙ্গল বল্? আমি পুনঃ পুনঃ তারি কথা এই জন্যে জিজ্ঞাসি যে, তার মঙ্গলেই সব মঙ্গল। যদি সে ভাল থাকে, তবে আর কিছুই অমঙ্গল নহে।

প্রিয়। তবে তিনি স্বচ্ছন্দে আছেন। কিছুই অমঙ্গল নয়! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

চারু। না; তুই ভাল করে বল্। তোর মুখ দেখে আমার শঙ্কা হয়েছে।

প্রিয়। (অশ্রুপূর্ণনয়নে) কি বল্‌বো? বল্‌তে মুখে এসে না! চিত্তহরা সম্প্রতি মহানিদ্রাগতা হইয়া আপন পিতৃ-সমাজ-ঘরে অকাতরে ঘুমাইতেছেন। আমি সমাজ-ঘরে তাঁহার সমাধি দেখিয়া দ্রুতগতি আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। এ দাসের দোষ মার্জ্জনা করুন্। আপনকার আজ্ঞা ছিল যে, এখানকার ভাল মন্দ যখন যে কিছু সমাচার হয়, তা আমাকে জানাবি। নচেৎ এই অতি বড় অশুভ সমাচার লয়ে বলুন কে আস্‌তো?

চারু। (ঈষচ্চিন্তাপূর্ব্বক) এত অমঙ্গল হবে তা জানিনে। তবে বুঝ্‌লেম্ যে, আমার গ্রহগণ নিতান্তই অরিষ্ট। যা হোক্, গ্রহগণের বলাবল আর আমি গ্রাহ্য করি-নে। যে মন্দ হবার, তা হয়েছে।— প্রিয়ম্বদ্! তবে তুই এক কর্ম্ম কর্; একখানি পত্র লিখে দি, নে। আমি আজ

রেতেই এখান থেকে যাব, কপালে যা থাক্। তুই ঘোড়া নিয়ে আয়।

প্রিয়। তা যাই; কিন্তু এ অবস্থায় আপনাকে ফেলে যেতে আমার মন সরে না। দাসের দোষ পরিহার করুন্। আমি চিরকালের অনুচর। বিশেষে, আপনার বিবর্ণ বিকল বদন দেখে আমার আরো শঙ্কা হয় যে, আর কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

চারু। তুই ছোঁড়া নির্ব্বোধ! বুঝ্‌তে পারিস্ নাই। যা যা; আমি যা বলি তা কর্। ব্রহ্মচারির কোন পত্র তোর কাছে আছে?

প্রিয়। না; তাঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নাই।

চারু। নেই-নেই; তুই যা। ঘোড়া নিয়ে থাক্ গিয়ে, আমি এখনি যাচ্চি।

প্রিয়। যে আজ্ঞে।

[প্রিয়ম্বদের প্রস্থান।

পদ্য।

চারুমুখ। (স্বগত)—

প্রিয়বরা চিত্তহরা. প্রয়াণ করিল।
মরিয়া পতির প্রাণ হরিয়া লইল॥
জীবনে যাতনা যত, বিচ্ছেদে যাহার।
মরণে শরণ, গিয়ে লইব তাহার॥
কেমনে যাইব, মনে এই মাত্র ভয়।
তবে হয়, যদি হয়, শীঘ্রগামী হয়॥

দুর্গতির গতি কি চঞ্চলা! অপ্রাপ্ত-মনোরথ-নিরাশ-জনের মনোমধ্যে তাহা আশু প্রবেশিয়া কি অনিষ্ট-সাধন করে! আমার মনে হইতেছে যে, এই স্থানের

কোন্ দিকে এক জনা বৈদ্য-ব্যবসায়ী বণিক্ বাস করে। তার নাম না কি অজিত্ব্যাধি। দেখিতে অস্থি চর্ম্ম সার। আর সুজীর্ণ শতেক খণ্ড অম্বরে শরীর সম্বরণ করিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই জ্ঞান হয় যে, অতি বড় দুঃখে আক্রান্ত হইয়া বুঝি অন্ন বিনা অবসন্ন হই-য়াছে। তথাচ স্বীয় দুরবস্থপণ্যশালে সজ্জার ত্রুটি নাই; কেননা, দেখিয়াছি যে, স্থানে স্থানে কুরুপ, কূর্ম্ম, মীন ও কুম্ভীরাদি মৃত জন্তু সাজান-গুছান আছে এবং নাগদন্তকে গাছ-গাছড়া, জড়ি বুটি, হাঁড়ি-কুঁড়ি ডেও ঢাকনা এদিক্ ওদিকে ঝুলিতেছে। বোধ হয় এ সমস্ত দর্শন-ডালি মাত্র। কিন্তু মনে করিলাম যে, বুঝি এমন দৈন্যদশা আর কারু নাই। যদি কারো এ সময় বিষ খাবার মন হয়, তবে ঐ কাড়-পেকে বৈদ্যই তাহা বিক্রয় করিতে পারে। কেননা, শুনা আছে যে, এই ত্রিবঙ্কুর দেশে বিষ বিক্রয় করিলেই প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু অর্থলোভে এই হতভাগা বৈদ্যই তাহা করিতে পারে। কি আশ্চর্য্য! আমারি যে বিষ কিনিবার আবশ্যক হই-য়েছে! এই জন্যেই বুঝি এই ভাবনাটা আগেই আমার মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল। যা হোক, তবে তারি নিকটে আমি এক থান বিষ ক্রয় করিব, অবশ্যই সে তা বেচ্‌বে। আমার মনে হচ্চে যে, সম্মুখে যে বাড়ীটী দেখ্‌চি, এইটীই তার বাড়ী হতে পারে! কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখ্‌চি, ঘরে থাকে তো বটে;—(উচ্চৈঃস্বরে) কবিরাজ!—ঘরে আছ?—

(ভিতরপ্রকোষ্ঠ হইতে।

। বলি, কে ও ডাকে?—কে ডাকা-ডাকি করে গো?—

চারু। আরে, এ দিকে এসো ; এ দিকে এসো ! কথা আছে।

[অজিৎব্যাধির প্রবেশ।]

দেখ, কবিরাজ তুমি তো দীনহীন ; অতএব এই পঞ্চাশৎ সুবর্ণ-মুদ্রা লইয়া আমাকে এমন এক খান তীব্র বিষ দাও যে, তাহা গ্রহণ মাত্রেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিরা শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মঅস্ত্রের বদনবিনির্গত বহ্নি-রাশির ন্যায় আমার মানস ক্লিষ্ট এই অসার দেহকে এক নিমেষে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে।

অজিৎ। তা তো বুঝ্‌লেম্, আর এরূপ তীব্র বিষও আমার নিকটে যথেষ্ট আছে ; কিন্তু এই ত্রিবঙ্কুর দেশে প্রাণের আশা পরিত্যাগ না করিয়া কেহ বিষ বিক্রয় করিতে পারে না। আমি এটী পার্‌বো না, আর যা বল শুন্‌বো।

চারু। দেখ, কবিরাজ ! তোমার তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকিয়াছে ; প্রাণের এত মায়া কেন কর ? বিশেষতঃ তোমার অস্থি চর্ম্মসার আকার-প্রকার দেখিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, এই সংসারাশ্রমে তোমার সুখের লব-লেশও নাই। পরিধান শতেক খণ্ড যোড়া বস্ত্র, ও তৈল বিনা গায়ে খড়ি উড়িতেছে। ইহাতে বোধ হয় যে, এই স্বার্থপর-সংসারে তোমার প্রিয়ও কেহ নাই এবং তুমিও কাহারো প্রিয় নও। অতএব যেখানে "আহা" করিবার লোক নাই ও বাজিলে ব্যথা পাও, তুমিও এমন কাহাকে দেখ না ; সেখানে তষ্টি দিয়া পড়িয়া থাকার আবশ্যক কি আছে ? তথাপি যদি মায়া হয়, তবে কিছু ধনোপার্জ্জন করিয়া দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ কর যে, সংসারে সহমানে থাকিবে। অতএব, এই ধন লইয়া স্বীয়

দারিদ্র্য ভঞ্জন কর ও আমাকে এক ধান বিষ দিয়া আমার প্রাণ রাখ।

অজিৎ। "বিষ দিয়া প্রাণ রাখ।" সে কি কথা? আমি তোমার এ ন্যায় বুঝিলাম না।

চারু। (নিঃশব্দে) কি বিপত্তি! কবিরাজ! আমি এক্ষণে এক ধান বিষ পেলেই প্রাণ পাই; এই কথা।

অজিৎ। এও সেই গোলের কথা।

চারু। (নিঃশব্দে) ভাল এক বেটা গো-বৈদ্যের হাতে পড়্‌লেম! কবিরাজ! তোমার অজিৎব্যাধি নাম কিরূপে হলো?

অজিৎ। কেন? আমার শিক্ষা-গুরু সন্তুষ্ট হয়ে এই নামটী দেন। তিনি বড় সুচিকিৎসক ছিলেন; কিন্তু নিদেন-কাল ভিন্ন লোকে তাঁকে বড় ডাক্‌তো না। অর্থাৎ যতক্ষণ রোগির প্রত্যাশা থাক্‌তো, ততক্ষণ তাঁর গতি-বিধি বারণ ছিল।

চারু। তুমি তাঁরি তো শিষ্য? যা হোক্, এখন কিঞ্চিৎ ত্বরা কর, আমি অনেক দূরে যাব। তোমার বিষে যে প্রতিকার হবে, এর আর সন্দেহ নাই।

অজিৎ। তোমাকে বিষ দিতে কোন ক্রমেই আমার মন সরে না। কেবল নিজের দৈন্যদশা জন্যই সম্মত হচ্ছি। অর্থ কৈ? দেখাও।

চারু। আগে বিষ আন।

[অজিৎব্যাধির প্রস্থান।

চারু। (স্বগতঃ) অতঃপর বুঝিলাম যে, আমার কার্য্যসিদ্ধি হইল ও ভগবতী দক্ষিণাকালী আমার দক্ষিণে গমনের

সদুপায় করিলেন। এরূপ সহধর্ম্মিণির অকাল-মরণে ভর্ত্তার বাঁচিয়া থাকা ভদ্র নহে। কথায় বলে, "গৃহ-শূন্য" সে যথার্থ। পরম প্রিয়তমা গৃহিণী বিনা আমার গৃহ শূন্য; বরং দেহ শূন্যই হইয়াছে। তবে এরূপ শূন্যদেহ লইয়া শূন্যগৃহে থাকার ফল কি আছে? হা বিধি! তোমার মনে এই ছিল? যে, মিলন হইতে-না-হইতেই চির-বিচ্ছেদ ঘটবে!!

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

আর না শুনিব সুধাবাক্য তারি বিধুমুখে।
যাহারি বিচ্ছেদ-শক্তিশেল আছে মোর বুকে
এই যে সম্মুখে ছিল,
পলকেতে মিশাইল;
বুঝি অভিমানে প্রাণ, ত্যজিলেক মনোদুখে॥

[অজিৎব্যাধির পুনঃ প্রবেশ।]

অজিৎ। এই লও, বিষ ধর; এ দারুণ বিষ ধর। বিষও অতি নিদারুণ। কিঞ্চিৎ দ্রব-দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া পান করিও; তাহাতে যদি তোমার বিংশতি মত্ত-মাতঙ্গেরও বল থাকে, তথাপি দীপ-শিখার পতঙ্গের ন্যায় নিমেষার্দ্ধে পুড়িয়া মরিবে।

চারু। আমিও তাই চাই। এই ধর, তোমার অর্থ লও; এই কুটিল-কাল-সংসারে অর্থে যত অনর্থ করিয়াছে ও ধনে

যত নিধন সাধিয়াছে, তত তোমার অব্যর্থ বিষেতেও করে নাই। অতএব আমি যাহা দিলাম, সেই বিষ জানিবে ও তুমি যাহা দিলে, আমার এ অমৃত ; কেননা, ইহা পানকরতঃ সেই মৃত সহধর্ম্মিণীর সহ সংমিলন করিয়া পুনর্জীবন পাইব।

[উভয়ের প্রস্থান।

চারুমুখচিত্তহরা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমী—কর্ণাটনগর; তপোধন ব্রহ্মচারির আশ্রম।

[বিরচনের প্রবেশ।]

বিরচন। (উভরায়) বিভো ব্রহ্মচারি! হে গুরো!—

[তপোধনের প্রবেশ।]

তপো। গলার স্বরে বোধ হয় যে, বিরচন হইবে। (উচ্চৈঃস্বরে) আগচ্ছ! আগচ্ছ! "শুভমস্তু"। কহ, বিরচন! তথাকার সংবাদ কি? চারুমুখ কি কহিয়াছে? আর, যদি তার কোন পত্র থাকে তো দাও।

বিরচন। দেব! বিভ্রাটের কথা আর কি নিবেদন করিব! সকলি গ্রহের কর্ম্ম। আমার সমভিব্যাহারে জনেক উদাসীনের গমনের কথা ছিল; এখান হইতে যাত্রা করিয়া তাহাকে নগরে অনুসন্ধান করিতে করিতে শুনিলাম যে, প্রাগুক্ত উদাসীন নগরস্থ পীড়িত কচিৎ বৈরাগীকে দেখিতে গমন করিয়াছে। তথা হইতে তাহাকে লইয়া আসিবার কালে কোটাল ও নিশাচরেরা সন্দেহ করিয়া আমাকে নিষেধ করিল যে, তুমি পীড়াক্রান্ত; বাটী হইতে আসিতেছ, যাইতে পারিবে না; যাইলে নগরে

মারি-ভয় হইবেক। ইহা কহিয়া অবরোধ করতঃ, দ্বার রুদ্ধ করিল। সুতরাং আপনকার পত্র লইয়া আমি ত্রিবঙ্কুরে যাইতে পারিলাম না।

তপো। তবে চারুমুখের নিকট আমার পত্র লয়ে কে গেল?

বিরচন। পত্র আর গেল কৈ? এই তো রয়েছে। পত্র খানি যে আপনার নিকট পুনঃ প্রেরণ করিব, এমন লোকটীও পেলেন না। তাহারা মারি-ভয়ে এরূপ ভাবিত যে, লোকটীও পাওয়া ভার।

তপো। কি সর্ব্বনাশ! পত্র খানি যায় নাই? তাতে যে অনেক গুরুতর কথা আছে। হে ভগবন্! না জানি আরো বা কি বিপত্তি ঘটে! বিরচন! তুমি সত্বরে গিয়া এক খান খড়্গা আন।

বিরচন। তা এখনি এনে দিচ্চি: এই চল্লেম।

[প্রস্থান।

তপো। তবে আমি একাকিই সমাজ-ঘরে গমন করিব। কেননা, সেই বিপন্না কন্যা চিত্তহরা আর এক প্রহরের মধ্যেই চৈতন্য হইবে এবং জাগিয়া সেই সতী, চারু পতিকে সম্মুখে না দেখিলে আমাকে অতি অসাধিত বাক্য কহিতে পারে। মনে করিবে যে, আমি চারু কুমারকে তাহার এই সব বিপত্তির বার্ত্তা প্রেরণ করি নাই। যা হোক্, আমি পুনর্ব্বার ত্রিবঙ্কুরে সমাচার পাঠাইতেছি, ইত্যবসরে চিত্তহরাকে সমাজ-ঘর হইতে তুলিয়া আনিয়া স্বীয় আশ্রমে রাখি; পরে চারুমুখ আগমন করিলে, সেই জীবন্মৃত সতীকে তাহার পতিহস্তে সমর্পণ করিব।

[প্রস্থানং।

চারুমুখচিত্তহরা।

রঙ্গভূমী সিন্ধুবংশের সমাজ-ঘর।

[সন্মোহন এবং পঞ্চ রত্ন ও আলোক লইয়া তস্য বালকভৃত্যের প্রবেশ।]

সন্মো। আরে সেতু! তোর হাতের আলো রেখে গিয়ে তুই অন্তরে দাঁড়া, কিম্বা আলো নিবিয়ে ফেল যে, আমাকে দেখা না যায়। আর তুই গিয়ে ঐ শাল্মলী তরুমূলে বসে থাক্; এমন সতর্ক থাক্‌বি যে, যদি কারো পায়ের শব্দ পাস্, কিম্বা কাকেও এখানে আসিতে দেখিস্, তবে তৎক্ষণাৎ শব্দ কর্‌বি; তা হলেই আমি বুঝ্‌বো যে, কেউ আস্‌ছে। পঞ্চ রত্ন আমাকে দে, আর আমি যা বল্লেম তাই কর্।

সেতু। মশাই! আমার একলা সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বড় ভয় কর্‌বে। এ সমাজ-ঘর, যেন যমের বাড়ী; তায় আবার দেখুন যে কেমন অন্ধকার রাৎ! কোলের মানুষ দেখা যায় না। যাই; যা থাকে কপালে।

[বালকভৃত্য অন্তর হয়।

সন্তো। হে রত্নমালে! এক্ষণে এই পঞ্চ রত্ন দিয়া তোমার সমাধি-সজ্জা করি। বড় সাধ ছিল যে, কুসুম দিয়া কুসুম-শয্যা করিব; কিন্তু বিধি সে সাধে বাদ সাধিল। কি দুর্দ্দিন! হে বিধুবদনে! সম্প্রতি পাষাণময় চন্দ্রাতপের শীতল ছায়াকে আশ্রয় করিয়া ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়াছ? ভগবান্ রজনী-নায়ক, সুশীতল নিশির শিশিরে তোমাকে স্নিগ্ধ করুন, কিম্বা তদভাবে শোকপর আমি, নিত্য নিপতিত নিজ নয়ন-বারিতে তোমাকে শীতল করিব। আর, অনুনিশি এখানে আসিয়া, তোমার পার্শ্বে বসিয়া বিলাপ করিব, আমি এই সঙ্কল্প করিলাম!—(চমকিত)

[বালকভৃত্য শব্দ করে।

বুঝি সেতু শব্দ করিল! তবে অবশ্যই কেহ সমাজ-ঘরে আসিতেছে। এ ঘোর নিশিতে কে আমার প্রণয়ের পরম চর্চ্চার বিঘ্ন করিতে উদ্যোগ করিল? বুঝি কোন কাল-প্রেরিত হইবে। সঙ্গে আলোও আছে দেখ্‌ছি! তবে খানিকক্ষণ গা-ঢাকা হয়ে থাকি; দেখি, কি হয়।

[কিঞ্চিৎ অন্তর হয়েন।

[চারুমুখ এবং খনিত্র ও আলোক হস্তে করিয়া প্রিয়ম্বদের প্রবেশ।]

চারু। খন্তা ও আলো রেখে, তুই অন্তরে যা। আর, এই পত্র খানি নে, অতি প্রত্যুষেই ইহা আমার পরমপূজ্য জনকের হাতে অর্পণ কর্‌বি। দেখিস্, ভুলিস্ নে। আর যা বলি সাবধানে শোন্, নচেৎ প্রাণে মর্‌বি। এখানে

এখন যা দেখ্‌বি, কি শুন্‌বি, তাতে ভাল মন্দ কিছুই বলিস্‌ নে। আড়ালে গিয়ে দাঁড়া। মৃত্যুর এই ভীষণ শয়নাগারে আমি এই আশয়ে প্রবেশ করিব যে, এ জন্মের মত সেই প্রণয়িনী চন্দ্রাননীর চাঁদ-মুখ একবার নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার শ্রীকরচম্পকোরকাঙ্গুলি হইতে রত্নাঙ্গুরী লইয়া স্মরণার্থে তাহা আজীবন ধারণ করিব। অতএব, প্রিয়ম্বদ্‌! সত্বরে এস্থান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ অনধিকার চর্চ্চা করিয়া আমার কৃত কার্য্য সংগোপনে নিরীক্ষণ করিলে, তৎক্ষণাৎ তোর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সন্ধি সন্ধি ছেদন করিয়া, সেই ছিন্ন বপু ভূতলে ফেলিয়া এই প্রেত-ভূমীর জঠরানল নির্ব্বাণ করিব। সম্প্রতি আমার মতি এমত নিষ্ঠুর ও সময় এমন কঠিন যে, তাহা বুভুক্ষু শার্দ্দূল, অথবা গভীর গর্জ্জনশীল সাগর হইতেও ভীষণ বলিলে বলা যায়।

য়। না, আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না। আমি এই চল্লেম।

রু। প্রিয়ম্বদ-রে! তবে তুই পরম বন্ধু; আমি এই বল্লেম। এই অর্থ নে, যে, তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে এই স্বার্থপর-সংসারে পরম সুখে কালহরণ হইবে।

য়। যে আজ্ঞে, দেন। চিরদিনপরিপালিত দাসের প্রতি এই প্রসাদই বিস্তর। (স্বগতঃ) ফলতঃ এতে আমার মনের তৃপ্তি হলো না; বরং এই জন্যেই আরো সন্দেহ জন্মিল। যা হোক্‌, ভাগ্যে যা থাকুক, আড়ালে থাকিয়া দেখিব যে, ইনি কি করেন। কিন্তু ইঁহার বিকল বদন ও কথার ভাবে বোধ হয় যে, আরো বা কিছু ঘটে।

[ভৃত্য নিভৃতে গমন করে।

চারু। (স্বগত) কি জিঘাংসু জঘন্য বদন! ধিক্ সমাজ-ঘর, তোরে ধিক্! তুই কেবল মৃত্যুর সহোদর। দেখ্, মহীর মনোহর ভাগকে গ্রাস করে আমাকে কি সর্ব্বনাশে ফেল্লি! যা হোক্, আমি বলপূর্ব্বক তোর গলিত মুখ মুক্ত কর্‌বো। এই দেখ্ কি করি :--

[সমাজ-ঘরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠের দ্বার ভঙ্গ করেন।

বরং ইহার উপর উদর পূরিয়া আরো আহার করাইব, গিলো।

সন্ন্যে। (নিঃশব্দে) বোধ হয় যে, দেশ-বহিষ্কৃত এ সেই অহঙ্কারী ভোজনন্দন হইবে। অনুকূলকে সংহার করিয়া দেশান্তরী হইয়াছিল এবং সেই অনুকূলের শোকেই বিবেচনা হয়, সেই পরম রূপসী সিন্ধুসুতা প্রাণত্যাগ করিল। ইহাতেও সেই নির্লজ্জ পাপের ক্ষান্ত না হইয়া, গতাসু-দেহের অসম্ভ্রম করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আমি ইহাকে এখনি বন্দী করিব।

[অগ্রসর হইয়া উত্তরায়

দাঁড়া দাঁড়া। কুলাঙ্গার ভোজ! আরো দুষ্কর্ম্মের বাসনা কি? মরিলেও কি মানুষের প্রতি হিংসা যায় না? দ্বেষ, পৈশুন্য জীবনকাল পর্য্যন্তই থাকে। রাজদ্রোহী দুর্নীত কুলাঙ্গার! আমি তোরে বন্দী করিলাম। আমার সঙ্গে চল্, বল্‌চি। তোর মর্‌বার দিন ঘুনিয়েছে।

চারু। তা তো বটেই; না হলে এখানে এলেম কেন? রে সুকুমার! মরিয়া জন্তুকে উত্যক্ত করিয়া কেন আপন বিপত্তি বাড়াও! অতএব আমাকে আর কিছু না কহিয়া

আপন জীবন লইয়া প্রস্থান কর। যে সব কাণ্ড হয়ে গেছে তা মনে মনে ভাব ও তাহা মনে করে ত্রাসিত হও। রে কিশোর! আমি সানুনয়ে তোরে বল্‌চি, আমার ক্রোধ বাড়াইয়া আমাকে আরো কেন প্রাণী-বধরূপ গভীর পাপ-পঙ্কে মগ্ন কর। যেহেতু, আমার ক্রোধ উপজিলে তুমি নিশ্চয় প্রাণে মরিবে। অতএব প্রস্থান কর হিত-কথা বল্‌চি। আমি দারুণ পণ করিয়া এখানে আসিয়াছি, সেই হেতু আপন হইতেও এখন তোরে বড় ভালবাসি, তা ঈশ্বরই জানেন। অতএব তোরে বলি, এখান হইতে গিয়া আপন প্রাণ রাখ্; যে, একজন উন্মাদের দয়াতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচিল, ইহাও বলিতে পারিবে।

সম্মো। রে কুলাঙ্গার ভোজ! তোর কথায় ধিক্। রাজদ্রোহী জানিয়া আমি তোরে বন্দী করিলাম। আর যাস্ কোথা ?

চারু। তবু তুই বিরক্ত কর্‌বি ? তবে বুঝ্‌লেম, তোর মৃত্যু নিকট হয়েছে। আয় ;—

[উভয়ে যুদ্ধ করেন।

সেতু। (চীৎকারপূর্ব্বক) মা-গো!— বাবা-গো!— এরা এত রেতে যুদ্ধ করে-গো!!— আমি গিয়ে প্রহরিদের ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

সম্মো। (আর্ত্তনাদপূর্ব্বক) হায়-হায়! বুঝি আমি মলেম!— হে ভোজনন্দন! এক্ষণে এই কর যে, কিঞ্চিৎ দয়া করে, আমাকে এই সমাজ-মন্দিরে চিত্তহরার পার্শ্বে স্থানদান দিও।

[প্রাণত্যাগ করেন।

চারু। তার সন্দেহ কি! তা তো দেখোই! যা হোক, আলো ধরে দেখি ব্যক্তিটে কে? (দৃষ্টি করিয়া) আহা! কুমার সম্মোহন যে দেখ্‌চি! রাজকুলোদ্ভব অমুপমের জ্ঞাতি? তাই তো দেখি!! অশ্বারোহণে পথে আসিতে আসিতে, প্রিয়ম্বদ আমাকে ইঙ্গিতে এক কথা বলেছিল: মনের বৈক্লব্য হেতু তখন সে কথায় আমি বড় মনোযোগ করি নাই। আমার যেন মনে হয় যে, "চিত্তহরা বেঁচে থাক্‌লে সম্মোহন তাকে বিবাহ কর্‌তো", প্রিয়ম্বদ এই কথাই বলেছিল। মনে হয়, সে যেন এই কথাই বলেছিল;—কি আমারি ভ্রম, তাও বলা যায় না! অথবা চিত্তহরার নাম শুনে আমিই উন্মাদ হয়ে, সেইটী ভেবেছিলেম!!—তবে এসো ভাই সম্মোহন! এখন আলিঙ্গন করি। তোমার ও আমার উভয়েরই দুর্ভাগ্য সমান। মহৈশ্বর্য্য-বিধানে তোমার সমাধি সম্পন্ন করিব; কেবল তিমিরা-চ্ছন্ন ভূ-গর্ভে স্থাপন করিব না; রে সংহৃত বালক! সমাধি কি! বরং পদ্মরাগমণির আকরে তোমাকে স্থান দান করিব। দেখ চিত্তহরা হেথায় পড়িয়া আছে ও তাহার অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যে এই সমাজ-গৃহ পুঞ্জ পুঞ্জ উদ্দীপ্ত দীপমালার দ্যুতির ন্যায় দীপ্তমান্ হইয়াছে।—তবে ভাই সম্মোহন! এখন এসো, তোমার গতাসু দেহের শেষকার্য্য সম্পন্ন করি। এ কেবল মৃত-হস্তে মৃতের সৎকার জানিবে। এই স্থানে চিরবিরাম কর।

[সম্মোহনের মৃতদেহ সমাজ মন্দিরে স্থাপন করেন।

দেখা আছে যে, মরিবার প্রাক্কালে মনুষ্যেরা কখন কখন প্রফুল্লচিত্ত হইয়া অতি বড় আমোদী হয়: আর

সেই হর্ষকেই লোকেরা নির্ব্বাণের প্রাক্কালিক দীপ্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আহা! আমি ইহাকে কেমনে সেই হর্ষ বলিব? হে প্রিয়ে! প্রণয়িনি! বিধুবদনে! আহা! মৃত্যুতে কেবল তোমার সুধাময় শীতল শ্বাস মাত্র হরণ করিয়াছে; কিন্তু তোমার রূপ-লাবণ্যের কিছুই বিরূপ হয় নাই! বোধ হয়, মৃত্যু-পতির তাহাতে অধিকারই হয় নাই। কেননা, তোমার ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশের বালার্কের লোহিত প্রভা এখনও দেদীপ্যমান আছে ও কালের বিবর্ণা পতাকা তথায় এ পর্য্যন্ত উড্ডীয়মানা নহে। আরো দেখ্‌চি যে, স্বীয় শোণিতাক্ত বসনে এই যে অনুকূলও ক্ষিতি-শয়নে আছে! আহা! ভাই অনুকূল! সুখে থাক। তরুণ বয়সে তোমাকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিয়া যেজন এমন বহিরঙ্গতা করিয়াছে, সেই জন স্বীয় দেহের পঞ্চত্বসাধন করিয়া, তোমার পরম মিত্রতার কার্য্য করিতেছে। বল, ইহা হইতে তোমার আর কি উপকার করিতে পারি? অতএব, ভাই অনুকূল! কিছু মনে করিও না। আহা-মরি! প্রিয়ে চিত্তহরে! এখনও তোমার এমন রূপ-লাবণ্য কেমনে রহিয়াছে? তবে কি সেই অসার মৃত্যু-পতি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন? এবং সেই জঘন্য কৃশ কৃতান্ত আবেশহেতু, আশক্তির আশয়ে তোমাকে এই তিমিরাচ্ছন্ন সমাজ-ঘরে গোপন করিয়াছেন? তবে তো আমি এই ভীষণ নিশির নিবাসে তোমাকে আর ত্যাগ করিয়া যাইব না। বরং একত্রেই চিরদিন তোমার সঙ্গে সহবাস করিব ও কৃমি, কিঞ্চুলিকাগণ, যাহারা ইদানীং তোমার শয়নাগারের সহচরী হইবে, তাহাদেরই সহিত আমি এখানে একত্রে বঞ্চিব।

আহা! আমি এই স্থানেই মহানিদ্রাগত হইয়া, এই ঘোর ভব-যাতনায় ক্লিষ্ট দেহকে অরিষ্টসূচক গ্রহগণের হাত হইতে উদ্ধার করিব! অতএব, নয়নযুগল! জন্মের শোধ দেখিয়া লও। বাহুদ্বয়! তোমরাও এইবেলা জন্মের মত প্রেমালিঙ্গন কর। আর, শ্বাসের বহির্দ্বার ও ওষ্ঠদ্বয়! তোমরাও এইবেলা চিত্তহরার চাঁদমুখে পরম-প্রণয়ে একবার বদনচুম্বন কর যে, জগদ্ব্যাপি যমের সহিত চিরদিনের জন্য চুকিয়া যাক্! তবে আর বিলম্ব কিসের? এসো, কটু বিরস কালকূট! তুমি আসিয়া আমাকে পথ দেখাও ও নিরাশ নাবিকের ন্যায় আমার দেহরূপা ভগ্না তরি বাহিয়া কালরূপী সাগরের অন্তর্বর্ত্তী পাষাণে আছাড় দিয়া, তাহা একেবারে চূর্ণ কর। প্রেয়সি! তবে তোমার উদ্দেশে এই বিষ পান করি; (বিষপান) আহা! বৈদ্যরাজ! তোমার কথা যথার্থ; যেমন বলেছিলে, বিষও তেমনি বটে। তবে এই সময়ে একবার চুম্বনালিঙ্গন দিয়া দেহত্যাগ করি।

[চারুমুখের প্রাণত্যাগ হয়।]

[খনিত্র ও কোদালি হস্তে করিয়া এবং দীপ ধরিয়া সমাজ-ঘরের অপর প্রদেশ দিয়া তপোধন ব্রহ্মচারির প্রবেশ।]

তপো। ভোঃ ভগবন্! কি ভয়ানক স্থান! যেন কৃতান্তের তন্দ্রাসন-বাটী! নিশিও তেমনি ঘোর অন্ধকার। রাম রাম! হে দিক্‌পালগণ! আমাকে আজি রক্ষা কর। যেমনে কিঞ্চিৎ সত্বরতা হয়, এরূপ বরদাতা হও। ভয়েতে

আমার হাত পা কাঁপ্‌চে। এই টুকু আসবার তিন বার আছাড় খেলেম। (কম্প) ওমা! সম্মুখে এ আবার কে? সমাজ-ঘরে এত রেতে মৃতের সহিত মিলন করে, এ আবার কে?

প্রিয়। দেব! আমি আপনকার অপরিচিত জন নহি। আমি চারুকুমারের ভৃত্য প্রিয়ম্বদ।

তপো। তবে ভাল, রক্ষা পাই! সমাচার কি তা বল? ওদিগে আলো জ্বল্‌চে কিসের? যেখানে কেবল মড়ার মাথা ও কীট পতঙ্গ; সেখানে দীপের সম্ভাবনা কি, তা বুঝা যায় না। এখান থেকে দেখ্‌চি যেন সিন্ধুবংশের সমাজ-ঘরে জ্বল্‌চে।

প্রিয়। প্রভো! তাই বটে। সেখানে কুমার চারুমুখ আছেন। যাঁকে আপনি স্নেহ করেন।

তপো। কে! চারুমুখ। সে কতক্ষণ এলো?

প্রিয়। দণ্ড খানেক হবে।

তপো। তুই আমার সঙ্গে আয়। আমি সমাজ-ঘরের ভিতরে যাব।

প্রিয়। আমার যেতে বারণ আছে; আমি তা পার্‌বো না। তিনি জানেন যে, আমি এখানে নাই, চলে গেছি। যদি টের পান, তবেই আমার প্রাণ যাবে।

তপো। তবে তুই থাক্, আমি একা যাই। কিন্তু আমার বড় ভয় ধরেছে, এবং মনে হচ্চে যেন কোন অমঙ্গল হবে।

প্রিয়। তার আটক কি? গোস্বাঞী! আমি এই শাল্মলী তরুতলে শয়নে ছিলাম; বোধ হয় যেন প্রভু চারুমুখ ও আর জনেক যুদ্ধ করিয়া, প্রভু তাহাকে সংহার করিলেন।

তপো। কে! চারুমুখ? (অগ্রসর হইয়া) আহা! রক্ত কিসের রে? দ্বারের উপর যে রক্তে রক্তমাখা! এ কোথা থেকে এলো? আবার দেখ্‌চি যে, রক্তে মাখা খাঁড়াও পড়ে রয়েছে; এই-বা কার? এ নির্জ্জন সমাধি-স্থানে এ সকল কিরূপে এলো? এর ভাব কি?

[সমাজ-মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন।

আঃ সর্ব্বনাশ! এ কি? এ যে চারুমুখ পড়ে রয়েছে! মরেছে না কি? তাই তো দেখ্‌ছি। আবার এদিগে কে? মন্মোহন না কি? এও যে মরেছে! দুজনেই রক্তে মাখা! কি কুক্ষণে এ সকল ঘট্‌লো! আ-মরি-মরি! কি বিষাদের বিষয়!!—(সবিস্ময়ে) কে যেন আমাকে ক্ষীণ স্বরে ডাক্‌চে! বুঝি চিত্তহরার চৈতন্য হলো! তাই হবে, তাই হবে। হে ভগবন্ তাই হোক্।

[চিত্তহরা সচেতন৷ হইয়া অঙ্গচালন করেন।

চিত্ত। (মৃদুস্বরে) গোসাঞী ব্রহ্মচারি! আমার প্রাণপতি চারুমুখ কোথায়? সেই কথা আমাকে শীঘ্র কহিয়া প্রবোধ দাও যে, আমার প্রাণ বাঁচুক। আমাকে কোথা এনেছ তা বল? বুঝি সমাজ-ঘর হবে, আমার তাই মনে হচ্চে। আমার প্রাণপতি চারুমুখ কোথায়?

[সমাজ-ঘরে হুহুঙ্কার শব্দ।

তপো। রাম রাম! কি ভীষণ শব্দ! শুনে আমার হৃৎকম্প হলো। যেন যমের দক্ষিণ দ্বার!! তনয়ে চিত্তহরে! এই যমালয় হতে ত্বরায় গা তুলে এসো। আমি পিশাচগণের অট্টহাস ও ভীমনাদ শুনে ভয়ে হিমাঙ্গ হয়েছি। তুমি অকুশল-নিদ্রা ত্যজে শীঘ্র ওঠো। বিধির বলবতী ইচ্ছায় আমাদের সমস্ত যুক্তিই নিষ্ফল হয়েছে।

কি করা যায়! তুমি উঠে এসো! তোমার প্রাণপতি প্রাণত্যাগ করে তোমার ক্রোড়ে শয়নে আছেন এবং সম্মোহনও গতপ্রাণ হয়ে ধরা-শয়ন করেছে। তনয়ে! সত্বরে ওঠো! আমি কোন আশ্রমে গিয়ে মুনিকন্যা-গণের নিকট তোমাকে রেখে দিব। শীঘ্র ওঠো, কথা-বার্ত্তার সময় নয়। নিশাপালেরা আগত প্রায়। ভাগ্যে যা ছিল, হয়েছে; আর ভাব্‌লে কি হবে? দুহিতে! ত্বরা কর; ভয়ে আমি স্থির হতে পার্‌চি নে। ঐ শুন! আবার হুহুঙ্কার শব্দ হচ্চে!—ভো ভগবন্‌! কি ভয়ানক নিশি!!

[পুনর্ব্বার সমাজ-ঘরে ঘোর রব।

তবে আমি এগুই। রাম রাম! রক্ষমাং জগদীশ্বর!

[সভয়ে ব্রহ্মচারী অন্তর হয়েন।

চিত্ত। আমি তো এখান থেকে যাব না। তোমার ভয় হয়ে থাকে, তুমি যাও। (স্বগতা) আ-মরি-মরি! প্রাণপতি প্রাণত্যাগ করেচেন?—যার জন্যে এতটা কল্লেম, সেই গেল! নারির কি পোড়া কপাল!! তবে আর কেন? (চমকিৎ) এ কি! হাতে কি দেখি? বোধ হয়, বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করেচেন! আহা! তাই বুঝি হাতের উপর পান-পাত্রটী রয়েছে! বিষম বিষপানে অকালে কালপ্রাপ্ত হয়েচেন। হায়, হায়! প্রাণপতে! তোমার মুখ দেখে, আমার বুক ফেটে যাচ্চে! আহা! যদি এখন কণামাত্র বিষ পাই, তবে কি না হয়? দেখি, পতির পান-পাত্রে পাওয়া যায় কি না; না, তা নাই; এক বিন্দুও নাই। হা নাথ! যদি মনে ভেবে

এক কণামাত্র রেখে যেতে, তবু তা পান করে আমি
চরিতার্থা হতেম। তবে দেখি, তোমার ওষ্ঠ চাটিয়া
কণামাত্র গ্রহণ করি, বোধ হয় কিছু-না-কিছু তথায়
লাগিয়া থাকিতে পারে। সম্প্রতি অমৃতস্বরূপ সেই বিষ
পান করিয়া প্রাণপতির পার্শ্বে প্রাণত্যাগ করি।

[মৃত পতির মুখচুম্বন করেন।

না, তাও নাই। ওষ্ঠ দুটিও শুষ্ক হয়েছে! হা কপাল!!—

[সমাঙ্গ-ঘরের অপর প্রদেশে অনেক প্রহরির
প্রবেশ।]

প্রহরী। (উচ্চৈঃস্বরে) কোন্ দিকে যাব রে ছোঁড়া? পথ দেখা;
ঘোর অন্ধকার! কিছুই দেখতে পাইনে।

চিত্ত। তবে আর বিলম্ব করা নয়, গোল উঠেচে।—এই যে,
পতির পার্শ্বে অসি রয়েচে। সেই তো ভাল;—

[মৃত পতির পার্শ্ব হইতে অসি টানিয়া লন

অসি! অতঃপর আমার দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া চির-
দিন মলীন হইতে থাক। আমি পতি শোকে প্রাণ
ত্যাগ করিতেছি।—

[অস্ত্রাঘাতপূর্ব্বক পতির উপর পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন।

[কতিপয় প্রহরী ও বালকভৃত্যের প্রবেশ।]

বা, ভৃ। (উভরায়) এইদিকে এসো! এইদিকে এসো! ঐখানে
আলোটা জ্বল্‌চে।

১ম প্র। তাই তো দেখ্‌চি রে; এযে রক্তে একেবারে একাকার!

যাও যাও ; তোমরা সমাজ-ঘরের এদিক্-ওদিক্ অন্বেষণ কর। যাকে দেখ্‌বে তাকেই ধর ও বন্দী কর।

[অপর প্রহরিগণের প্রস্থান।

কি দুরদৃষ্ট! চোকে দেখা যায় না! এক দিকে দেখি, কুমার সম্মোহন সংহত হইয়া ক্ষিতি-শয়নে আছে ; আর দিকে নারি চিত্তহরা রক্তে ভাসিতেছে। বিবেচনা হয়, এইমাত্র অস্ত্রাঘাতে হত হইয়াছে। অথচ আমরা শ্রুত ছিলাম যে, দুই দিবস হইল তাহার সমাধি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তার পর আরো দেখ্‌চি যে, চারুমুখ প্রাণ ত্যাগ করিয়া চিত্তহরার পার্শ্বে পড়িয়া আছে। এর ভাব কি? যা হোক্, সত্বরে গিয়া মহারাজকে সম্বাদ দাও ; ভোজ ও সিন্ধুপ্রধানকে ডাকিয়া আন এবং আরো কেহ কেহ অন্বেষণ কর। এ বড় বিষম কথা।

[কতিপয় প্রহরির প্রস্থান।

আমরা ধরার উপরিভাগে মাত্র মৃতদেহ সমস্ত ধরাশায়ী দেখিতেছি ; কিন্তু কিরূপে এই বিষম বিষাদের সৃজন হইল, তদ্বিবরণ বিনা তাহার হেতু জানিতে পারিব না।

[প্রিয়ম্বদকে বন্দী করিয়া আনিয়া অনেক প্রহরীর প্রবেশ।]

২য় প্র। ইনি চারুমুখের কিঙ্কর ; সমাজ-ঘরের প্রাঙ্গনে ধৃত হইয়াছেন।

১ম প্র। যাবৎ রাজা না আইসেন, তাবৎ ইহাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ রাখ।

[তপোধন ব্রহ্মচারিকে বন্দী করিয়া আনিয়া

অপর প্রহরির প্রবেশ।]

৩য় প্র। ইনি ব্রহ্মচারী ঠাকুর ; বন্দী হইয়া, সঙ্গে [illegible] হতোদ্যম্শি বব করিতেছেন। আর খনিত্র ও কোদালী মাত্র, ইঁহার নিকটে পাওয়া গেল, তাহাও এই বিদ্যমান্ আছে, দেখ। ইনি সমাজ-ঘরের প্রাঙ্গনের এই দিক্ দিয়া বাহিরে গমন করিতেছিলেন, এমন সময় ধরা পড়িলেন।

১ম প্র। বিলক্ষণ সন্দেহের স্থল বটে ; একেও রাখ।

[পারিষদগণসহ মহারাজের প্রবেশ।]

রাজা। আজি প্রাতঃকালেই এ কি উৎপাত, যে এমন অসময়ে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সুষুপ্তি সুখ নষ্ট করিল।

[সিন্ধুপ্রধান, সিন্ধুমহিষী ও অন্যান্যের প্রবেশ]

সিন্ধু প্র। একে আমি শোক তাপে তাপিত ; তায় আবার এ কি! লোকে কেন এমন চীৎকার করে? এর ভাব কি?

সিন্ধু ম। কেউ কেউ বল্‌চে, "চারুমুখ" কেউ বল্‌চে, "চিত্তহরা" আর কতক কতক লোকে বল্‌চে. না, "সম্মোহন"। কিন্তু সকলেই এই সমাজ ঘরের অভিমুখে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসচে। এর ভাব কি, বলা যায় না।

সিন্ধু প্র। এখনি জান যাবে।

রাজা। প্রহরিগণ! কহ, এ সমস্ত কি? এই দুর্ঘটনার কথা যাহা কর্ণে শুনিতেছি।

১ম প্র। মহারাজ! নিবেদন করি। এই দেখুন, এক দিকে কুমার

সম্মোহন সংহত; আর দিকে চারুমুখ মৃত। আবার তারি পার্শ্বে চিত্তহরা; দুই দিন হইল যাহার মৃত্যু সংবাদ শুনা গিয়াছে, সেও দারুণ অস্ত্রাঘাতে নিহত এবং সমাজ-ভূমী শোণিতে লোহিতবর্ণা হইয়াছে।

রাজা। এই দারুণ হত্যা-কর্ম্মে লিপ্ত কে কে? আশু তাহার অনুসন্ধান করিয়া কহ। কোটাল কোথায়?

কোটাল। মহারাজ! তুষ্টিপ্রসাদ হউক। কিঙ্কর এই উপস্থিত।

রাজা। এ হত্যার মূল কি? ও কে সংশয়ের স্থল?

কোটাল। মহারাজ! এই ব্রহ্মচারী ঠাকুর ও নিহত চারুমুখের সেবক প্রিয়ম্বদ। ইহারা অস্ত্র-অস্ত্র সহ ধৃত হইয়াছে।

রাজা। বটে? তবে রাখ; আমি বিচার করিয়া বুঝিব।

সিন্ধুপ্র। (চমকিৎ) হা অদৃষ্ট!—হা দারুণ বিধি!!— হে মহিষি. দেখ, আমাদের চারুবদনা চিত্তহরা কন্যা একেবারে শোণিতমগ্না। ইহার হেমাঙ্গে কে এমন নিষ্ঠুর আঘাৎ করিল?- হায়, হায়! কাহার মুক্ত অসি ইহার চারুহৃদে প্রবেশ করিল? ভোজবালক চারুমুখের দেহে তারি শূন্য কোষ দেখিতেছি। সম্প্রতি কন্যার কোমল তনু তাহার কোষ হইয়াছে। কি দুর্দ্দৈব! কি দুর্দ্দৈব!!—

সিন্ধুম। (বিলাপপূর্ব্বক) আ-মরি-মরি! তাই তো দেখি। হে নাথ! বুঝি এই মৃত্যুতেই আমাদের মৃত্যু। যেন বাছাকে আমার কালে ধরেচে।

[রোদন করেন।

[ভোজপ্রধান ও কিঙ্করগণের প্রবেশ।]

রাজা। এসো; মহীশূর, এসো! পুত্রকে অতি সকালে সুপ্ত দেখিতে বুঝি এত সকালে গা তুলিয়াছ?

ভোজপ্র। মহারাজ! দুঃখের কথা আর কি নিবেদন করিব রাজদণ্ডে পুত্রবর দেশান্তরী হওয়াতে সেই শোকে মায় মুগ্ধা জায়া গত নিশায় কায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন বার্দ্ধক্যে ইহা হইতে আরো কি সন্তাপের সম্ভাবা আছে? আমি অশীতিপর ও শোক-তাপে জীর্ণ জ্বর হইয়াছি।

রাজা। ঐ দেখ, তোমার অনন্য তনয় গতাসু হইয়া ধরাশয় করিয়াছে।

ভোজপ্র। (মৃতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া) রে নির্ব্বোধ বালক এ কি? বৃদ্ধ পিতাকে রাখিয়া, অকালে কেন কালবে পাইলি? তোর মনে কি এই ছিল?—হা বিধি! আমার শেষদশায় এই কর্‌লে!—

[বিলাপ করেন।

রাজা। ভোজপ্রধান! সম্প্রতি বিলাপ সম্বরণ কর। আমরা তদন্ত করিয়া অগ্রে ইহার মূল জানি। কাহা কর্ত্তৃক কিরূপে ইহার সৃষ্টি হইল, এ জানা যাক্; তাহার পর বরং যদি তোমাকে লোকান্তর প্রেরণ করিয়াও তোমার সন্তাপ হরণ করিতে হয়, তাহাও করিব। সম্প্রতি ধৈর্য্যাবলম্বন কর; তাহাতে যে দুরদৃষ্ট হয়, হোক্।— কোটাল! এই বিগ্রহে যাহারা সংশয়ের স্থল হইয়াছে, তাহাদিগকে আমার সম্মুখে আন।

কোটাল। যে আজ্ঞা, মহারাজ। এই তপোধন ব্রহ্মচারী ও চারু-মুখের কিঙ্কর। ইহারাই সন্দেহের স্থল।

ব্রহ্মচারী। হে রাজন্! সর্ব্বানি মঙ্গলানি ভবন্তুঃ। যাবৎ সূর্য্যেন্দু ও তারাগণ গগনে উদয় হইতে থাকিবে, তাবৎ আপনি জয়যুক্ত হউন। এতদ্বিগ্রহে আমি প্রধানত্ব রূপে সং-

স্পষ্ট ; কিন্তু অকৃত কর্ম্মিষ্ঠ, অথচ সময়ের গতিকে বিশিষ্ট রূপে সংশয়াস্পদ হইয়াছি। মহারাজ! এই ভীষণ বধাদি কর্ম্মে অপবাদিত আমি দণ্ডায়মান হইয়া আপনি আপনাকে পরিচ্ছন্ন করিতেছি। বৃত্তান্ত শুনিলেই আমার দোষ প্রশমন হইবে।

তবে এর বৃত্তান্ত কি জান, তা বল।

পদ্য।

।—

সংক্ষেপে শুনহ রায়, কাহিনী বিস্তার।
অবশিষ্ট অল্প আয়ু, যে আছে আমার॥
তাহাতে বলিয়া, শেষ না হইবে ভূপ।
বহুরূপী আখ্যায়িকা, শুনহ স্বরূপ॥
ধরাশায়ী গতপ্রাণ, চারুমুখ যেই।
সংহত সতীর পতি, জানিবেন সেই॥
পতিপ্রাণা চিত্তহরা, চারুর জীবন।
পরিণয়ে এক প্রাণ, হইল দুজন॥
বিধিমতে, মন্ত্রঃপূত করিলাম আমি।
সতী চিত্তহরা পত্নি, চারুমুখ স্বামী॥
অনুকূল কালপ্রাপ্ত, যে কালে হইল।
সেই দিনে চিত্তহরা, চারুরে বরিল॥
তারে বধ করি চারু, শুন নৃপবর।
রাজদণ্ডে নব বর, হলো দেশান্তর॥
পতিশোকে, চিত্তহরা দিন দিন জরা।
ভ্রাতৃশোকে, কভু সেই নহিল কাতরা॥
হরিতে সন্তাপ শোক, জনক জননী।
প্রণয় নির্ণয় তার, করিল অমনি॥

সম্মোহনে দিবে দান, স্থির কৈল যবে।
আইল বিষণ্ণা বালা, মোর কাছে তবে॥
বিকল বদনা তন্বী, কাঁপে ক্ষীণ তনু।
যুগল নয়ন-জলে, ভাসে সিন্ধুজনু॥
কেমনে এড়াই, এই বিবাহের দায়।
"উপায় করহ বিভো!" কহিল আমায়॥
"নচেৎ এখনি, আত্মঘাতিনী হইব।
সতীত্ব-সংহার-পাপ, তবু না সহিব॥"
কন্যার করুণাবাক্যে, কাতর হইয়া।
শিক্ষিত-বিদ্যার বলে, উদ্ধার স্থজিয়া॥
নিদ্রা আকর্ষিণী দ্রব, দিলাম তাহারে।
কৃত্রিম বিয়োগ, যার সেবনে সঞ্চারে॥
পানীয় করিয়া পান, চারু-প্রণয়িণী।
কাল্পনিক কালপ্রাপ্তা, হইল কামিনী॥
ইতোমধ্যে, চারুমুখে লিখন লিখিয়া।
আসিতে কহিনু তারে, সত্বর হইয়া॥
ঔষধের ক্রম, মান্দ্য হইবে যখন।
নিশিযোগে, চিত্তহরা হরিবে তখন॥
ক্ষিতি বিদারিয়া, জায়া করিবে উদ্ধার।
অকাল-মরণে তার, কর প্রতিকার॥
লইয়া আমার লিপি, শিষ্য বিরচন।
যাইতে নারিল, দৈবযোগে সেই জন॥
গত নিশি প্রত্যর্পণ করিলেক পাতি।
ভাবিয়া, একাকী হেথা আসি আমি রাতি॥
চিত্তের চৈতন্য হেতু, প্রতীক্ষা করিয়া।
উদ্ধারিয়া লব তারে, মনেতে ভাবিয়া॥

রাখিব আশ্রমে নিজ, অতি সংগোপনে।
পাঠাব সময় বুঝি, পতির সদনে॥
অব্যর্থ বিধির বিধি, কে করে বারণ।
সময়ে আসিয়া হেথা, দেখিনু রাজন॥
সম্মোহন হত, ধরাশায়ী চারুমুখ।
বিষাদে ব্যথিত প্রাণ, পাই বড় দুখ॥
হেনকালে, চিত্তহরা চৈতানা হইল।
"প্রাণপতি কোথা ?" সতী ডাকিয়া কহিল॥
আমি কহিলাম, বালে! ওঠ শীঘ্রগতি।
বিধির ইচ্ছায়, তব মরিয়াছে পতি॥
অনিবার্য্য ঐশ্বরিক কার্য্য সব, জান।
ধৈর্য্য ধর সিন্ধুসুতে! ইতে নাহি আন॥
হেনকালে প্রেত-ভূমে, শুনি ভীমরব।
বাহির হইনু আমি, ভয়ে যেন দ্রব॥
বিষম নিরাশ বালা, না শুনিল বাণি।
বাহির নহিল চিত্তহরা, ভয় মানি॥
জ্ঞান হয়, আত্ম-হত্যা তখনি করিল।
পতিশোকে পতিব্রতা, তাহাতে তরিল॥
আদ্যোপান্ত এই কথা, কিছু নাহি এড়ি।
বিবাহের পূর্ব্ব কথা, সব জানে চেড়ি॥
ইতে কিছু দোষ মোর দেখহ ভূপতে।
প্রাণ দিয়া, প্রায়শ্চিত্ত প্রস্তুত করিতে॥
বিরত নহিক আমি, শুনহ রাজন।
বিধিমতে যদি হই, বধের ভাজন॥
না কহিব, দূর কর অকাল মরণ।
আত্মসন্তঃর্পণে, রাজদণ্ড আচরণ॥

রাজা। তুমি যে ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন, তাহা এখনও আমার জ্ঞা
আছে ; অতএব নিরস্ত হও। চারুমুখের কি
কোথা ? সে কি জানে ?

প্রিয়। মহারাজ! নিবেদন করি ; এ বিষয়ের আমি যা জা
বল্‌চি। আমি কেবল চিত্তহরার বিয়োগ-সংবাদ লই
প্রভু চারুমুখকে দিয়াছিলাম। তিনি অশ্বারোহ
ত্রিবঙ্কুর হইতে কর্ণাট নগরে আসিয়া, এই সমাজ-ঘ
প্রবেশ করতঃ, এই পত্র খানি আমাকে দিয়া কহিলে
যে, আমার পিতাকে দিস্। আর এইক্ষণে এখা
হইতে যা ; নচেৎ তোরে প্রাণে মার্‌বো। আমি সে
ভয়ে অন্তরে ছিলাম ; ভিতরে কি হইল, তা জানি না।

রাজা। সে পত্র কোথা ? দে ; আমি দেখ্‌বো।

(প্রিয়ম্বদ রাজকরে লিপি অর্পণ করে

সম্মোহনের বালকভৃত্য কোথায়, যে প্রহরিগণকে প্রথ
এখানে ডেকে আনে ? — হাঁরে ছোঁড়া! তুই কি জানিস্
তোর প্রভু সম্মোহন ভত রেতে সমাজ-ঘরে, কে
এসেছিল ?

বা ভৃত্য। মহারাজ! সমাজের উপর ছড়াইবার জন্যে পঞ্চ রত্ন নি
এখানে এসেছিলেন। আমি তাঁর কথাক্রমে কিঞ্চি
অন্তরে ছিলাম ; এমন সময় দেখি যে, একটা লো
আলো নিয়ে এর ভিতরে এসে, সমাজ খোঁড়বার উদ্যো
কল্লে। তাতেই প্রভু সম্মোহন ক্রমে ক্রমে এসে তা
উপর চড়াও হলেন, এবং তা দেখে আমিও কোটাল
প্রহরিদের সমাচার দিতে গেলেম। বুঝ্‌লেম যে
গতিক ভাল নয়।

রাজা। এই কথাই বটে ; বিশেষে চারুমুখের পত্র পাঠে বিবে

চনা হইতেছে যে, ব্রহ্মচারী যাহা কহিয়াছেন, সকলি বাস্তব। পত্রার্থ এই; প্রণয়িণী চিত্তহরার অকাল-মরণে চারুমুখ একেবারে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করণা-ভিপ্রায়ে বৈদ্য ব্যবসায়ী একজনা দীন বণিকের স্থানে বিষ ক্রয় করিয়া তৎসহ এখানে আসিয়া তাহা পান করতঃ, প্রণয়িণী চিত্তহরার পার্শ্বে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। ঘটনাও এইরূপ বটে। তবে পরস্পর চির-বৈরি ভোজ ও সিন্ধুপ্রধান, ইহারা কোথায়?—দেখ! তোমা-দের চির-অরিত্বের অতঃপর কি অশুভ ফল ফলিল!! প্রেমরূপে সূত্রপাত করিয়া, পরমেশ্বর তোমাদের সং-সারের উৎসবকে ব্যসন করিলেন এবং তোমাদের বিবাদ-বিসম্বাদকে এ পর্য্যন্ত হেয় জ্ঞান করিয়া, জ্ঞাতিগণ বিনাশে আমিও সমুচিত ফল পাইলাম। সকলেরই শাস্তি হইয়াছে। এখন তোমরা পরস্পর মিলন কর যে, কল্যান হইবে।

সিপ্র। মহারাজ! সেই ভাল। হে ভ্রাতঃ ভোজপ্রধান! তবে এখন এসো, আমরা পরস্পর আলিঙ্গন করি! এক্ষণে তোমার আলিঙ্গনই আমার কন্যার যৌতুকস্বরূপ হউক; ইহা হইতে আর অধিক কি চাহিব?

ভপ্র। সিন্ধুপ্রধান! আমি সানন্দে কোল দিতেছে। আরো যাহা দেয়, তাহা কহিতেছি:—

পদ্য।

সাধ্বী চিত্তহরাপ্রতিরূপ, মনোহর।
কাঞ্চনে রচিয়া থোব, নগর ভিতর॥
কর্ণাট দেশের নাম রহিবে যাবৎ।

সতীত্বের যশোকীর্ত্তি, রহিবে তাবৎ ॥
প্রতীষ্ঠা নহিবে, আর এ হেন মূরতি।
যথা পতিব্রতা, সেই সতী সত্যবতী ॥

সিন্ধুপ্র। এবং আমাদের পূর্ব্বশাত্রবজনিত এই অকুশলের উপমাস্থল চারুমুখও স্বীয় পরমপ্রণয়িনী হেমময়ী চিত্তহরার পার্শ্বে চিরদিন অত্যুজ্জ্বলা শোভাকে পাউক্।

। পরস্পর আলিঙ্গন করেন।

[illegible]। নিশি প্রভাত হইয়া সন্তাপ শোকে আজি তোমাদের সংমিলন করাইল। অতএব, তোমরা সম্প্রতি এখান হইতে গৃহে গিয়া বিষাদবিষয়ক প্রসঙ্গ কর। দেখ, আজি অরুণোদয়কালেও অন্ধকার। বোধ হয় যে, দিনমণিও বিষাদে মলীন হইয়া মেঘের অন্তরে ঢাকিয়াছেন।

পদ্য।

"ন ভাবি ন ভূত, হেন বিষাদের বাণি।
চারুমুখ-চিত্তহরা প্রেমের কাহিনী ॥"

[সর্ব্বেষাং প্রস্থানং।

গ্রন্থ সমাপ্তঃ